নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

রোববার

৩ নভেম্বর ২০২৪

১৮ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৫৩

বন্দর ব্যবসা তাঁদের হাতের মুঠোয়

চট্টগ্রাম বন্দর

সাত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*
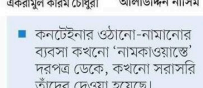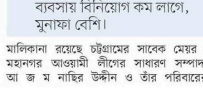
টানা ১৭ বছর ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ব্যবসা সাত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিতে আওয়ামী লীগ নেতা অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানা রয়েছে। আবার কোনোটির মালিক আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী।

কখনো এসব প্রতিষ্ঠান 'নামকাওয়াস্তে' ডাকা দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদারি কাজ পেয়েছে। কখনো সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে এই সাত প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে। কার্যত প্রতিযোগিতা না হওয়ায় বন্দরে কনটেইনার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বেশি হয়েছে। বাড়তি ব্যয় পণ্যের দামের ওপর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করেছেন ব্যবসায়ীরা।

সাত প্রতিষ্ঠানের একটি সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড। বন্দরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, তৎকালীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নূর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন চৌধুরী নামে পরিচিত) ও স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য এম এ লতিফের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

এম এইচ চৌধুরী লিমিটেড ও বশির আহমেদ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড নামের দুটি প্রতিষ্ঠানে মালিকানা রয়েছে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন ও তাঁর পরিবারের।

তরফদার রুহুল আমিন

আ জ ম নাছির উদ্দীন

একরামুল করিম চৌধুরী

আলাউদ্দিন নাসিম

- কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ব্যবসা কখনো 'নামকাওয়াস্তে' দরপত্র ডেকে, কখনো সরাসরি তাঁদের দেওয়া হয়েছে।
- কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ব্যবসায় বিনিয়োগ কম লাগে, মুনাফা বেশি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে (বাঁ থেকে) সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ঋতুপর্ণা চাকমা ও সেরা গোলরক্ষক রুপনা চাকমা। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায়। ছবি : প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

সাফজয়ী মেয়েদের সংবর্ধনা

সাবিনাদের সমস্যার কথা শুনলেন প্রধান উপদেষ্টা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কাঠমান্ডু থেকে ৩১ অক্টোবর দেশে ফিরে সাফজয়ী মেয়েরা বিমানবন্দর থেকে মতিঝিলের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ভবনে ফেরেন ছাদখোলা বাসে। সে রাতেই বাফুফে ভবনে মেয়েদের হাতে এক কোটি টাকা পুরস্কারের চেক তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল তাঁরা নতুন করে কোনো পুরস্কার পাননি, তবে যেটা পেলেন, সেটাও যে অনেক বড় পাওয়া!

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল তাঁর সরকারি বাসভবন যমুনায় সাফ জয়ের সাফল্যে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের মেয়েদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন, তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জেনেছেন। সেসব সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ এবারই প্রথম পেলেন বাংলাদেশের নারী ফুটবলার মেয়েরা। মেয়েরা প্রধান উপদেষ্টাকে তাঁদের সই করা একটি জার্সি ও ফুটবল উপহার দিয়েছেন। এমন আয়োজনের জন্য টানা দুটি সাফজয়ী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, সরকারপ্রধানের কাছে মেয়েরা তাঁদের নানা স্বপ্ন আর দৈনন্দিন সংগ্রামের কথাও তুলে ধরেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিএফআইইউ অর্থ পাচারের সহযোগী

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক

ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবছর ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেছেন, দেশের ব্যাংক খাতকে যেভাবে খাদের কিনারায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য মূল দায়ী প্রতিষ্ঠান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সংস্কার করা ও ঢেলে সাজানো ছাড়া বিকল্প নেই।

গতকাল শনিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) কার্যালয়ে 'পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার উপায়' বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন ইফতেখারুজ্জামান। ইআরএফ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইফতেখারুজ্জামান। গ্রিনওয়াচ ঢাকার সম্পাদক

> দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বলয় প্রতিষ্ঠা করে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখলের মাধ্যমে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ পাচার করা হয়েছে।
>
> **ইফতেখারুজ্জামান**, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

> প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পাচার করা অর্থ হজম করে ফেললে তা ভবিষ্যতের জন্য ভালো উদাহরণ হবে না।
>
> **জসিম উদ্দিন আহমেদ**, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

জাপা চাপে, বিএনপি মনে করে অযথাই এমন পরিস্থিতি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

হঠাৎ জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এখন দলটি আলোচনায়। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ঘটনাটিকে এই সময়ে রাজনীতিতে একটি 'অপ্রয়োজনীয়' কাজ হিসেবেই দেখছে অন্যতম প্রধান দল বিএনপি। দলটি এ বিষয়কে দেশকে অস্থিতিশীল করার একটি চক্রান্ত বলেও উল্লেখ করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার তিন মাসের মধ্যেই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বিষয়টিকে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শারমিন আহমদের বিশেষ সাক্ষাৎকার

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৮

পুরোনো কৌশলেই প্রস্তুতি ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪ বাকি আর ২ দিন

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে ট্রাম্প শিবির। কমলা তা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা আবারও পুরোনো কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। চার বছর আগের মতো এবারও তাঁরা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। তবে এবার অভিযোগ তুলছেন নির্বাচনের আগেই। এবার আরও কোমর বেঁধে নেমেছেন তাঁরা। বাইরের বিভিন্ন গোষ্ঠী এনে দল ভারী করছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভোটে হারলে কারচুপির অভিযোগ তুলে আবারও ঝামেলা পাকাবেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আগামী মঙ্গলবার ভোট দেবেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা। তবে ট্রাম্প ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাটদের 'প্রতারকের দল' বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে ট্রাম্পের মিত্ররা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির একটি বয়ান তৈরি করতে চাইছে ট্রাম্প শিবির।

শেষ মুহূর্তে জোর প্রচারণায় ব্যস্ত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। শুক্রবার উইসকনসিনের মিলওয়াকি শহরে। এএফপি

নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার উইসকনসিনের মিলওয়াকি শহরে। রয়টার্স

ট্রাম্প ও তাঁর সবচেয়ে পরিচিত সমর্থকেরা আজগুবি সব দাবি করতে শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি, ট্রাম্প এবার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হবেন। ট্রাম্পের অন্যতম মিত্র মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক বলেছেন, 'নিরঙ্কুশ বিজয়' পেতে যাচ্ছেন ট্রাম্প। এদিকে ট্রাম্পের জয় নিয়ে বাজি ধরাও চলছে হরদম। ট্রাম্প হেরে গেলে তাঁর সমর্থকদের মধ্যে যেন ক্ষোভ তৈরি হয়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে এর মাধ্যমে।

ট্রাম্পের প্রভাবশালী উপদেষ্টাদের কারও কারও ইঙ্গিত, এবারও সব ভোট গণনা হওয়ার আগেই নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন ট্রাম্প। ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে কারচুপির অভিযোগ তুলে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন তৎকালীন এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়ে সমর্থকদের উসকানিও দিয়েছিলেন। ট্রাম্পের উসকানিতে কংগ্রেস ভবনে (দ্য ক্যাপিটল) ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হামলা করেছিলেন তাঁর সমর্থকেরা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পৃষ্ঠা ৭

» শেষটা ভালো করতে ছুটছেন কমলা-ট্রাম্প

» নির্বাচনে বিশ্বনেতাদের সমর্থন কার দিকে

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৮ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৬ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৪.২° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২০.৮° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫০	মাগরিব	৫:২২
জোহর	১১:৪৫	এশা	৬:৩৭
আসর	৩:৪২	কাল ফজর	৪:৫০

গণভবনকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে : নাহিদ

বাসস, *ঢাকা*

নাহিদ ইসলাম

'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে গণভবনকে স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের পাশাপাশি গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, তাঁর আশা, ছাত্র-জনতার বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে জনগণ এই জাদুঘরকে ধারণ করবে।

গতকাল শনিবার গণভবনের ফটকের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে নাহিদ ইসলাম এ কথাগুলো বলেন। সেখানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কমিটি ঘোষণা করেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম জানান, কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন শিক্ষক ও লেখক এবাদুর রহমান। যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

কমিটি ঘোষণার পর উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, গত ১৬ বছরে বাংলাদেশে যে নিপীড়নের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলো জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে। জাদুঘরে 'আয়নাঘর'-এর একটি রেপ্লিকা তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেন, গত ১৬ বছরে এই গণভবন বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-যাতনার জায়গায় পরিণত হয়েছিল। আবার এই গণভবনে জনগণের বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নও রয়েছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ের চিহ্নও এই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মুসতাইন বিল্লাহ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক জাহিদ সবুজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক নুরুল মোমেন ভূঁইয়া, শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক তানজিম ওয়াহাব, লেখক ও গবেষক সহুল আহমেদ, স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি মো. আসিফুর রহমান ভূঁইয়া, নকশাবিদ আর্কিটেক্টসের লিড আর্কিটেক্ট বায়েজিদ মাহবুব খন্দকার, ডিজাইন ওয়ার্কস গ্রুপের আর্কিটেক্ট তানজিম হাসান সেলিম, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের সভাপতি বা উপযুক্ত প্রতিনিধি। এ ছাড়া কমিটিতে এক বা দুজন ছাত্রপ্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হবেন।

অল সোলস ডে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রতিবছর ২ নভেম্বর 'অল সোলস ডে' পালন করেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা। এ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে হলি রোজারি চার্চে সমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

মার্কিন নির্বাচন দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

শফিকুল আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ফল দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে না।

ইউএনবি, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে না। কারণ, একজন বিশ্বনেতা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল—ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতাদের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

গতকাল শনিবার এফডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রভাব নিয়ে ছায়া সংসদের আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, 'দুই দলেই তাঁর (ড. ইউনূস) বন্ধু আছে। সম্পর্ক অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর। অধ্যাপক ইউনূস একজন বিশ্বনেতা। সুতরাং কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন নির্বাচনে যিনিই জয়ী হোন না কেন, আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না।'

শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যু এবং লবিস্টরা এই ইস্যুকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর 'বর্বর হামলা' হচ্ছে উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার কঠোর নিন্দা জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও লুটপাট চালানো হচ্ছে এবং দেশটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে।' ট্রাম্পের এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার শফিকুল আলম বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কী ভাবছেন, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (ট্রাম্প) শিগগির মুক্ত বিশ্বের নেতা হতে পারেন। কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয় উপায়ে সত্য বলা।'

অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী বলেন, ট্রাম্প মার্কিন নির্বাচনের আগমুহূর্তে এক এক্স হ্যান্ডলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করায় পতিত সরকার মনে করছে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের ফিরে আসা সহজ হবে। কিন্তু গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত পতিত স্বৈরাচারকে এ দেশের ছাত্র-জনতা রাজনীতিতে আর গ্রহণ করবে না।

রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার আমরা কারা

মির্জা ফখরুল বললেন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ফখরুল ইসলাম

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার আমরা কারা। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে।' জাতীয় পার্টিকে ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানী মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বিএনপির প্রয়াত নেতা সাবিহ উদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

সে সময় জাতীয় পার্টি ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, এটা একটা চক্রান্ত। দেশে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে।

মির্জা ফখরুল এ-ও বলেন, যেটা কোনো ইস্যুই নয়, সেই ইস্যুকে সামনে এনে নতুন করে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আইসিটি আইনে দায়ের সব মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান

বাসস, *ঢাকা*

২০১৮ সালে বাতিল হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনে করা সব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন 'ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস'-এর ট্রায়ালওয়াচ ইনিশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)। প্রতিষ্ঠান দুটি গত শুক্রবার যৌথভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ আহ্বান জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বর্তমানে দেশের কঠোর সাইবার আইনগুলো পুনর্মূল্যায়নে একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি সাইবার আইনের আওতায় থাকা 'মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত' সব মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা যথার্থ দিকনির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে উদ্ধৃত করে গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিএসএ (সর্বশেষ সংস্কার করা আইন) মূলত ডিএসএর প্রায় সব কঠোর বিধানকেই নতুন করে যুক্ত করেছে, যার মধ্যে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫৭ ধারা ও ডিএসএ বাতিল করা হলেও সরকারি তথ্য অনুসারে, ডিএসএ ও আইসিটি আইনের অধীন করা এক হাজারেরও বেশি মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত মামলা এখনো চলছে। ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে ট্রায়ালওয়াচের পর্যবেক্ষণে থাকা একটি মামলাও এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান বলেন, 'হ্যাকিং, যৌন হয়রানি ও অন্যান্য গুরুতর সাইবার অপরাধের বিচার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা আইন অত্যন্ত অস্পষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ। এতে বিরোধী মত দমনের অনেক উপাদান রয়েছে। তাই আমরা এ আইনের অধীন দায়েরকৃত সব মামলা বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছি।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আইনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে এখন আইসিটি আইনের অধীন থাকা সব মামলা বাতিল করা উচিত। কারণ, এগুলোর আর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) বাতিল হওয়ায় আইসিটি আইনের জন্য থাকা সংরক্ষণ বিধানটি স্বাভাবিকভাবে আর কার্যকর থাকে না। সাইবার নিরাপত্তা আইনে (সিএসএ) একই সংরক্ষণ বিধান থাকলেও তা শুধু ডিএসএর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আইসিটি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই আইসিটি আইনের অধীন থাকা মামলাগুলো এখনো বিদ্যমান থাকার আর কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

ট্রায়ালওয়াচের বিশেষজ্ঞ ও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রেবেকা মামেন জন বলেন, আইসিটি আইনের অধীন থাকা মামলাগুলোর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। বাতিল হয়ে যাওয়া আইনের অধীন থাকা পুরোনো মামলা আবার বহাল রাখা অনুচিত। বিশেষ করে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করতে এ আইন ব্যবহার করা স্পষ্টতই আইনের অপব্যবহার।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'আপত্তিকর তথ্য', 'ভুয়া খবর' ও 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা'—এ-সম্পর্কিত অস্পষ্ট বিধান ও আইনগুলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন আদালত 'আপত্তিকর মন্তব্য' ও 'ভুয়া খবর'-সম্পর্কিত আইন বাতিল করছে।

দেশের আইন ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ উল্লেখ করে অবিলম্বে আইসিটি আইনের অধীন থাকা সব মামলা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।

মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষাই উন্নয়নের চালিকা শক্তি

সম্মেলনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশের আগামী দিনের রূপান্তরের চালিকা শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এ শক্তি শিল্পায়ন, কৃষি ও সেবা খাতের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজন। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় যুব সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

'যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক এ সম্মেলনের আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে হলে, উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে এবং এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মসৃণভাবে বেরোতে হলে শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশের আগামী দিনের রূপান্তরের অন্যতম চালিকা শক্তি। এ শক্তি শিল্পায়ন, কৃষি ও সেবা খাতের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজন।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমানে বহু ধরনের সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং এর সংস্কার নয়, রূপান্তরের জন্য একটি অংশীদারত্বমূলক বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।' তিনি আশা করেন, অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুততার সঙ্গে আধুনিক, দক্ষ ও সময়োপযোগী বিশ্বমানের কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে, সেটা কীভাবে করা যায়, তার একটি রূপান্তরমূলক কর্মপরিকল্পনার জন্য দ্রুত কমিটি করবে।

বন্দর ব্যবসা তাঁদের হাতের মুঠোয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এভারেস্ট পোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানে মালিকানা ছিল আ জ ম নাছির উদ্দীন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক প্রটোকল কর্মকর্তা ও ফেনী-১ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন নাসিমের। এখনো মালিকানা আছে নাসিমের ভাই জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা ওয়াহিদ খানের।

নোয়াখালী সদর আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীর মালিকানা রয়েছে এ অ্যান্ড জে ট্রেডার্সে। এফ কিউ খান অ্যান্ড ব্রাদার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবু শরীফ। তাঁর তেমন কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। ফজলীসন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে ইকরাম চৌধুরী চট্টগ্রামের প্রভাবশালী চৌধুরী পরিবারের সদস্য। ওই পরিবারের সদস্যরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয় তিনটি টার্মিনালের ১২টি জেটির মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় ও সরঞ্জামসমৃদ্ধ টার্মিনাল নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) চারটি জেটি এবং চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনালের (সিসিটি) দুটি জেটির নিয়ন্ত্রণ করে সাইফ পাওয়ার টেকের হাতে। জেনারেল কার্গো বার্থের (জিসিবি) ছয়টি জেটি বাকি ছয়টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১৭ বছরে এ ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কনটেইনার ওঠানো-নামানোর বিনিময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা পায়। এই টাকার পরিমাণ কত হবে, তা দরপত্রের মাধ্যমে ঠিক হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিযোগিতা হলে কনটেইনার ব্যবস্থাপনার ব্যয় অনেক কমে আসার সুযোগ তৈরি হয়। বন্দরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ব্যবসায় বিনিয়োগ কম লাগে। নিশ্চিত মুনাফা বেশি। সরকারঘনিষ্ঠরা বেশি টাকায় কাজ নিয়েছেন। অর্থমূল্য দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অন্য কাউকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন গত ৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বন্দরে এখন থেকে সব দরপত্র উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হবে। শর্ত এমনভাবে পর্যালোচনা হবে, যাতে ঘুরেফিরে একই প্রতিষ্ঠান কাজ না পায়। তিনি বলেন, বন্দরে অনেক অনিয়ম হয়েছে। অনেক লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সবই নজরে আছে।

সাইফ পাওয়ারটেকের পেছনে আ.লীগ নেতারা

সাইফ পাওয়ারটেকের হাতে যে ছয়টি জেটি রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেই বন্দরের ৬৫ শতাংশ কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়। ২০০৬ সালে বন্দরে গ্যান্ট্রি ক্রেন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজের হাতেখড়ি হয় সাইফ পাওয়ারটেকের। আওয়ামী লীগ আমলেই সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটি ও বন্দর কর্মকর্তারা কীভাবে সাইফ পাওয়ারটেককে বন্দরের কাজ পেতে সহযোগিতা করতেন, তার বড় উদাহরণ নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা-সংক্রান্ত দরপত্র। বাংলাদেশে প্রথম বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ হওয়ার কথা ছিল এই নিউমুরিং টার্মিনালে। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে কাজ গুছিয়ে এনেছিল। তবে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নূর-ই-আলম চৌধুরী ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের হস্তক্ষেপে দরপত্রপ্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। টার্মিনালটি চালু করতে লেগে যায় আরও ছয় বছর। ২০১৫ সালে টার্মিনালটির চার জেটিকে দুই প্যাকেজে ভাগ করে দরপত্র আহ্বান করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। দরপত্রের শর্ত এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সাইফ পাওয়ারটেক ছাড়া আর কেউ যোগ্য নির্বাচিত না হয়।

বন্দর সূত্রে আরও জানা গেছে, তখন একটি দরপত্রে আ জ ম নাছিরের প্রতিষ্ঠান এম এইচ চৌধুরী লিমিটেড (৩০ শতাংশ) ও একরামুল করিম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান এ অ্যান্ড জে ট্রেডার্স (৩০ শতাংশ) অংশীদার করে সাইফ পাওয়ারটেক।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দুটি কাজের চুক্তিমূল্য ছিল প্রায় ৯৯ কোটি টাকা। মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই কাজ দেওয়া হয় সাইফ পাওয়ারটেককে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল। সূত্র বলছে, তবে তৎকালীন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বিষয়টি 'ম্যানেজ' করেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরে নূর-ই-আলম চৌধুরী আত্মগোপনে চলে গেছেন। শাজাহান খান গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে। তাই তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় আর কখনো দরপত্র ডাকা হয়নি। বরং সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে ছয় মাস মেয়াদে সাইফ পাওয়ারটেককে কাজ দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে ১১তম বারের মতো সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে কাজ দেওয়া হয়, যার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৭ জানুয়ারি। সব মিলিয়ে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার কাজের চুক্তিমূল্য দাঁড়িয়েছে ৯০২ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করে কাজ দেওয়া হয়, দরপত্র হয় না।

একইভাবে গত ১৭ বছরে সমঝোতা, দরপত্র ও সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে প্রতিবারই চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনালের কাজ পেয়েছে সাইফ পাওয়ারটেক। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ছয় বছরের জন্য প্রায় ৩০৪ কোটি টাকায় টার্মিনালটি পরিচালনার কাজ পায় তারা। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছরের নভেম্বরে।

সাইফ পাওয়ারটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দরপত্রের মাধ্যমে অনেক কাজ পেয়েছেন। সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে দেওয়া কাজ তাঁরা করতে চান না। তিনি বলেন, '২০২২ সালে বন্দরকে আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, যাতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়।'

আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ প্রভাবশালীদের ঘনিষ্ঠতার সুযোগে কাজ পাওয়া নিয়ে তরফদার রুহুল আমিন বলেন, 'এই অভিযোগ সত্য হলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সালমান এফ রহমানের হস্তক্ষেপে নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরকে দেওয়ার প্রক্রিয়া কেন শুরু হয়েছিল?'

বন্দর সূত্র বলছে, সরকারি কাজে ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ছিলেন একটি পক্ষের প্রভাবশালী ব্যক্তি।

> কনটেইনার ওঠানো-নামানোর বিনিময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা পায়। এই টাকার পরিমাণ কত হবে, তা দরপত্রের মাধ্যমে ঠিক হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিযোগিতা হলে কনটেইনার ব্যবস্থাপনার ব্যয় অনেক কমে আসার সুযোগ তৈরি হয়। বন্দরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ব্যবসায় বিনিয়োগ কম লাগে। নিশ্চিত মুনাফা বেশি। সরকারঘনিষ্ঠরা বেশি টাকায় কাজ নিয়েছেন।

সেই পক্ষের বাইরে ছিলেন তরফদার রুহুল আমিন। তবে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নূর-ই-আলম চৌধুরীর (লিটন চৌধুরী নামে পরিচিত) সঙ্গে সখ্য রাখতেন।

আওয়ামী লীগের প্রভাবশালীদের কাছাকাছি যেতে চট্টগ্রাম আবাহনীর পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন তরফদার রুহুল আমিন। ২০১৪ সালে চট্টগ্রাম আবাহনীর ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান হন তিনি। এক বছর পর শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনেও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তরফদার রুহুল আমিনের। পরে অবশ্য সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব নামে দলও গঠন করেছেন তিনি। সূত্র বলছে, ফুটবলে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শেখ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন চট্টগ্রাম আবাহনীর মহাসচিব শামসুল হক চৌধুরী, যিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের বাইরে ১১ বছর ধরে ঢাকার কমলাপুর কনটেইনার ডিপো ও কেরানীগঞ্জে চট্টগ্রাম বন্দরের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল পরিচালনা করে আসছে সাইফ পাওয়ারটেক।

নাছিরের দুই প্রতিষ্ঠান

দুই দশকের বেশি সময় আগে এম এইচ চৌধুরী লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে বন্দরের ব্যবসায় যুক্ত হন সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটি সমঝোতার মাধ্যমে বন্দরে একটি জেটি পরিচালনার কাজ পায়। পরে দরপত্রের মাধ্যমে টানা ১৭ বছর ধরে একটি জেটি পরিচালনা করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি।

২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে টানা দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠনের পর আ জ ম নাছির উদ্দীনের নিয়ন্ত্রণে আসে কনটেইনার জেটি পরিচালনায় যুক্ত আরেকটি প্রতিষ্ঠান। সেটির নাম মেসার্স বশির আহমেদ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড।

বশির আহমেদের স্বজনেরা বলছেন, কৌশলে এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় নিজের স্ত্রী শিরিন আকতারকে যুক্ত করেছেন আ জ ম নাছির। বশির আহমেদের বড় ভাইয়ের ছেলে মো. নুরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শুধু মালিকানা নিয়েই ক্ষান্ত হননি তাঁরা, আমাদের নামে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। আমরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে থাকতাম।'

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আ জ ম নাছির আত্মগোপনে গেলে তাঁর পক্ষে ব্যবসা দেখাশোনা শুরু করেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। তিনি মেসার্স বশির আহমেদ লিমিটেডের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, জোর করে মালিকানা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ নিয়ে মামলা হয়েছে। বিষয়টি নিষ্পত্তিও হয়েছে।

বন্দর ব্যবসায় নাসিমও

আওয়ামী লীগ আমলে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিমের পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এভারেস্ট এন্টারপ্রাইজে হঠাৎ মালিকানায় পরিবর্তন আসে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে 'এভারেস্ট পোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেড' হিসেবে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। তাতে প্রথমবারের মতো মালিকানায় নাম আসে আ জ ম নাছির উদ্দীন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক প্রটোকল কর্মকর্তা ও পরে ফেনী-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন নাসিম ও তাঁর ভাই জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর।

সূত্র বলছে, আলাউদ্দিন নাসিমের চাপে শাহাদাত হোসেন নিজ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা দেন এই দুই প্রভাবশালীকে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা তৈরি হলে নাছির ও নাসিম শেয়ার ছেড়ে দেন। তবে নাসিমের ভাই জালাল উদ্দিন চৌধুরীর নামে শেয়ার বেড়ে যায়। মালিকানায় যুক্ত হন জালালের স্ত্রী ফারজানা ওয়াহিদ খান।

বিষয়টি নিয়ে শাহাদাত হোসেন বিশেষ কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, আর্থিক সংকটে পড়ে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করেছিলেন তিনি। পাওনা শোধ করেছেন। শেয়ারের মালিকানা আবার ফেরত নিচ্ছেন। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জেনারেল কার্গো বার্থের ছয়টি কনটেইনার জেটিতে একটি করে অপারেটর ও দুটি করে সহ-অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দরপত্র আহ্বান করা হলে সহ-অপারেটররা আর জেটি পরিচালনার সুযোগ পায়নি। সেই থেকে ছয়টি জেটিতে ছয়টি প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। প্রতিবার দরপত্রে সবাই এমনভাবে দর দিচ্ছে, যাতে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের দরের খুব বেশি পার্থক্য থাকে না। প্রাক্কলিত দরের সঙ্গেও ব্যবধান বেশি থাকে না।

বন্দরের জেটি পরিচালনাকারী বার্থ অপারেটর প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বার্থ অপারেটরস, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস ও টার্মিনাল অপারেটরস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে একরাম চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, যোগ্য হয়েছে বলেই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ পেয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয়।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসব দরপত্র ছিল লোকদেখানো। সে কারণেই একই প্রতিষ্ঠান বারবার কাজ পেত। দরপত্রের শর্ত ওই সব প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হতো।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) চট্টগ্রামের সম্পাদক আখতার কবির চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, বন্দরে কনটেইনার ব্যবস্থাপনার ঠিকাদারি কাজে একটা সিন্ডিকেট (চক্র) তৈরি হয়েছে, যারা বছরের পর বছর কাজ পেয়ে আসছে। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর স্বচ্ছতা আনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বন্দরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে হাজার কোটি টাকার ঠিকাদারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

আখতার কবির বলেন, 'এখন যে সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছে, তারাও যাতে আগের মতো ব্যবসা দখল করতে না পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।'

পুরোনো কৌশলেই প্রস্তুতি ট্রাম্পের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনে আস্থা বাড়ানো নিয়ে কাজ করা অলাভজনক সংস্থা স্টেটস ইউনাইটেড ডেমোক্রেসির প্রধান নির্বাহী জোয়ানা লিডগেট এ প্রসঙ্গে বলেন, 'চার বছর ধরে নির্বাচন নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। নির্বাচনী ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে যেখানে-সেখানে মামলা করা হয়েছে। এত দিন ধরে নানাভাবে যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তারই ফল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন তাতে অবাক হয়নি ডেমোক্র্যাট শিবির। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরের অন্যতম আইনজীবী ডানা রেমাস বলেছেন, 'নির্বাচন চলমান এবং মূল ভোট গ্রহণের দিন আসার আগেই ট্রাম্প যে নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তিনি ২০২০ সালে এই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, এবারও ব্যর্থ হবেন।'

যেসব দাবি করতে পারেন ট্রাম্প

ট্রাম্প প্রথম যে কাজটি করতে পারেন তা হলো, ভোট গণনার আগে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করা। ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টা স্টিফেন কে ব্যানন গত নির্বাচনের সময় কংগ্রেসে হামলার ঘটনায় কারাগার থেকে গত মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছেন। কারামুক্ত হয়েই তিনি বলেন, 'নির্বাচনের দিন ট্রাম্প নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন। এর মানে এই নয় যে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি শুধু নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।'

ট্রাম্পের আরেকটি কৌশল হতে পারে নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা। নির্বাচনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট বা কারিগরি কিছু ত্রুটির ঘটনা ঘটে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এসব ত্রুটিকে নির্বাচনে কারচুপির সঙ্গে তুলনা করে এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন ট্রাম্প ও তাঁর মিত্র-সমর্থকেরা। এসব ভুলত্রুটিকে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের অপরাধ হিসেবে তুলে ধরতে চাইবে ট্রাম্প শিবির।

ট্রাম্প নিজেও ইতিমধ্যে এমন কথা বলেছেন। গত মঙ্গলবার পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে গিয়ে তিনি বলেন, সেখানে ইতিমধ্যে ভোট কারচুপি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেন, স্থানীয় কর্মকর্তারা ভুয়া ব্যালট জব্দ করেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'পেনসিলভানিয়ার নির্বাচনে কারচুপি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনাও ঘটছে। এত বড় পরিসরে কারচুপি আগে তেমন দেখা যায়নি।'

গত নির্বাচনে কারচুপিসহ নানা দাবি করেও ব্যর্থ হয়ে ট্রাম্প শেষে নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের স্বীকৃতিদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটা করতে ট্রাম্প তাঁর কর্মী-সমর্থকদের ক্যাপিটলে হামলায় উসকানি দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যখন নির্বাচনের ফলাফলে চূড়ান্ত অনুমোদনের কার্যক্রম চলছিল তখনই হামলা হয়। এবারও ট্রাম্পের সমর্থকেরা নির্বাচনের ফল নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, গতবারের তুলনায় এবারে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। গতবারের হামলার ঘটনার পর ভোট গণনা-সংক্রান্ত আইনে সংস্কার আনা হয়েছে। এতে করে গতবার ভোটের ফলাফল কংগ্রেসে চূড়ান্ত অনুমোদনে ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকেরা যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন, এবার সেটা আরও কঠিন হবে। দ্বিতীয়ত, সেবার ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। এবার যা নেই। এ ছাড়া পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে এবার নির্বাচনের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ কারণে গত নির্বাচনের মতো সুযোগ পাবেন না ট্রাম্প।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ডেমোক্র্যাট

ট্রাম্প যদি ২০২০ সালের মতো এবারও আগাম জয় দাবি করেন, তবে তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন ডেমোক্র্যাটরাও। ডেমোক্রেটিক প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী শিবির ও দলীয় কর্মকর্তারা রয়টার্সকে সেই প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন।

ট্রাম্প এ সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর আশা, ভোটের দিনই নিজের জয়ী হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করতে পারবেন তিনি। যদিও নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। বিশেষ করে যদি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এলাকায় ভোট পুনর্গণনার দাবি ওঠে। আর এবার প্রায় সব জনমত জরিপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রাম্প নিজেকে বিজয়ী দাবি করলে কীভাবে সেটা মোকাবিলা করবেন এমন প্রশ্নে সম্প্রতি এবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কমলা বলেছেন, 'দুঃখজনকভাবে হলেও আমরা প্রস্তুত। যদি তিনি (ট্রাম্প) নিজেকে (বিজয়ী) দাবি করেন এবং যদি আমরা জানতে পারি, তিনি সত্যি সংবাদমাধ্যমকে চালিত করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মতামতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন...আমরা জবাব দিতে প্রস্তুত।'

কী ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি কমলা হ্যারিস। তবে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও কমলার নির্বাচনী শিবিরের ছয়জন কর্মকর্তা বলেছেন, ট্রাম্প যদি আগাম জয় ঘোষণা করেন, তবে প্রাথমিক লড়াই হবে জনগণের আদালতে। তাঁদের পরিকল্পনা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশনে বিজয়ীর নাম ঘোষণার আগে সব ভোট গণনার জোরালো দাবি জানাবেন।

এদিকে রিপাবলিকান পার্টির পুরোনো কৌশল নেওয়ার প্রসঙ্গে বক্তব্য জানতে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর পক্ষ থেকে ট্রাম্পের প্রচারশিবিরে ই-মেইল করা হয়। সেই ই-মেইলের জবাব দেয়নি ট্রাম্প শিবির।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ

(২ নভেম্বর)

জাতীয় গড়

কমলা হ্যারিস **৪৯%** — ডোনাল্ড ট্রাম্প **৪৮%**

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৭%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৯%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

> রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার আমরা কারা? জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি; জাতীয় পার্টিকে ঘিরে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে

সংক্ষেপে

আদালত প্রাঙ্গণে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা

সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে হোটেল, রেস্তোরাঁয় তালিকাভুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ও নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দেশের সব অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ও আদালত প্রাঙ্গণের হোটেল-রেস্তোরাঁতেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। দুটি বিজ্ঞপ্তিই ২৮ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। দুই বিজ্ঞপ্তিতে বিকল্প প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিকের ফাইল ও ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ বা পরিবেশবান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার; কটন বা জুট ফেব্রিকের ব্যাগ ব্যবহার; কাচের বোতল ও কাচের গ্লাস ব্যবহার; কটন ফেব্রিক, জুট ফেব্রিক বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরি ব্যানার ব্যবহার; প্রচারপত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেটেড পরিহার; সভা-সেমিনারের খাবারের প্যাকেট পরিবেশবান্ধব হওয়া; প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেনসিল ও কাগজের কলম ব্যবহার করা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লুট হওয়া তেল উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকার শীতলক্ষ্যা নদীতে একটি জ্বালানি তেলের ট্যাংকার থেকে লুট হওয়া প্রায় ৫০ হাজার লিটার ফার্নেস তেল উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। গত শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের কলাগাছিয়া এলাকা থেকে এই তেল উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে প্রায় চার লাখ লিটার জ্বালানি তেল নিয়ে একটি বড় ট্যাংকার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ পদ্মা অয়েল ডিপো থেকে গাজীপুরের আরপিসিএল পাওয়ার প্ল্যান্টে যাচ্ছিল। এ সময় একদল ডাকাত দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে ট্যাংকারটি থামিয়ে প্রায় ৫০ হাজার লিটার জ্বালানি তেল লুট করে। ডাকাতেরা তেল লুটের পর ট্যাংকারের চারজন ক্রুকে অপহরণ করে এবং পরে ছেড়ে দেয়। লুট করা তেল কলাগাছিয়া এলাকার একটি চরে দুই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। ঘটনাটি জানতে পেরে স্থানীয় এক বাসিন্দা তা পুলিশকে জানান।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণে সবাইকে কাজ করতে হবে

ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ

ওয়েবিনারে মূলত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এক-দুই দিনের আন্দোলন ছিল না। মানুষ অনেক বছর নানাভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্ষোভ প্রকাশের একটি সুযোগ করে দেয়।
>
> **অধ্যাপক মো. হামিদুল হাসান**, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। এখন স্বপ্নের একটি বাংলাদেশ নির্মাণে সবাইকে কাজ করতে হবে।

গতকাল শনিবার 'মৃত্যুর মুখোমুখি : কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করে?' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ওই ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এ ওয়েবিনারে মূলত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন।

আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সিনথিয়া মেহরিন। তাঁর একটি ছবি তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজাকার বলার পর তাঁরা প্রতিবাদ জানান। রাতে মেয়েদের হল থেকে শিক্ষার্থীরা তালা ভেঙে বের হয়ে আসেন। পরদিন তাঁদের কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ ভাড়া করা টোকাই নিয়ে হামলা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনের চত্বরে তাঁরা আশ্রয় খুঁজছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল বাসের সামনে তাঁর মাথায় রড দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর আড়াই ঘণ্টা তাঁর চেতনা ছিল না।

ছাত্রলীগ প্রসঙ্গে সিনথিয়া মেহরিন বলেন, ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু এখনো তাদের শাস্তি হয়নি। তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্ত কমিটি করলেও এখনো দৃশ্যমান কিছু করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী সামিয়া মাসুদ বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের আগেও তাঁরা ও সাধারণ মানুষ নানা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। মানুষের ছোট ছোট ক্ষোভ থেকে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। ১৫ জুলাই থেকে ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামাতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের রাজাকার আখ্যা দিয়ে তাঁদের ওপর হামলা করা হয়। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে দেওয়ার পর ১৮ জুলাই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেমে না এলে হয়তো আন্দোলন এত দূর গড়াত না। আন্দোলনের নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এখন অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের কথা সেভাবে আলোচনায় আসে না।

দেশপ্রেমের তাগিদে শিক্ষার্থীরা নিয়োগপ্রক্রিয়ায় মেধার মূল্যায়নের দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন—এমন মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আবিদ হাসান বলেন, তিনি প্রথম যেদিন হলে ওঠেন, তাঁকে গেস্টরুমে ডেকে প্রশ্ন করা হয়, প্যান্ট টাকনুর ওপরে কেন? তিনি ছাত্রলীগের নেতাদের মুখে মুখে কথা বলায় তাঁকে শিবির 'ট্যাগ' দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সব সময় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিতে জবরদস্তি করা হতো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সবার ছাত্রলীগের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, দিনের পর দিন শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছেন; কিন্তু তখনকার সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আন্দোলনের ঘটনাক্রম তুলে ধরে তিনি বলেন, এখন স্বপ্নের একটি বাংলাদেশ নির্মাণে সবাইকে কাজ করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। হয়তো আরও এগোনো যেত। ত্যাগের মাধ্যমে যে পরিবেশ পাওয়া গেছে, তা রক্ষা করতে হবে। অনেক দেশ বাংলাদেশের এ আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে।

সমাপনী বক্তব্যে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. হামিদুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এক-দুই দিনের আন্দোলন ছিল না। মানুষ অনেক বছর নানাভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্ষোভ প্রকাশের একটি সুযোগ করে দেয়। এ আন্দোলন অভূতপূর্ব।

আলোচনায় সূচনা বক্তব্য দেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরিয়াল ফেলো অধ্যাপক নিয়াজ আসাদুল্লাহ।

জেলহত্যা দিবস আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আজ ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস। রাতের আঁধারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। দিনটি জাতির ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর দিন।

এই নির্মম ঘটনার ঠিক আগে একই বছরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ এই চার সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার পাল্টাপাল্টি দখলের ধারাবাহিকতায় রাতের আঁধারে কারাগারে বন্দী অবস্থায় ৪৯ বছর আগে হত্যা করা হয় জাতীয় এই চার নেতাকে। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলা জেলহত্যা মামলা নামে পরিচিতি পায়।

নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ৮। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তিনজন। সাজাপ্রাপ্ত এই ১১ আসামির মধ্যে ১০ জনই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাতেও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। দেশে ফেরার পর ২০২০ সালের এপ্রিলে তিনি ধরা পড়েন এবং ওই মাসেই তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়।

জাতীয় চার নেতাকে হত্যার ঘটনায় ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর তৎকালীন কারা উপমহাপরিদর্শক কাজী আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলার তদন্ত থেমে ছিল ২১ বছর। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৯ বছর পর ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত মামলার রায় ঘোষণা করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

এম মনসুর আলী

এ এইচ এম কামারুজ্জামান

আগামী বছর প্রায় ২ মাস পেছাচ্ছে পরীক্ষা

এসএসসি ও এইচএসসি

এসএসসি পরীক্ষা পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর এপ্রিলে, এইচএসসি জুনে নেওয়ার পরিকল্পনা।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

করোনাকালের ধাক্কা সামলে গত বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগের মতো ফেব্রুয়ারিতে শুরু হলেও আগামী বছরের পরীক্ষা আবারও পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দুই মাস পিছিয়ে এসএসসি পরীক্ষা পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর এপ্রিলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। আর এসএসসি পেছানোর ফলে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাও মাস দুয়েক পিছিয়ে যাচ্ছে। এই পরীক্ষা জুন মাসে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। তবে কী কারণে পরীক্ষা পেছানো হচ্ছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কেউ কিছু বলছেন না।

জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে। এ জন্য ঠিকমতো পাঠ্যসূচি শেষ করা সম্ভব হয়নি। আবার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও আবেদন আছে। তাই ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা নিলে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেই বিবেচনায় এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর এইচএসসি পরীক্ষা পবিত্র ঈদুল আজহার পর নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হতে পারে ৩১ মার্চ। আর পবিত্র ঈদুল আজহা হতে পারে আগামী বছরের ৭ জুন।

জুন-জুলাই মাসে বর্ষা মৌসুম থাকে। এই সময়ে পাবলিক পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। তাই এই সময়ে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনাটি কতটা বাস্তবসম্মত, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

সাধারণত এসএসসি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির শুরুতে ও এইচএসসি পরীক্ষা এপ্রিলের শুরুতে হতো। কিন্তু করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে পুরো শিক্ষাপঞ্জি এলোমেলো হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ এপ্রিল। এরপর গত বছর থেকে এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। গত বছর এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। এখন আবার আগামী বছর তা পিছিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আগামী বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা হবে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচিতে। সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ও সময়ে এ পরীক্ষা হবে। আর ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা হবে ২০২৩ সালের মতো সংক্ষিপ্ত বা পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে। তবে পরীক্ষা হবে সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বরে।

প্র বাণিজ্য

শেয়ারবাজার

দেশের শেয়ারবাজারে চলতি ২০২৪ সালে এখন পর্যন্ত অনেক কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এসব কোম্পানির মধ্যে টাকার অঙ্কে যারা সবচেয়ে বেশি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, এ রকম শীর্ষ ১০টিকে নিয়ে থাকবে বিস্তারিত প্রতিবেদন।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। পুরো পৃথিবী এখন এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে এই নির্বাচনের কী প্রভাব পড়তে পারে, সেটি নিয়ে থাকবে বিশেষ আয়োজন।

চোখ রাখুন আগামীকাল

প্রথম আলো

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঝুঁকি নিয়েছিলেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

‘জুলাই অভ্যুত্থানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা’ শীর্ষক সভায় বক্তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বন্ধ হওয়ার পর আন্দোলন উজ্জীবিত করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্রগঠনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও যে মাঠে নামেন, জুলাই অভ্যুত্থানে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

‘জুলাই অভ্যুত্থানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা’ শীর্ষক এই সভা আয়োজন করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *অগ্নিসেতু*। সভায় আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা অংশ নেন।

১৮ জুলাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা বলেন, ১৮ জুলাই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ সরকার আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। কোথাও আন্দোলন স্থবির হয়ে গেলে আরেক জায়গায় জেগে ওঠা, এটাই গণ-অভ্যুত্থানের চরিত্র। সেটাই এবার হয়েছে। আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের প্রভাষক কাব্য কৃত্তিকা বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন আন্দোলনে নেমেছিলেন, তখন তাঁদের নিরাপত্তাবলয় ছিল না। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক বেশি অনিরাপদ ছিলেন তাঁরা। এ জন্য অনেক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের অনেকে এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। তাঁদের সুচিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন আহত শিক্ষার্থী সাইফুদ্দীন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার এখনো আহত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করতে পারেনি। নিহত ব্যক্তিদেরও পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হয়নি। এই সরকার ইতিমধ্যে আড়াই মাস পার করেছে। আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বন্ধ ঘোষণার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, আন্দোলন শেষ, কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ওই আন্দোলন উজ্জীবিত করেছিলেন বলে মন্তব্য করেন সাইফুদ্দীন।

মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে আলোচনা সভায় উল্লেখ করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শমী সুহৃদ। আন্দোলনের সময় ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণার পরও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার খুলে রাখা হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ওই মেডিকেল সেন্টারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতাকেও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহজাদ ফিরোজ, *অগ্নিসেতুর* উপদেষ্টা পঙ্কজ নাথসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

জাপা চাপে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনেকে ভালোভাবে নেননি। কেউ কেউ এ ঘটনাকে কারও কারও অতি উৎসাহ হিসেবে দেখছেন। আর তাতে শেষ বিচারে কে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও চলছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলে। যদিও এ ঘটনায় জাতীয় পার্টি কিছুটা চাপে পড়েছে।

দলের কার্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরও সমাবেশের কর্মসূচি নিয়েছিল জাপা। সেই সমাবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে পাল্টা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতার ব্যানারে। দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের প্রেক্ষাপটে জাপা কার্যালয় এলাকায় সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ঢাকা মহানগর পুলিশ। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা মেনে দুই পক্ষই গতকালের কর্মসূচি স্থগিত করে।

জাতীয় পার্টি ঘিরে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা মনে করি, এর মধ্য দিয়ে পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চলছে অযথা এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে।’ এ বিষয় নিয়েই গতকাল ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার আমরা কারা? জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে।’

গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বিএনপির প্রয়াত নেতা সাবিহ উদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল। সে সময় জাতীয় পার্টি ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, এটা একটা চক্রান্ত। দেশে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। মির্জা ফখরুল এ-ও বলেন, যেটা কোনো ইস্যুই নয়, সেই ইস্যুকে সামনে এনে নতুন করে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বিএনপির মিত্র ছয়টি দলের জোট গণতন্ত্র মঞ্চও জাতীয় পার্টিকে নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছে।

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ‘দোসর’ বিবেচনায় জাতীয় পার্টিকে রাজনীতিতে কোণঠাসা বা অকার্যকর করার কৌশল নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরই অংশ হিসেবে দলটিকে এড়িয়ে চলছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ কারণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সাম্প্রতিক সংলাপে আওয়ামী লীগ ও ১৪-দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় পার্টিকেও বাদের তালিকায় রাখা হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ-অসন্তোষ এবং পাল্টাপাল্টি অবস্থানে জাতীয় পার্টি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের একটি অংশ মুখোমুখি হয়। এর রেশ ধরেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা’র ব্যানারে একদল লোক প্রথমে হামলা ও পরে আসবাবপত্রে আগুন দেয়। এতে দলটির কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ঘটনা আলোচনার বাইরে থাকা জাতীয় পার্টির জন্য রাজনৈতিকভাবে ইতিবাচক হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত দলটি প্রকাশ্যে আসতে পারেনি। সেখানে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ‘দোসর’ বলা হলেও এখন পর্যন্ত দলটি ভালোভাবেই তৎপর রয়েছে। জাতীয় পার্টির প্রধান জি এম কাদের কঠোরভাবেই এর প্রতিবাদ করছেন। একই সঙ্গে বিগত নির্বাচনগুলোতে কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে যেতে বাধ্য করেছেন, তার ব্যাখ্যাও তুলে ধরছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাতীয় পার্টির উচ্চপর্যায়ের একজন নেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমাদের জন্য রাজনীতিতে একটা অবস্থানের প্রয়োজন ছিল। সেটা হয়ে গেছে।’

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় পার্টিকে নিয়ে এতটা কঠোর পদক্ষেপের বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পুরো নেতৃত্ব এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির কোনো সমন্বিত সিদ্ধান্ত ছিল না। এতে কারও কারও ব্যক্তিগত খেদ বা অতি উৎসাহ কাজ করেছে। তাঁরা মনে করেন, পতিত ফ্যাসিবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা জাতির জন্য ‘ভরসার’ জায়গা তৈরি করেছিল। সে রকম একটি অবস্থানে পৌঁছে ছাত্রদের কোনো বিষয়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত হওয়ায় তাঁরা সমালোচনার জায়গায় চলে গেছেন।

গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি মনে করেন, কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব বা ছাত্রদের নাম যুক্ত হওয়া কোনোভাবেই সমীচীন নয়। জোনায়েদ সাকি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের রাজনৈতিকভাবেই আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।’

তবে গতকাল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম তাঁদের ফেসবুকে অভিন্ন পোস্ট দেন। তাঁরা লিখেছেন, ‘যেই পথে গেছে আপা, সেই পথে যাবে জাপা।’ অর্থাৎ শেখ হাসিনা যে পথে গেছেন, জাতীয় পার্টিও সে পথে যাবে। তাঁদের এই অবস্থান জাতীয় পার্টিকে রাজনীতি থেকে মূলোৎপাটনের চেষ্টা হিসেবে দেখছেন দলটির নেতারা।

কথা শুনলেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের নারী ফুটবলে আগের প্রজন্মের অবদানের কথা স্মরণ করেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, যাঁরা ফুটবলকে আবেগ হিসেবে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টাকে তিনি বলেন, ‘অনেক বাধা অতিক্রম করে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি। শুধু নারী ফুটবল দলই নয়, বাংলাদেশের নারীরা অনেক সংগ্রামের মুখোমুখি হয়।’ নারী ফুটবলারদের অনেকেই দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে আসেন। তিনি মনে করেন, তাঁদের পরিবারকে সমর্থন করা প্রয়োজন। ফুটবল খেলে দেশকে আনন্দে ভাসালেও সাবিনার আক্ষেপ, ‘আমরা যা বেতন পাই, তা দিয়ে পরিবারকে পর্যাপ্ত সহায়তা করতে পারি না। আমরা বেশি কিছু পাই না।’

কয়েকজন সতীর্থের উঠে আসার সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সাবিনা। মিডফিল্ডার মারিয়া মান্দার বাড়ি ময়মনসিংহের কলসিন্দুরে। মারিয়া তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন ছোটবেলায়। তাঁকে লালন-পালন করেছেন মা। কলসিন্দুর থেকে উঠে আসা সাফজয়ী দুই শামসুন্নাহার, তহুরা খাতুন, সানজিদা আক্তার ও শিউলি আজিমদের গল্পও বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলার।

ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রানী সরকার ঢাকায় নারী ফুটবলারদের আবাসন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা শোনান খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত উপজেলা লক্ষ্মীছড়ি থেকে উঠে আসার সংগ্রামের কথা। ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলায় দুর্বল ফুটবল অবকাঠামোর বর্ণনা দেন মিডফিল্ডার স্বপ্না রানী। প্রধান উপদেষ্টাকে মেয়েরা বলেছেন, এত সংকটের পরও টানা দুবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে সারা বছর বাফুফে ভবনে ক্যাম্পের আয়োজন। এই ক্যাম্প যেন সব সময়ই বছরজুড়ে থাকে, সেই দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন।

বিজয়ী খেলোয়াড়দের সব দাবি ও সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলো সমাধানে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। স্বাগত বক্তব্যে মেয়েদের প্রশংসায় ভাসিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘এই সাফল্যের জন্য আমি গোটা জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। জাতি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষ সাফল্য চায়। তোমরা আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছ।’

প্রধান উপদেষ্টা প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তাঁদের সংগ্রামের কথা, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দাবিগুলো কাগজে লিখে তাঁর অফিসে পাঠাতে বলেছেন, ‘তোমাদের যা মন চায়, লিখতে পার, দ্বিধা করবে না। যদি এখন কিছু বলতে চাও, সেটাও বলতে পারো। আমরা তোমাদের দাবি পূরণ করার চেষ্টা করব। এখন যদি কিছু সুরাহা করা যায়, তবে আমরা এখনই তা করব।’

সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ২৩ খেলোয়াড় ছাড়াও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন দলের কোচ পিটার বাটলার ও ম্যানেজার মাহমুদা আক্তার। কোচিং স্টাফের অন্য কেউ আমন্ত্রণ পাননি। এ প্রসঙ্গে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘খেলাধুলার স্টেকহোল্ডার হচ্ছে খেলোয়াড়েরা, তারাই গুরুত্ব পাবে। এত দিন পর্যন্ত গুরুত্ব পেতেন কমিটির সদস্যরা, সেটা আর হবে না। এটা অন্তত আমার সময়ে আমি নিশ্চিত করব।’

অনুষ্ঠান শেষে যমুনার বাইরে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘স্যার খুব ধৈর্যসহকারে নারী ফুটবল দলের প্রত্যেকের কথা শুনেছেন। তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছেন। খেলোয়াড়দের আবাসন সমস্যা, অনুশীলন, বেতন, সবকিছু নিয়ে কথা হয়েছে। মেয়েদের এই সব কটি বিষয় আমরা দেখব, সে জন্য ওনারদের নির্দিষ্টভাবে দুই-তিন দিনের মধ্যে লিখিত দিতে বলা হয়েছে। সরাসরি সেটা আমি স্যারকে পৌঁছে দেব।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম।

‘ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া’

প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রথম আলোতে গতকাল শনিবার ‘ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের পাঠানো প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ১৯২ জন খুন হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই সময়ে মোট ৬৮টি (সেপ্টেম্বরে ৪১টি ও অক্টোবরে ২৭টি) খুনসংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হয়েছে এবং তদন্ত চলমান। জুলাই-আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মামলা দায়ের বৃদ্ধি পেলেও খুনসংক্রান্ত অপরাধের তথ্য সঠিক নয়। এ ছাড়া ছিনতাই ও ডাকাতির মামলার যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও বিভ্রান্তিকর।

ডিএমপির প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর ভঙ্গুর পুলিশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে জনজীবনে স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ডিএমপি নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পুলিশ সদস্যদের মনোবল বাড়ানো এবং প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের কাজ চলমান। একটি প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে, পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এ রকম প্রতিবেদন কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছিনতাই, খুন ও ডাকাতির যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে, তা ডিএমপিরই দেওয়া তথ্য। *প্রথম আলোর* প্রকাশিত প্রতিবেদনে সেই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। এ ছাড়া প্রতিবেদনে ভুক্তভোগী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের বক্তব্য রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুলিশের পুনর্গঠন ও সংস্কারের অন্তরায় হতে পারে, এমন কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। পুলিশ সংস্কার নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক একাধিক প্রতিবেদন ছেপেছে *প্রথম আলো*।

সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় আস্থা প্রকাশ করেছেন ড. কামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় আস্থা প্রকাশ করেছেন সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন। তিনি সংবিধানকে সমসাময়িক করার কথা উল্লেখ করেছেন। গতকাল শনিবার সংবিধান সংস্কার কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্য সুমাইয়া খায়ের, ইমরান সিদ্দিক, মোহাম্মদ ইকরামুল হক, শরীফ ভূঁইয়া, এম মঈন আলম ফিরোজী, ফিরোজ আহমেদ ও মুসতাইন বিল্লাহ গতকাল শনিবার সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের মতিঝিলের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় সংবিধান সংস্কারের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ড. কামাল হোসেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানসহ উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি সংবিধানকে সমসাময়িক করার কথা উল্লেখ করেন।

বিক্ষোভে শিল্পকলায় বন্ধ নাটকের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিল্পকলা একাডেমিতে বিক্ষোভের মুখে একটি নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

দেশ নাটক প্রযোজিত নাটক *নিত্যপুরাণ* মঞ্চায়নের সময় শিল্পকলা একাডেমির সামনে বিক্ষোভ করেন ২০ থেকে ২৫ ব্যক্তি। এ অবস্থায় নাটকটির মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশ নাটকের মুখ্য পরিষদ প্রধান মাসুম রেজা *প্রথম আলোকে* বলেন, শিল্পকলার জাতীয় নাট্যশালায় নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। এ সময় ফটকের বাইরে ২০ থেকে ২৫ ব্যক্তি স্লোগান দিয়ে নাটক বন্ধ করতে বলেন। দেশ নাটকের নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ ছিল—ওই ব্যক্তি স্বৈরাচার সরকার আওয়ামী লীগের দোসর হয়ে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর অংশগ্রহণে নাটক মঞ্চস্থ হতে পারবে না।

শিল্পকলার জনসংযোগ কর্মকর্তা সাবিনা পুঁথি বলেন, শিল্পকলা নাটক, অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তন ভাড়া দেয়। এখানেও তা-ই ঘটেছিল।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বিক্ষোভকারীরা দেশ নাটকের অধিকর্তা এহসান আজিজ বাবুর ফেসবুকে দেশবিরোধী নানা প্রচারণা ও বর্তমান সরকারপ্রধানসহ অন্যান্য উপদেষ্টার ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ ও রাজাকার আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদ জানায়। বিক্ষোভকারীরা একটি প্রতিবাদী ব্যানার জাতীয় নাট্যশালার ফটকে ঝুলিয়ে দেয়।

শোরুম উদ্বোধন করতে পারেননি মেহজাবীন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরে বাধার মুখে শোরুম উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারলেন না অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। গতকাল শনিবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের স্টেশন সড়কের রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায় খুকি লাইফ স্টাইল নামের শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। তবে মেহজাবীন চৌধুরীকে ছাড়াই শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

মেহজাবীন চৌধুরীকে দিয়ে ওই শোরুমের উদ্বোধনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানান ‘রিয়াজউদ্দিন বাজারের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী ও তৌহিদি জনতা’। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে শোরুমের সামনের এলাকায় অবস্থান নেন ৫০-৬০ জন ব্যক্তি।

শোরুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পারলেও চট্টগ্রামে এসেছিলেন মেহজাবীন। শোরুম কর্তৃপক্ষ বলছে, ‘ব্যক্তিগত’ কারণে নায়িকা মেহজাবীন চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

পুলিশ ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, শুক্রবার একজন আলেমের উপস্থিতিতে শোরুমে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পরদিন ছিল অভিনেত্রীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। কিন্তু বিষয়টি ভালোভাবে নেননি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মুসল্লিরা।

বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় মেহজাবীনের সঙ্গে। সর্বশেষ রাত পৌনে ১১টার সময় হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

অর্থ পাচারের সহযোগী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোস্তফা কামাল মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা।

দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করা হচ্ছে যে দেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়। তবে এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তার আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকাকে দায়ী করে টিআইবির পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথম কঠোর বক্তব্য দেওয়া হলো। সরকার বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স সম্প্রতি পুনর্গঠন করেছে, যার সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে।

সেমিনারে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বলয় প্রতিষ্ঠা করে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখলের মাধ্যমে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ পাচার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনীতি, আমলাতন্ত্র ও ব্যবসা—এই ত্রিমুখী আঁতাত মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। সব প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘ সময় ধরে দলীয়করণের চর্চা হয়েছে, গত ১৫-১৬ বছরে যার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি। এই প্রক্রিয়ায় আমলাতন্ত্রকে কর্তৃত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক শক্তি, আর তা বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সংস্থাকে। ফলে এসব জায়গায় কতটুকু পরিবর্তন আনা যাবে, সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে যে পরিবর্তনই আসবে বলে আমরা আশা করছি, তা যেন টেকসই হয়।’

বাংলাদেশ থেকে মোট কী পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয় বলে মনে করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। তিনি বলেন, ব্যাংকের মতো আনুষ্ঠানিক মাধ্যম ব্যবহার করে ১৭ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচারের কথা জানা যায়। তবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যায়, বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবছর ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ গণমাধ্যম *ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ ব্যাংকর গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানান, ক্ষমতা হারানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা তাঁর শাসনামলে দেশটির একটি গোয়েন্দা সংস্থার কিছু সদস্যের সঙ্গে যোগসাজশ করে ব্যাংক খাত থেকে ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সরিয়েছেন। যেকোনো বৈশ্বিক মানদণ্ডে এটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ব্যাপক ব্যাংক ডাকাতি।

ফেরানোর প্রক্রিয়া দীর্ঘ

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা সম্ভব, যদিও সেটি অনেক কঠিন ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যেসব দেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে, ওই সব দেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে পাচার করা অর্থ ফেরত আনা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। সিঙ্গাপুর থেকে ২০০৭ সালে পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং দেশটির সঙ্গে পারস্পরিক আইনি সহায়তার মাধ্যমে ২০১৩ সালে কিছু অর্থ ফেরত আনা সম্ভব হয়েছিল। অর্থ পাচার বন্ধে যে দেশ থেকে পাচার হয় ও যে দেশে পাচার হয়—উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ থাকতে হবে।

টিআইবি নির্বাহী পরিচালকের মতে, অর্থ পাচারে সহযোগিতা করতে বিভিন্ন দেশে সিন্ডিকেট কাজ করে। এ ধরনের সিন্ডিকেট ব্যবহার করেই দেশের একজন সাবেক মন্ত্রী বিদেশে অর্থ পাঠিয়ে কয়েক শ অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। তবে এক-দুজন না, এমন পাচারকারী আরও অনেকে আছেন।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, অর্থ পাচার বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিএফআইইউসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে। অর্থ পাচার রোধে বেশ কিছু নতুন আইনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়েস্ট সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া এবং আর্থিক অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করায় এখন জোর দিতে হবে। এসব উদ্যোগ নিলে পাচার হওয়া টাকার পুরোটা না হলেও কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে ভবিষ্যতে পাচার করার ক্ষেত্রে সবাই সাবধান হয়ে যাবেন।

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আইএমএফসহ বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার অনুমোদন করা ঋণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আনিসুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক বৈধতা ছিল না, ঋণ দিলে সে অর্থ জনগণের কাজে আসবে না—এসব জানা সত্ত্বেও আইএমএফ সরকারকে ঋণ দিয়েছিল। এসব অর্থের শুধু অপব্যবহারই হয়নি; বরং তা দিয়ে সরকার গুলি কিনেছে, বারুদ কিনেছে ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করেছে। এ নিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন তদন্ত করার দাবি জানান তিনি।

অর্থনীতিবিদ নাঈম চৌধুরী সেমিনারে বলেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ইসলামি ব্যাংক হাইজ্যাক (ছিনতাই) হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি থাকলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে না। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে সবার আগে মানসিকতা ঠিক করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য জসিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পাচার করা অর্থ হজম করে ফেললে তা ভবিষ্যতের জন্য ভালো উদাহরণ হবে না। সে জন্য পাচারকারীদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন।

৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল না

সেনা অভ্যুত্থান

১৯৭৫ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অস্থির সময়। বছরের শুরুতে বাকশাল গঠন করা হয় এবং ১৫ আগস্ট সেনা অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থান, জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান—এ রকম একের পর এক ঘটনা ঘটে। ৩ নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে লিখেছেন **মহিউদ্দিন আহমদ**

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও আবু তাহের (বাঁ থেকে ডানে)। তাঁদের কেন্দ্র করেই ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে একের পর এক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল।

- ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর আগস্ট অভ্যুত্থানের কারিগরেরা একটা সমঝোতার মাধ্যমে দেশ ছেড়ে চলে যান। কোনো রক্তপাত হয়নি।
- ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা সরকারের 'সিভিলিয়ান' মুখোশটা আর রাখলেন না। জারি হলো পুরোপুরি সেনাশাসন।
- ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের একটা ঘোষিত লক্ষ্য ছিল আগস্ট অভ্যুত্থানের মেজর-ক্যাপ্টেনদের চক্রকে সরিয়ে সেনানেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- ১৫ আগস্ট আর ৩ নভেম্বর একই সূত্রে গাঁথা। ১৫ আগস্ট না হলে ৩ নভেম্বর হতো না। কিন্তু দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক।

আমাদের এই অঞ্চল হাজার বছরের বেশি ছিল সামন্তপ্রভুদের অধীন। তাঁরা ছিলেন বিদেশি। তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন এ দেশের লোকদের সাহায্য নিয়ে। সামন্তপ্রভুরা ছিলেন ঈশ্বরতুল্য। তাঁদের মহিমান্বিত করে কাব্য করতেন একদল পোষা দরবারি কবি। সেখানে প্রভুদের বন্দনা করে বলা হতো—'মহামহিম, আপনি না থাকলে চন্দ্র-সূর্য উঠবে না, রাজ্য যাবে রসাতলে।'

তারপর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে বারবার। রাজ্য হয়েছে রাষ্ট্র। সামন্তপ্রভুর ফরমানের জায়গা নিয়েছে কাগুজে সংবিধান। যেহেতু রাজা-প্রজার সম্পর্কে পরিবর্তন আসেনি, সম্পর্কটা যেহেতু শাসক আর শাসিতের, তাই 'সংবিধান'কে আমরা 'শাসনতন্ত্র' বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এত পরিবর্তনের পরও রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা রাজার মতোই ঈশ্বরতুল্য থেকে গেছেন। তাঁদের পূজা চলে। তাঁদের নিয়ে লেখা হয় পদাবলি—'তিনি না জন্মালে এ দেশ হতো না, তিনি না থাকলে ঘোর অন্ধকার' ইত্যাদি।

রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে দাবা বা পাশা খেলার একটা মিল আছে। ক্ষমতার রাজনীতি একটা পাশার বোর্ড। এখানে কেউ খেলে, কেউ হয় ঘুঁটি। ঘুঁটি চালতে ভুল হলেই রাজার খেলা শেষ। এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। পাশার দান উল্টে গিয়েছিল কোটালের হাতে। দেখা গেল, ঈশ্বরতুল্য রাজা না থাকলেও রাজ্য এক দিনের জন্যও থেমে থাকে না।

১৫ আগস্ট ভোরে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিলেন। যে নির্মম শাসন তিনি চালিয়েছিলেন সাড়ে তিন বছর, তার অবসান হলো নির্মমতার মধ্য দিয়েই। ক্ষমতার চূড়ায় এলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধু খন্দকার মোশতাক আহমদ। মুজিবের দলে তিনিই ছিলেন শেখ মুজিবের একমাত্র সুহৃদ। সম্পর্ক ছিল তুই-তুমি। বাকি সবাই ছিলেন কর্মী বা অনুগত ভক্ত।

১৫ আগস্টের পালাবদলের পর ইতিহাসের বয়ান পাল্টে গেল। কারও কাছে শেখ মুজিব হয়ে গেলেন জুলিয়াস সিজার আর মোশতাক হলেন ব্রুটাস। আবার কারও কাছে মোশতাক হলেন জিন্দাপীর, অভ্যুত্থানকারীরা হলেন সূর্যসন্তান, আর মুজিব হলেন স্বৈরাচারী।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মূল অনুঘটক ছিল সামরিক বাহিনীর একটি অংশ। এটি সমর্থন করেছিল সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব এবং বাকশাল তথা আওয়ামী লীগ ও তার শরিকেরা ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল। মুজিবের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে নেমেছিল। জনরোষের ভয়ে এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কেউ পথে নামেনি। কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন, কেউ পালিয়ে ভারতে চলে গেছেন, অন্যরা গেছেন আত্মগোপনে।

অভ্যুত্থানকারীরা সামরিক বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙেছিলেন। এ নিয়ে সামরিক বাহিনীতে অস্বস্তি ছিল। বাহিনীর অনেকেই এতে অংশ নেওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করতেন। কতিপয় মেজর-ক্যাপ্টেন বঙ্গভবনে বসে ছড়ি ঘোরাবে, এটা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া মোশতাক সামরিক আইন জারি করলেও দেশে সামরিক শাসনের আসর পড়েনি। সামরিক আইন প্রশাসক বলে কিছু ছিল না। জাতীয় সংসদ বহাল ছিল। এটা ছিল একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে ৩ নভেম্বর ভোরে হলো আরেকটি সেনা অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর একটি বিক্ষুব্ধ অংশের সঙ্গে বিমানবাহিনীর একটি অংশও যোগ দিয়েছিল। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর আগস্ট অভ্যুত্থানের কারিগরেরা একটা সমঝোতার মাধ্যমে দেশ ছেড়ে চলে যান। কোনো রক্তপাত হয়নি।

সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করে নতুন সেনাপ্রধান হলেন খালেদ মোশাররফ। ঢাকায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেড তখন চালকের আসনে, যাঁদের উপেক্ষা করে কিংবা না জানিয়ে আগস্ট অভ্যুত্থান হয়েছিল। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা সরকারের 'সিভিলিয়ান' মুখোশটা আর রাখলেন না। জারি হলো পুরোপুরি সেনাশাসন। খন্দকার মোশতাককে হটিয়ে বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করা হলো। বিলুপ্ত হলো জাতীয় সংসদ। ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনী ক্ষমতার বারান্দায় ঢুকে পড়েছিল। ৩ নভেম্বরের পর তারা ঢুকল একেবারে অন্দরমহলে।

আগস্ট অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ পর বাকশালের সিনিয়র নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু হয়। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত বাকশাল সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মনসুর আলী ও বাকশাল-পূর্ব আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম কামারুজ্জামান ২৩ আগস্ট গ্রেপ্তার হন। আওয়ামী লীগে ব্রাত্য হয়ে যাওয়া তাজউদ্দীন আহমদও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই চার নেতা ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ৩ নভেম্বর ভোরে যখন অভ্যুত্থান ঘটছিল, তখন সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য জেলখানার ভেতরে ঢুকে তাঁদের হত্যা করে।

জেলখানায় কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহরায় থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দীকে মেরে ফেলার ঘটনা এ দেশে নতুন নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই এটা হয়ে আসছে। কিন্তু জেলে চার নেতার হত্যাকাণ্ড সবাইকে নাড়া দেয়। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন। এটা মনে করা হয়েছিল, দেশে একটি রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এলে এই চারজন তার নেতৃত্ব দেবেন।

৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের একটা ঘোষিত লক্ষ্য ছিল আগস্ট অভ্যুত্থানের মেজর-ক্যাপ্টেনদের চক্রকে সরিয়ে সেনানেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। শুরুতেই তাঁরা সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভাঙেন। অভ্যুত্থানের প্রথম প্রহরে সেনাপ্রধান জিয়াকে অন্তরিণ করা হয়েছিল। এই অভ্যুত্থান মোশতাকের বিরুদ্ধে ছিল না। খালেদ মোশাররফ মোশতাকের সঙ্গে দুই দিন দর-কষাকষি করেছেন তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে এবং মোশতাককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে রেখে দিতে। মোশতাক রাজি হননি। তিনি ৪ নভেম্বর পদত্যাগ করেন।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে আওয়ামী-বাকশালীরা উল্লসিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই অভ্যুত্থান মোশতাক-জিয়ার বিরুদ্ধে। তার মানে, খালেদ হয়তো ১৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন। ৪ নভেম্বর তাঁরা শেখ মুজিবের একটি বাঁধানো ছবি নিয়ে মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসভবন পর্যন্ত যান। একপর্যায়ে ওই মিছিলে যোগ দেন খালেদের মা ও ছোট ভাই, যিনি আওয়ামী লীগ করতেন। জনমনে চাউর হলো, খালেদ ভারতের দালাল, তিনি বাকশালীদের পুনর্বাসন করতে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। আওয়ামী লীগকে ভারতের তাঁবেদার মনে করা হতো। এর পরিণতি হয়েছিল বিয়োগান্ত।

৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রধান দিক দুটি। এই অভ্যুত্থানের কারণে মোশতাক সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে পুরোদস্তুর সামরিক শাসন শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, এই ডামাডোলে জেলে আটক চার নেতা নিহত হন। এটা এখন মোটামুটি স্পষ্ট যে খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের পরিকল্পনায় চার নেতা ছিলেন না। যদি থাকতেন, তাহলে শুরুতেই খালেদ ও তাঁর সঙ্গীরা চার নেতাকে মুক্ত করতে জেলখানায় ছুটে যেতেন। তাঁরা সেটা করেননি। তাঁরা ৩ তারিখ সারা দিন ওই নেতাদের খোঁজও নেননি।

১৫ আগস্ট আর ৩ নভেম্বর একই সূত্রে গাঁথা। ১৫ আগস্ট না হলে ৩ নভেম্বর হতো না। কিন্তু দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক। ১৫ আগস্টকে ক্ষমতচ্যুতরা ছাড়া বাকি সবাই স্বাগত জানিয়েছিলেন। এমনকি আওয়ামী লীগের অনেক নেতাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। মোশতাকের মন্ত্রিসভায় সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের। সবাইকে জবরদস্তি করে মোশতাক মন্ত্রী বানাননি। একটা উদাহরণ দিই। ১৫ আগস্ট ঢাকার ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী (সাবেক রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী)। তিনি মোশতাক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে তিনি সরকারি কাজে বিদেশেও গেছেন। ফিরেও এসেছেন। ১৫ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের এমন কোনো প্রচারপত্র বা বিবৃতি দেখা যায়নি, যেখানে শেখ মুজিবের জন্য কেউ আহা-উঁহু করেছেন।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া ছিল অন্য রকম। বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগ ছাড়া কারও মধ্যে উৎসাহ-উল্লাস দেখা যায়নি। সব জায়গায় একটা থমথমে অবস্থা ছিল। সবাই একরকম অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। এটি জনমনে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

সেনাবাহিনীর দুটি অংশ আগস্ট ও নভেম্বর অভ্যুত্থান ঘটালেও তাঁদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল সামান্যই। তাঁরা ছিলেন পরস্পরের সহকর্মী, বন্ধু। সে জন্য কোনো রক্তপাত হয়নি।

● **মহিউদ্দিন আহমদ** লেখক ও গবেষক

শিশুর হাঁপানি কেন আলাদা

ভালো থাকুন

ডা. মো. খায়রুল আনাম, *পরিচালক ও অধ্যাপক, রেসপিরেটরি মেডিসিন, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা*

ভোরে বইতে শুরু করেছে হালকা হিমেল হাওয়া। সেই সঙ্গে দিন-রাতের পরিবেশ শুষ্ক হয়ে উঠছে। ঋতু পরিবর্তনের এ সময়ে যেসব শিশুর হাঁপানি আছে, তাদের সমস্যা বেড়ে যায়। শিশুদের হাঁপানির লক্ষণ বড়দের থেকে আলাদা হতে পারে। এর ওপর শিশুরা তাদের উপসর্গ যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

বারবার সর্দি-কাশি এ রোগের এক অন্যতম লক্ষণ। এতে কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, বুকে চাপ ধরাসহ ব্যথা ও কষ্ট হয়, রাতে কাশি ও শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং খাবার গ্রহণেও সমস্যা হয়। বেশির ভাগ হাঁপানি আক্রান্ত শিশুদের কাশি ও শ্বাসকষ্ট তিন থেকে চার সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়।

ফুসফুসে বাতাস বহনকারী সরু অজস্র শ্বাসনালি রয়েছে। অ্যালার্জি ও অন্যান্য কারণে সূক্ষ্ম শ্বাসনালিগুলোর মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে পড়ে। শ্বাসযন্ত্রে ঠিকমতো অক্সিজেন চলাচল করতে পারে না। ফলে শরীরও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না। এতে শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। শ্বাসনালিতে মিউকাস বা কফ জমে এ সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

করণীয়

- বাড়িতে ধূমপান করা যাবে না। শিশু যে ঘরে আছে, সেখানে মশার কয়েল একেবারেই জ্বালাবেন না।
- ধুলাবালুসহ দূষিত পরিবেশ হাঁপানির কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ঘরে বাতাস যাতে বিশুদ্ধ থাকে, তা দেখতে হবে। দরকারে এয়ার পিউরিফায়ার লাগানো যেতে পারে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিল্টার পরিষ্কার রাখতে হবে। অপরিষ্কার ফিল্টার থেকে ধুলা, নোংরা বাতাস বেরিয়ে ঘরের পরিবেশ আরও বিষিয়ে দেয়।
- যে শিশুদের ওজন বেশি এবং যাদের রক্তে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম, তাদের শ্বাসজনিত রোগ বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ভিটামিন ডি-এর ৮০ শতাংশ আসে সূর্যালোক থেকে। বাকি ২০ শতাংশ বিভিন্ন খাবারে পাওয়া যায়। শিশু যেন রোদ পায়, তা খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন রকমের মাছ, দানাশস্য যেমন : ওটস, ডালিয়া থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। শুকনা ফল, যেমন : কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট খুবই উপকারী। পালংশাকে ভরপুর ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম থাকে।

মনে রাখবেন, ঠান্ডাজাতীয় খাবার ও পানীয় এবং অ্যালার্জিক খাবার সমস্যা বাড়াতে পারে।

চিকিৎসা

- ইনহেলার হলো হাঁপানির চিকিৎসায় সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রয়োজনে নেবুলাইজারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুই ধরনের হাঁপানির ওষুধ আছে—রোগ নিয়ন্ত্রণকারী ও উপশমকারী। নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের ব্যবহার হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগলক্ষণ ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ তাৎক্ষণিক আরাম দেয় না। উপশমকারী ওষুধ দ্রুত আরাম দেয় ও হাঁপানির সময় ব্যবহার করা হয়।
- কোনো কোনো রোগীর জন্য অ্যালার্জিরোধক ওষুধ প্রয়োজন হয়।
- শিশুকে ইপিআইয়ের সব টিকা যথাসময়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধক টিকা দিয়ে রাখতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :** কোন ধরনের লক্ষণে বুঝবেন গ্লুকোমা হতে পারে

স্ট্রলারে সন্তানকে নিয়ে দৌড়ে মায়ের রেকর্ড

বিচিত্র

প্রথম আলো ডেস্ক

কত রকম দক্ষতাই না থাকে মানুষের। এ জন্য স্বীকৃতিও আদায় করে নেন কেউ কেউ; গড়েন রেকর্ড। ইউক্রেনের নাগরিক ক্রিস্টিনা বোগোমিয়াগকোভা ভিন্ন রকমের এক দক্ষতা দেখিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। সন্তানকে স্ট্রলারে বসিয়ে ১০ কিলোমিটার দৌড়েছেন তিনি। এ জন্য সময় নিয়েছেন তিনি মাত্র ৩৭ মিনিট ২৬ সেকেন্ড।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্য বলছে, গত এপ্রিলে পোল্যান্ডের স্টার বাবিকে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন ক্রিস্টিনা। তখন তাঁর ছেলের বয়স ছিল ১ বছর ৭ মাস।

ক্রিস্টিনার বয়স ৩৩ বছর। ৮ বছর বয়স থেকেই খেলাধুলার প্রতি তাঁর দারুণ ঝোঁক। দুই দশকের বেশি সময় ধরে দৌড় তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের অংশ।

প্রতিযোগিতায় দৌড়ানোর সময় ছেলে তাঁকে খুবই সহযোগিতা করেছে বলে জানান এই মা। তিনি বলেন, দৌড়ানোর সময় তাঁর ছেলে ঘুমে নয়, বরং জেগেই ছিল। কিন্তু পুরো সময় ছেলে নিজের মতো করে গান গেয়েছে।

ক্রিস্টিনা জানান, এই রেকর্ড গড়তে ৯ মাস ধরে ছেলেকে নিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি।

আবহাওয়া যেমনই থাকুক, ক্রিস্টিনা তাঁর ছেলেকে স্ট্রলারে নিয়ে প্রতিদিন ১৪ কিলোমিটার দৌড়ান। ঠিক কবে এই রেকর্ডের বিষয়ে জানতে পেরেছেন, তা এখন আর মনে করতে পারেন না। তবে ক্রিস্টিনা এটা জানার পর যত দ্রুত সম্ভব এই রেকর্ড ভাঙার প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর হাসিও হাসেন তিনি।

স্ট্রলারে ছেলেকে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন ক্রিস্টিনা বোগোমিয়াগকোভা। ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সৌজন্যে

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৩

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস কি রক্তচাপ কমায়?

জাপানে ২০ হাজার মানুষের ওপর বড় এক গবেষণা চালানো হয়েছিল। ওতে দেখা গেছে, যাঁরা হাইপারটেনশনে (উচ্চ রক্তচাপ) ভুগছেন, তাঁরা ৩০ সেকেন্ডে ৬ বার গভীর শ্বাস নিলে রক্তচাপ অনেক কমে যায়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩	৪	
				৫		৬	
৭	৮		৯		১০		
	১১						১২
১৩			১৪	১৫		১৬	
	১৭			১৮			
১৯			২০			২১	
		২২			২৩		

বাঁ থেকে ডানে : ১. আনন্দিত। ৩. মশক। ৬. তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থা। ৭ সাজিমাটি। ৯. সামঞ্জস্যহীন। ১১. হাজারসংখ্যক। ১৩. ঘরের ওপরের আচ্ছাদন। ১৪. গুণকীর্তন। ১৬. বস্ত্রাদি নির্মিত আবরণ। ১৭. কাঠ। ১৮. লেখা হয়েছে এমন। ১৯. পত্নী। ২০. ছয়ের পূরক। ২১. গাছের পাতা। ২২. নির্মাণ। ২৩. পতন।

ওপর থেকে নিচে : ১. তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্যকরণ। ২. চতুর্থাংশ। ৪. প্রশংসাসূচক উক্তি। ৫. পাঁচড়া। ৮. খাদ্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগায় যে। ৯. স্খলিত। ১০. তেজঃপূর্ণ। ১২. পানের সঙ্গে ব্যবহৃত মসলা। ১৫. অত্যন্ত বলবান। ১৬. পতাকা ওড়ার শব্দ। ১৯. দক্ষতা। ২০. ৬০ সংখ্যক।

গত সমস্যার সমাধান

বি	ন্দু	মা	ত্র		ব	দ	ল
ন্যা		ন		খ	রা		ন্ধ
স	রা	স	রি		ব	ন্ধু	
	জ		ঠা	ও	র		বে
ব	ন্য	তা		ষ্ঠ		স	ত্তা
র		পী	ত		দা	হ্য	
	ফাঁ		দ	ণ্ডি	ত		দা
অ	স	ম	র্থ		ব্য	ত্য	য়

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যের ৬০ গুণ উঁচুতে লাফাতে পারে সাদার্ন ক্রিকেট জাতের ব্যাঙ। এমন ক্ষমতা মানুষের থাকলে লাফিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাচু অব লিবার্টির ওপর উঠতে পারতেন আপনি!

চীনের ঝেংঝউ চিড়িয়াখানার ক্ষুধার্ত কই কার্প মাছকে ফিডারে করে খাবার দিতে পারে দর্শনার্থীরা।

Aa

ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরকে বলে 'আপার কেস লেটার'। মুদ্রাকরেরা এককালে বড় হাতের অক্ষরগুলো ছোট হাতের অক্ষরের ওপরের কেস বা খাপে রাখতেন বলেই এমন নামকরণ।

কথা অমৃত

আমার থেরাপিস্ট বলেছেন, শান্তি খুঁজে পাওয়ার উপায় হলো যা শুরু করা হয়, তা শেষ করা। এখন পর্যন্ত দুই ব্যাগ এমঅ্যান্ডএম এবং একটা চকলেট কেক শেষ করেছি। এখন বেশ লাগছে।

ডেভ ব্যারি
মার্কিন লেখক (জন্ম : ১৯৪৭)

সুডোকু

8	2						7	
	3				9	5		
		5	8					4
		3			1	9	6	5
				9				
9	4	7	6			1		
6					8	7		
		9	2				4	
	1						5	6

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	9	4	1	6	3	7	8	5
6	1	7	5	4	8	9	3	2
5	8	3	2	9	7	1	4	6
9	5	1	7	2	4	3	6	8
4	7	8	3	5	6	2	9	1
3	2	6	9	8	1	4	5	7
8	4	2	6	1	9	5	7	3
1	3	9	8	7	5	6	2	4
7	6	5	4	3	2	8	1	9

চুটকি

নতুন ফোন এসেছে বাজারে।
বিল্টু গেছে ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে।
বিক্রেতা বলল, 'স্যার, নতুন ফোনটা খুবই ভালো। এটা আপনার অর্ধেক কাজই কমিয়ে দেবে।'
বিল্টু বলল, 'বলেন কী! এই একটা ফোনই অর্ধেক কাজ করে ফেলবে?'
বিক্রেতা হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'
বিল্টু বলল, 'তাহলে বাকি অর্ধেক বাদ থাকবে কেন? দুইটা ফোনই দিয়ে দেন।'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফোরামের সভা | বিভিন্ন রুটে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সভা করেছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

মহিলা পরিষদ

তৃণমূলে মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পুরুষের পাশাপাশি নারীরও আছে। তাই তৃণমূলে পরিবারের সদস্যদের মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি। এ জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আগামী দিনে নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সম্মিলিতভাবে একটি বড় ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় উঠে আসে এ কথা। গতকাল শনিবার সকালে মহিলা পরিষদের আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান মিলনায়তনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা পরিষদের নেত্রীরাসহ বিভিন্ন পেশার নারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সভায় অংশ নেন। 'বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত নারী-পুরুষের সমতা' শিরোনামে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম। সভা আয়োজনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। সভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সেমিনারে ফরহাদ মজহার

রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফরহাদ মজহার

কবি ও চিন্তাবিদ ফরহাদ মজহার বলেছেন, বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য বহু প্রাণের বিনিময়ে জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য এখন সেই সরকারের নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হবে।

গতকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মিলনায়তনে 'দ্য প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল ক্রাইসিস: টুয়ার্ডস আ সলিউশন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ মজহার এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, একটি প্রধান রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতায় রাখতে চাইছে। তারা একটা সময় মনে করেছিল যুক্তরাষ্ট্র তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। এসব ধারণা যে একেবারে ভুল, তা জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

সভায় মূল প্রবন্ধ পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ রুহুল আমিন। প্রবন্ধে তিনি ফিলিস্তিনের দীর্ঘ ইতিহাস ও ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে বলেন, ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার আগপর্যন্ত ফিলিস্তিন ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তিনি বলেন, অনেক ভাবে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি তিনটি সম্ভাব্য সমাধানের ধারণা উল্লেখ করেন।

গ্যেটে ইনস্টিটিউট ও বিজ্ঞানচিন্তা আয়োজিত বিজ্ঞান কুইজের বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডির ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী পর্বে। ছবি : গ্যেটে ইনস্টিটিউটের সৌজন্যে

জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু, প্রথম কুষ্টিয়ায়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে হাসনাত ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষর রয়েছে।

- গতকাল রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেসবুক পেজে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়।
- ঘোষিত এই কমিটির আহ্বায়ক কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মো. হাসিবুর রহমান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু করেছে। কুষ্টিয়া জেলায় ১১১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হলো। পর্যায়ক্রমে অন্য জেলাগুলোতেও কমিটি গঠন করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেসবুক পেজে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর সেই পোস্টটি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে হাসনাত ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষর রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঠিকানা হিসেবে লেখা হয়েছে 'রূপায়ন টাওয়ার, ৩৪৫ দিলু রোড, ঢাকা-১২১২'।

কুষ্টিয়া জেলায় আগামী ছয় মাসের জন্য এই আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। ঘোষিত এই কমিটির আহ্বায়ক কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মো. হাসিবুর রহমান, সদস্যসচিব কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মো. মোস্তাফিজুর রহমান। কমিটিতে মুখ্য সংগঠক হয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এম ডি বেলাল হোসেন এবং মুখপাত্র করা হয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারভেজ মোশাররফকে। এ ছাড়া কমিটিতে ১০ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক, ১১ জনকে যুগ্ম সদস্যসচিব, ৭ জনকে সংগঠক ও ৭৯ জনকে সদস্য করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে গত ১ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন একপর্যায়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সেই আন্দোলনে অবসান ঘটে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের। আন্দোলন পরিচালনায় গত ৮ জুলাই ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে গত ৩ আগস্ট তা বাড়িয়ে ১৫৮ সদস্যের করা হয়।

এদিকে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে সমন্বয়ক পরিচয়ে সারা দেশ থেকে নানা নেতিবাচক খবর আসতে থাকে। একপর্যায়ে গত ২২ অক্টোবর রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিজেদের ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক টিম বিলুপ্ত করে চার সদস্যের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার কথা জানায়। কমিটিতে হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক, আরিফ সোহেলকে সদস্যসচিব, আবদুল হান্নান মাসউদকে মুখ্য সংগঠক ও উমামা ফাতেমাকে মুখপাত্র করা হয়।

শিগগিরই আহ্বায়ক কমিটি বর্ধিত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে উল্লেখ করে সেই সংবাদ সম্মেলনে সমন্বয়কেরা বলেছিলেন, ভুয়া সমন্বয়ক পরিচয়ে কেউ যাতে অপকর্ম করতে না পারেন, সেই চিন্তা থেকে তাঁরা সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে চান। সেই লক্ষ্যে এই আহ্বায়ক কমিটি কাজ করবে।

গ্যেটে ইনস্টিটিউট-বিজ্ঞানচিন্তা কুইজ

দিনভর নানা আয়োজনে জমজমাট সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সারা দেশের শিক্ষার্থীরা সকাল ৯টার মধ্যেই হাজির। ছোট-বড় সব বয়সীরা প্রতীক্ষায়। সকাল সোয়া ১০টায় শুরু হলো লিখিত কুইজ। কুইজ শেষ হতেই স্কুলের নওয়াব আলী অডিটরিয়ামে একত্র হলো সবাই। পরবর্তী পর্বের জন্য অধীর আগ্রহে চলছে অপেক্ষা।

গতকাল শনিবার এই চিত্র দেখা গেল রাজধানীর ধানমন্ডির ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা ওঠে সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৪ বাংলাদেশের। ষষ্ঠবারের মতো বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই ফেস্টিভ্যাল। গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, এর সহযোগী স্কুল ও প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞানচিন্তা যৌথ উদ্যোগে এ উৎসবের আয়োজন করেছে। এ উৎসবের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়েছে 'সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৪ বিজ্ঞান কুইজ'। এর চূড়ান্ত পর্ব ও সমাপনী অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়েছে গতকাল।

দ্বিতীয় পর্ব থেকে অনুষ্ঠিত হয় মৌখিক কুইজ। দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেয় দুই ক্যাটাগরির সেরা ১০ জন করে মোট ২০ জন। তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে এই নকআউট পর্বে সেরা ৩ জন করে ৬ জন নির্বাচন করা হয়। তাদের মধ্য থেকে তৃতীয় পর্বে প্রতি ক্যাটাগরির সেরাদের নির্বাচন করা হয়।

শুধু পরীক্ষাই নয়, কুইজের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বিশেষ আয়োজন। জাদুশিল্পী রাজীব বসাক ও পাপেট শো 'ভুলোস্টাইন' নিয়ে হাজির হন শুভঙ্কর দাস শুভ। তাঁদের পরিবেশনায় শিক্ষার্থীরা মুগ্ধ হয়।

ওদিকে প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মাহমুদা কবির শাওন, বিজ্ঞানবক্তা আসিফ এবং বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদনা দলের সদস্য শিবলী বিন সারওয়ার মঞ্চে হাজির হন। তাঁদের দিকে কঠিন ও কৌতূহলোদ্দীপক সব প্রশ্ন ছুড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। দুপুরের পর শুরু হয় সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৪-এর মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

যত সরকার এসেছে, কেউ দাবি বাস্তবায়ন করেনি

গণসমাবেশে সংখ্যালঘু নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তির যথাযথ বাস্তবায়নসহ সনাতন সম্প্রদায়ের আট দফা দাবি অস্তিত্ব রক্ষার। যত সরকার এসেছে, কেউ সংখ্যালঘুদের এসব দাবি বাস্তবায়ন করেনি। এখন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। এবার যত মামলা হোক, হামলা হোক, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাঠ ছাড়া হবে না।

'সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় আট দফা বাস্তবায়নের' দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে গণসমাবেশে এ কথাগুলো বলেন দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা।

গতকাল শনিবার বিকেলে এই গণসমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীসহ সংখ্যালঘু নেতাদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয় গণসমাবেশ থেকে।

গণসমাবেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, তাঁরা অস্তিত্ব রক্ষা ও মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করছেন।

যত সরকার এসেছে, দাবি করা হয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি বলে উল্লেখ করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। তিনি বলেন, এবার আট দফা দাবি বাস্তবায়ন করতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। দাবি আদায় না করা পর্যন্ত আমরা মাঠ ছাড়ব না।

আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'সারা দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর কোনো শোষণ-বঞ্চনা মেনে নেব না।'

বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় বলেন, এমনিতেই আমরা বৈষম্যের শিকার।

সরকার পতনের পর রাজপথে নামলে অভিযোগ তোলা হয়েছিল আওয়ামী লীগের জন্য ভারতের উসকানিতে নামা হয়েছে—এমন মন্তব্য করেন সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক সুস্মিতা কর।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব, জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে, বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুমন কুমার রায়সহ অনেকে বক্তব্য দেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে সড়কের ৭০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণপরিবহন ৫৩ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করে। ব্যক্তিগত যানবাহন পরিবহন করে ১১ শতাংশ যাত্রী। অথচ ব্যক্তিগত যানবাহনের দখলে থাকে সড়কের ৭০ শতাংশ জায়গা। এটা সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বৈষম্য।

গতকাল শনিবার রাজধানীতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথাগুলো বলা হয়। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত সংস্কার বিষয়ে জাতীয় সংলাপ আয়োজন উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে গণপরিবহন পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা গণপরিবহন ব্যবহার করেন না। তাই তাঁরা ভোগান্তি বুঝতে পারেন না। গণপরিবহন-সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এই খাতে শৃঙ্খলা নেই।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সম্পর্কে ঘোষণাপত্রে বলা হয়, এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন প্রশাসনিক ক্যাডার থেকে, যাঁদের সড়ক বা মোটরযান-সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান থাকে না। বিআরটিএতে সড়ক ও মোটরযান বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা কোনো একাডেমিশিয়ানকে চেয়ারম্যান করার পরামর্শ দিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

ইসকনের প্রতিবাদ

বিভিন্ন মহল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিভিন্ন মহল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসকন বাংলাদেশকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)। 'সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসকন সম্পর্কে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন বক্তব্য ও সংবাদের প্রতিবাদ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ইসকন নেতারা এ অভিযোগ করেন।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী।

সংবাদ সম্মেলনে দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছে ইসকন। তা না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

ইসকনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে যে ছবি বা পতাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন।

রিজভীর সঙ্গে সাবেক ২০ সেনা কর্মকর্তার মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ২০ জন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা। গতকাল শনিবার দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন রিজভী। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এসব সাবেক সামরিক কর্মকর্তা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

মতবিনিময়কালে রুহুল কবির রিজভী বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলে বিচারকেরা অনেকেই রাজনীতিবিদদের মতো কথা বলেছেন। সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন মানিকের কথা শুনে মনে হতো তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য। সাবেক প্রধান বিচারপতিকে তরবারি উপহার দিয়েছেন সাবেক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান। ছাত্রলীগের ছেলেরা গিয়ে ফুল দিয়েছেন। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই। কর্তৃত্ববাদী সরকার তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে গিয়ে আইন, বিচার, প্রশাসন সবকিছুকে একাকার করেছিল।

রিজভীর সঙ্গে সাক্ষাতে ছিলেন, এমন একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, মূলত রুহুল কবির রিজভী তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি সবার খোঁজখবর নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. জহুরুল আলম, কর্নেল (অব.) আব্দুল হক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আইয়ুব, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হাসিনুর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) নওরোজ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রাশেদসহ ২০ জন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা মতবিনিময়ে অংশ নেন।

'ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপে দূর হবে মানুষের ভোগান্তি'

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ভূমির জরিপ ও সীমানা নিয়ে জটিলতায় আমাদের দেশে আহরহ সংঘর্ষ-মারামারি ও মামলা হচ্ছে। ভূমি জরিপের অস্বচ্ছতার কারণে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হতো, যা এখনো চলছে। চিরতরে এই ভোগান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করা হচ্ছে।

গতকাল শনিবার নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নবীগঞ্জে খেলার মাঠে 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ' কার্যক্রমে পরিদর্শনে এসে এসব কথা বলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ।

কারখানার শ্রমিকদের কর্মবিরতি

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল শনিবার সকালে বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করে। তবে দুপুরের পর কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকেরা। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানা এক দিনের ছুটি ঘোষণা করলে শ্রমিকেরা বাড়ি ফিরে যান।

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান

৭ দিনে গ্রেপ্তার ১৮০, বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক সপ্তাহে ১৮০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও নানা ধরনের দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে লুট হওয়া টাকা, স্বর্ণালংকার ও মালামাল।

অভিযান তদারকি কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. রুহুল কবির খান গতকাল শনিবার দুপুরে *প্রথম আলো*কে বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা পেশাদার সন্ত্রাসী ও কিশোর গ্যাংয়ের নেতা। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, অস্ত্র আইন ও অপহরণের মামলা রয়েছে। একেকজনের বিরুদ্ধে ৩ থেকে ২৫টি পর্যন্ত মামলা রয়েছে।

মোহাম্মদপুরে খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, সংঘর্ষের ঘটনাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা গত ২৬ অক্টোবর সন্ত্রাসমুক্ত মোহাম্মদপুরের দাবিতে থানার সামনে প্রতিবাদ জানান। এরপর ওই দিন রাতেই সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযান শুরু করে।

রাশিয়ার প্রতি সমর্থন

উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো সন হুই বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার জয় না হওয়া পর্যন্ত সমর্থন অব্যাহত থাকবে। গার্ডিয়ান

সংক্ষেপে

ভারত

অমিত শাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে আনা কানাডার যাবতীয় অভিযোগ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে ভারত। গত শুক্রবার কানাডা হাইকমিশনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে ওই অভিযোগের বিষয়ে এক প্রতিবাদপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান। এ-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, অত্যন্ত কড়া ভাষায় লেখা ওই প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, কানাডার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডেভিড মরিসন সে দেশের সংসদীয় কমিটিতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যা বলেছেন, তা অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এ ধরনের মিথ্যাচার দুই দেশের সম্পর্কে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

সার্বিয়া

রেলস্টেশনের ছাদ ধসে নিহত ১৪

সার্বিয়ায় গত শুক্রবার একটি রেলস্টেশনের প্রবেশপথের ছাদ ধসে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত দুই নারীর অবস্থা গুরুতর। এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুসিক। রাজধানী বেলগ্রেড থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকের নোভি স্যাড শহরের একটি রেলস্টেশনে শুক্রবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সারা বিকেলজুড়ে কাজ করে সন্ধ্যার দিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৪টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি কারাগারে থাকা ৮৫ বছর বয়সী ভেরা নামের এক কয়েদি বলেন, 'গরম হওয়ায় আমাদের জানালাগুলো খোলা ছিল। (একটা সময়) আমি বিশাল একটি গর্জন শুনি। এরপর ধুলা দেখতে পাই। পরবর্তী সময়ে সেখানে যা ঘটেছে, তা আমি শুনেছি।'

রয়টার্স, *নোভি স্যাড*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

শেষটা ভালো করতে ছুটছেন কমলা-ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪ বাকি আর ২ দিন

নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

সময় ফুরিয়ে আসছে। একই সঙ্গে বাড়ছে ব্যস্ততা। গত তিন মাস কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটারদের কাছে ছুটে বেড়িয়েছেন। এখন শেষটাও ভালো করতে চাইছেন তাঁরা। প্রচারের শেষ দুই দিনে নিজেদের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিয়ে এখনো সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে চাইছেন।

আধুনিক কালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে এমন তীব্র প্রতিযোগিতা আগে আর কখনো চোখে পড়েনি। ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

হোয়াইট হাউসের যাওয়ার লড়াইয়ে কমলা শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচারে সমাবেশ করছেন জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা ও মিশিগানে। শেষ মুহূর্তে ভোটারদের কাছে তিনি বার্তা দিচ্ছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য ট্রাম্প হুমকি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে এবার আর পা হড়কাতে চান না ট্রাম্প। ২০১৬ সালে নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্ট হলেও ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে হেরেছিলেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসে ফেরার লড়াইয়ে তাঁকে অনেক বাধা পেরোতে হচ্ছে। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত কোনো প্রার্থী হিসেবে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে তিনি উগ্র ডানপন্থার সরকার হিসেবে ঝুঁকে পড়ার ও 'আমেরিকা প্রথম' নীতির ওপর জোর দিয়ে আগ্রাসী বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কমলার নির্বাচনী সমাবেশ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে গত শুক্রবার মিলওয়াকি ও উইসকনসিনে সমাবেশ করেছেন। এর বাইরে নর্থ ক্যারোলাইনা, ভার্জিনিয়া, পেনসিলভানিয়া ও জর্জিয়ায় সমাবেশ করবেন তিনি। কমলা ও ট্রাম্পের এই ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচার সোমবার রাত পর্যন্ত চলবে। মঙ্গলবার ভোটের দিন হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা ব্যাপক হারে আগাম ভোট দিচ্ছেন। এর মধ্যে সাত কোটি আগাম ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে জর্জিয়াতেই ৪০ লাখের বেশি ভোটের রেকর্ড হয়েছে।

নির্বাচন ঘিরে জরিপগুলোয় এখনো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্যে দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে। এসব অঙ্গরাজ্যের ভোটই এবার ফল নির্ধারণ করবে। কমলা হ্যারিস মূলত মধ্যপন্থী ভোটার ও তাঁর দল ডেমোক্র্যাট-সমর্থকদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে ট্রাম্পকে বিষাক্ত কর্তৃত্ববাদী হিসেবে তুলে ধরে তাঁর অধ্যায় শেষ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

অন্যদিকে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কমলাকে ব্যাপক আক্রমণ করে মন্তব্য করা হচ্ছে। মিশিগানে ট্রাম্প বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কমলার সমাপনী বার্তা হলো সে তোমাদের ঘৃণা করে।' ট্রাম্প আরও বলেন, কমলা নির্বাচিত হলে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হবে।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

- শেষ মুহূর্তে ভোটারদের কাছে কমলা বার্তা দিচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য ট্রাম্প হুমকি।
- আর ট্রাম্প বলেন, কমলা নির্বাচিত হলে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হবে।

নির্বাচনে বিশ্বনেতাদের সমর্থন কার দিকে

আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে হতে যাচ্ছেন, তার ওপর নজর পুরো বিশ্বের। কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনিই ক্ষমতায় আসুন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়ে ভাবছেন বিশ্বনেতারা। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মজা করে কমলাকে পছন্দের কথা বললেও তাঁর পছন্দের মানুষ যে ট্রাম্প, তার অনেক ইঙ্গিত দেখা গেছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের রাশিয়া এবং ইউরেশিয়া প্রোগ্রামের সহযোগী ফেলো টিমোথি অ্যাশ বলেছেন, পুতিন মনে করেন ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি নমনীয় এবং ইউক্রেনের সঙ্গে একটি ভালো চুক্তিতে সহায়তা করবেন। ট্রাম্পের মধ্যে নিজের কর্তৃত্ববাদী হিসেবে নিজের ছবি দেখেন পুতিন।

ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলই চীনের প্রতি কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ট্রাম্পের সময় চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তবে গত ১৪ জুলাই ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার ঘটনার পর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বার্তা পেয়েছেন ট্রাম্প। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী কাউকে সরাসরি সমর্থন না করলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্পের প্রতিই ঝুঁকে রয়েছেন তিনি।

ইউরোপের নেতাদের মধ্যে অনেকেই এবার কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছেন। কারণ, ট্রাম্প পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ কমলাকে সমর্থন করে বলেছেন, 'আমি তাঁকে ভালোভাবে চিনি। তিনি দারুণ প্রেসিডেন্ট হবেন।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জাপানের পক্ষেও ট্রাম্পকে নিয়ে ভীতি রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জন্য ট্রাম্প জয়ী হলে নানা প্রশ্ন উঠবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

ইসরায়েলে রকেট হামলা হিজবুল্লাহর, আহত ১১

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

রয়টার্স, *তিরা*

লেবানন থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে গত শনিবারের এ হামলায় ১১ জন আহত হয়েছে। ইসরায়েলের জরুরি সংস্থা এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, হিজবুল্লাহর রকেট একটি বাড়িতে গিয়ে পড়ে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টার আশা ক্ষীণ হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে রকেট হামলার বিষয়ে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা তেল আবিবে একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এ হামলা চালিয়েছিল।

ইসরায়েলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, ১১ জন রকেটের শার্পনেলের আঘাতে আহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহর হামলায় দক্ষিণ লেবাননেও সতর্কঘণ্টা বেজে ওঠে।

এদিকে ফিলিস্তিনের উত্তর গাজায় মারাত্মক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সেখানকার পরিস্থিতিকে অবর্ণনীয় বলে তুলে ধরেছে জাতিসংঘ।

মধ্যপ্রাচ্যে আরও অস্ত্র পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র গত শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত সেনা ও অস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে। সামরিক অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, দূরপাল্লার বি-৫২ বোমারু যুদ্ধবিমান। এসব অস্ত্র মোতায়েন ইরানকে সতর্ক করার অংশ।

পেন্টাগনের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইরান, তার মিত্রদেশ অথবা ইরানের বদলে অন্য কোনো দেশ যদি মার্কিন সেনা বা এ অঞ্চলকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের জনগণকে সুরক্ষিত করতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই মধ্যপ্রাচ্যে এই অতিরিক্ত সামরিক অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। গত মাসে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী থাড দেয় যুক্তরাষ্ট্র। রাইডার আরও বলেছেন, আগামী মাসগুলোয় নতুন বাহিনী এসে পৌঁছানো শুরু করবে।

গত ২৬ অক্টোবর ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায়। এ বছর এপ্রিল ও অক্টোবরে ইরান ইসরায়েলে দুটি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে।

হুঁশিয়ারি খামেনির

এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি গতকাল শনিবার সতর্ক করে বলেছেন, হামলা-বর্বরতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অবশ্যই কঠোর জবাব পাবে। খামেনি বলেন, ইরান ও অন্যান্য প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর সঙ্গে যা করা হচ্ছে, তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অবশ্যই দাঁতভাঙা জবাব পাবে।

হিজবুল্লাহর ছোড়া রকেটে বিধ্বস্ত বাড়ি। গতকাল মধ্য ইসরায়েলের তিরা শহরে। ছবি : রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অস্বীকার ভারতের

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ভারতীয় ১৯ সংস্থার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলল নয়াদিল্লি। গতকাল শনিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে জানান, রাশিয়ায় রপ্তানির ক্ষেত্রে ওই ১৯টি সংস্থা কোনো ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করেনি।

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সর্বশেষ বিপদের লক্ষণ

স্পেনের সাইক্লোন ও ভারী বৃষ্টি নিয়ে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

জাপার কার্যালয়ে হামলা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা প্রয়োজন

জাতীয় পার্টি আহূত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, জাতীয় পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, বিপজ্জনক বলে মনে করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সহিংসতা ও জবরদস্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটবে এবং যেকোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নির্বিঘ্নে কর্মসূচি পালন করতে পারবে।

কিন্তু জাতীয় পার্টির প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আবার সহিংসতা ফিরে আসাটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলার ঘটনা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এসেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শুক্রবারের কর্মসূচি সফল করতে দলের নেতা-কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে এসেছিলেন। এরই মধ্যে একদল লোক মিছিল নিয়ে এসে সেখানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। অন্যদিকে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা'র পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে জাতীয় পার্টির কার্যালয় থেকে হামলা চালানো হয়।

দলীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার আহূত জাতীয় পার্টির সমাবেশকে কেন্দ্র করে আরেক দফা উত্তেজনা হয়। ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতার ব্যানারে সেই সমাবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

শুক্রবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদের দোসর ছিলেন না; বরং স্বৈরাচারী সরকারের আমলে তাঁরাও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। যেকোনো মূল্যে শনিবার ঢাকায় সমাবেশ করার ঘোষণা দেন তিনি। এরপর ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা নামের সংগঠনটি একই স্থানে একই সময়ে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এ অবস্থায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে গতকাল রাজধানীর কাকরাইলসহ আশপাশের এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করলে দুই পক্ষই কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ রাজনৈতিক সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গত জুলাই মাসে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে, যা পরে এক দফা দাবিতে রূপ নেয় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটায়। সেই সময়ে কিন্তু ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক, জনতা নামে পৃথক কোনো সংগঠনের তৎপরতা দেখা যায়নি। এ দুই সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক কী, তা-ও আমরা জানি না।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের ওপর জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা হামলা করায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহসহ কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফোরামের সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে জাতীয় পার্টির কর্মসূচি নিয়ে আপাতত আমাদের কোনো কর্মসূচির চিন্তা নেই।'

যে সংগঠন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিল, সেই সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়মুখী কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা যেখানে জাতীয় পার্টির কর্মসূচি নিয়ে 'আমাদের কর্মসূচি নেই' বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে অন্য কোনো সংগঠনের কর্মসূচির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কাউকে কর্মসূচি পালন করতে না দেওয়া, প্রতিহত করার ঘোষণা বা এ ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতি আইনশৃঙ্খলা তথা জননিরাপত্তার জন্য খুবই উদ্বেগজনক। এ ক্ষেত্রে রংপুরে দুই ছাত্রনেতার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টির অবাঞ্ছিত ঘোষণারও নিন্দা জানাই। গণতান্ত্রিক সমাজে যার যার অবস্থান থেকে কর্মসূচি পালন করবে, প্রতিপক্ষের কর্মসূচিকে বাধা দেওয়া কিংবা অবাঞ্ছিত ঘোষণার অগণতান্ত্রিক মানসিকতা সবাইকে পরিহার করতে হবে।

সমিতির খপ্পরে মানুষ

নওগাঁয় প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে

মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতা সহজাত। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে এটি মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে মিশে আছে। মানুষের এই অপরিহার্য প্রবণতাকে লক্ষ্যবস্তু বানায় একশ্রেণির অসাধু মানুষ। সঞ্চয় ও সমবায় সমিতির নামে সংগঠন গড়ে তুলে মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয় এই অসাধু চক্র। নওগাঁয় এমন কিছু সংগঠনের খপ্পরে পড়ে হাজার হাজার মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছেন। স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখানে তৎপর থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা।

সমবায় অধিদপ্তরের জেলা সমবায় অফিসে নিবন্ধন ছাড়া কোনো সমবায় সমিতি পরিচালনা করার সুযোগ নেই। নিবন্ধন পাওয়ার পর সমিতিকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হয়। নওগাঁর ১১টি উপজেলায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১ হাজার ৬২০। এগুলোর মাধ্যমে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে ৪৫০টি সমিতি। এর মধ্যে চলতি বছর আটটি সমিতির উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তারা গ্রাহকের টাকা নিয়ে লাপাত্তা হয়েছেন।

কয়েক শ সমিতির মধ্যে এক বছরে মাত্র আটটি সমিতির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটলেও এ কয়টি সমিতির সদস্য ছিলেন অন্তত ৫ হাজার গ্রাহক এবং তাঁদের আমানতের ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে এভাবে লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনোভাবেই গুরুত্বহীন মনে করার সুযোগ নেই। কেউ পুকুরের মাছ, কেউ খেতের ফসল বিক্রি করে দিনের পর দিন অল্প অল্প টাকা করে একেকজন গ্রাহকের ৫-১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জমা ছিল এসব সমিতিতে। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল এই সঞ্চয় হারিয়ে বিপুলসংখ্যক গ্রাহক এখন নিঃস্ব হয়ে গেছেন। সরকারি কার্যালয়ে চাকরি করা অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারীও হারিয়েছেন পেনশনের টাকা।

জেলা সমবায় কর্মকর্তার বক্তব্য, গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্ত সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে ও থানায় একাধিক মামলা চলমান। গ্রাহকদের থেকে টাকা নিয়ে তা উৎপাদনশীল খাতে না খাটিয়ে সমিতির কর্মকর্তারা জমিজমা কিংবা বাড়ি-গাড়ি কিনে থাকেন, এসব করতে গিয়ে সমিতিগুলো দেউলিয়া হয়ে যায়। ভবিষ্যতে যেকোনো সমিতির ওপর তাঁদের মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

স্থানীয় নাগরিক সমাজের বক্তব্য, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সমবায় কার্যালয়ের অসতর্কতার কারণে এসব হচ্ছে। সমিতিগুলোতে নিবন্ধনের আগে ভালো করে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। নিবন্ধন দেওয়ার পর সমবায় সমিতিগুলোকে মনিটর করতে হবে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও তদারকি বাড়াতে হবে।

আমরা আশা করব, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, মানুষের আমানত ফেরত পাওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা হবে।

চিঠিপত্র

ডাস্টবিন চাই

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া একটি দ্বীপ উপজেলা হওয়ায় এখানে সারা বছর পর্যটকেরা আসেন ভ্রমণের জন্য। পর্যটকেরা এখানে এসে অবস্থান করেন বড়গোপের একটি আবাসিক হোটেল সমুদ্রবিলাসে। এ হোটেলের ঠিক সামনেই রয়েছে মুক্তমঞ্চ নামের একটি পর্যটনকেন্দ্র এবং তার সামনে দিয়ে একটু হেঁটে গেলেই পৌঁছানো যায় সমুদ্রসৈকতে।

এই মুক্তমঞ্চ ও সমুদ্রসৈকতে সব সময় মানুষের আনাগোনা থাকে। তাই ময়লা-আবর্জনাও থাকে খুব বেশি। এই আবর্জনা রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ডাস্টবিন না থাকায় মানুষ যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখে। এতে মুক্তমঞ্চ ও সমুদ্রসৈকতের পরিবেশ দূষিত হয় এবং মশা-মাছির মাধ্যমে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। যদি এসব স্থানে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকে, তাহলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে পর্যটকেরা এখানে আসতে নিরুৎসাহিত হবেন। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, মুক্তমঞ্চ ও সমুদ্রসৈকতের মতো পর্যটকপ্রিয় পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার জন্য দ্রুত ডাস্টবিন বসানো হোক। আর নির্দিষ্ট সময়ে এসব ডাস্টবিন পরিষ্কার করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হোক।

আবদুল্লাহ নাজিম আল মামুন
কুতুবদিয়া

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে

বিশেষ সাক্ষাৎকার

শারমিন আহমদ

শারমিন আহমদ। লেখক-গবেষক ও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা। ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস সামনে রেখে তিনি *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান ও মনোজ দে**

প্রথম আলো : আপনার বই *তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা* ব্যাপক আলোচিত। অনেক অজানা তথ্য আছে এই বইয়ে। শোনা গেছে, বইটি নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভায়ও আলোচনা হয়েছিল। বইটি লেখার পর তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন?

শারমিন আহমদ : প্রতিক্রিয়া যেটা পাচ্ছিলাম, সেটা হলো নানা ধরনের সফট পাওয়ারপ্লে হচ্ছিল। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে বইটির ওপর আলোচনা চলছিল, সেখানে চলে এলেন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। আমি ও চট্টগ্রামের তৎকালীন মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন আলোচক। সেখানে তাঁরা এসে আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বয়স তো তখন ১১, আপনি কীভাবে এগুলো জানলেন?' আমি বললাম, 'আপনি কি ফ্রান্স বিপ্লব দেখেছেন, পলাশীর যুদ্ধ দেখেছেন?' বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'তাহলে এই ইতিহাস আমরা জানি কীভাবে? আমরা এসব ইতিহাস জানতে পারি ওই সময়কার বইপুস্তক, সাক্ষাৎকার, অন্যান্য নথি থেকে। এগুলোর ভিত্তিতেই ইতিহাস রচনা হয়।' আমার বলার পর তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থামল না। এরপর আমরা যখন একটা ডিনারে গেলাম, সেখানে উপস্থিত হলেন চট্টগ্রামের ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের কর্মকর্তারা।

প্রথম আলো : ৩ নভেম্বর 'জেলহত্যা দিবস'। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকেরা কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে। সেই হত্যার বিচারও হয়েছে। কিন্তু জাতীয় চার নেতাকে কি যথাযথভাবে সম্মান জানানো হয়েছে বলে মনে করেন?

শারমিন আহমদ : আমি মনে করি, বিচারটা সুষ্ঠুভাবে হলেই সম্মানটা ঠিকভাবে জানানো হতো। ২০০৮ সালে হাইকোর্ট রায়টা দিলেন। এর আগে বিএনপির সময়ে অনেকে ছাড়া পেয়ে যান। যেমন সন্দেহের তালিকায় ছিলেন কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। এ হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীর যাঁদের যাবজ্জীবন দেওয়া হয়, তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার আমি পড়েছি। তাঁরা বলেছেন, 'আমরাও সন্দেহের তালিকায় ছিলাম।' রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা সন্দেহের তালিকায় ছিলেন, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলো আর সেনা কর্মকর্তাদের যাবজ্জীবন দেওয়া হলো। তাঁরা বলছেন, এখানে একটা বৈষম্য করা হয়েছে। যাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, সে বিষয়টাও খুব ইন্টারেস্টিং। রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী শাহ ও দফাদার আবুল হাশেম মৃধাকে—তিনজন নন-কমিশন্ড সেনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। আপিলের রায়ে দেখা গেল মোসলেম উদ্দিন ছাড়া অন্য দুজনকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু মোসলেম উদ্দিন কি বেঁচে আছেন, কোথায় আছেন, সেটা আমরা জানি না। এর মানে, পলাতক যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা কোথায় আছেন, তাঁদের ওই নামটা সত্যি কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। জেলগেট দিয়ে ঢোকার আগে তাঁরা এসব নাম লিখেছিলেন। কিন্তু সেই নামগুলো সত্যি ছিল কি না, সেটার অনুসন্ধান করা হয়নি।

প্রথম আলো : আপনি মনে করছেন, জেলহত্যার বিচারটি ঠিকমতো হয়নি?

শারমিন আহমদ : জেলহত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী যাঁরা, যাঁরা ট্রিগারের পেছনে ছিলেন, তাঁরা সবাই বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন। আমি মনে করি, ন্যায়বিচারের স্বার্থে জেল হত্যাকাণ্ডের বিচার রিভাইব করা প্রয়োজন।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই, কয়েক বছর আগে আমরা দেখলাম, বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যায় জড়িত মাজেদ, যিনি প্রায় ২০ বছর ভারতে বসে ছিলেন, এরপর বাংলাদেশে চলে এলেন ও গ্রেপ্তার হলেন। এরপর সাত দিনের রিমান্ড শেষে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসাবাদে কী বলেছিলেন, সেটা জানা গেল না। আবার বলা হচ্ছে, মাজেদ ভারতে ছিলেন। কিন্তু ভারতের গোয়েন্দারা কি মাজেদের সেখানে থাকার তথ্যটা জানত না? জিজ্ঞাসাবাদে মাজেদ কী জবানবন্দি দিয়েছেন, সেটা জানার অধিকার আমাদের আছে।

প্রথম আলো : আপনারা ৩ নভেম্বর জেলহত্যা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনসহ সরকারের কাছে তিন দফা দাবি জানিয়েছেন। এই দাবি কেন জানালেন?

শারমিন আহমদ : আমরা কোনো সরকারি ছুটির দিন চাই না, কালো পোশাকও চাই না, আমরা চাই রাষ্ট্রীয়ভাবে ৩ নভেম্বরের স্বীকৃতি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিনটা নিয়ে আলোচনা হবে। জাতীয় নেতাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম জানবে। সেটা জানলে একটা জাতীয় গৌরব অনুভব করবে। যুদ্ধদিনের প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে কাপড় কেচে, ধুয়ে শুকিয়ে পরের দিন সেটা পরেছেন। বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী এটা করেছেন? যুদ্ধের সময়ে তিনি পারিবারিক জীবন যাপন করেননি। কারণ, তিনি বলতেন, 'আমি সব মুক্তিযোদ্ধার নেতা, তারা তো পরিবারের সঙ্গে নেই।'

প্রথম আলো : আপনাদের পরিবার পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিবার। তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, আপনার মা জোহরা তাজউদ্দীন পঁচাত্তরের পর দুঃসময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপনার বোন সিমিন হোসেন রিমি ও ভাই সোহেল তাজ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনীতি নিয়ে আপনার এখনকার চিন্তাভাবনা কী?

শারমিন আহমদ : গত সাড়ে ১৫ বছরে আমরা গণতন্ত্রহীন একটা জায়গায় ছিলাম। এখনকার পরিস্থিতিটা খুব অস্থির। আমি বলব, বাহাত্তর সাল থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা হ্যাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল। একটা বিপ্লবী চেতনায় বাংলাদেশটা সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ ১ লাখ ১ হাজার (যুদ্ধদিনের নেতা তাজউদ্দীন আহমদের সংখ্যাটির কথায় পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন) মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র সমর্পণ করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ৩ লাখ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বানানো হলো এবং মুজিব বাহিনীর সদস্যদের কাছে অস্ত্র রয়ে গেল। এখানেই তো বিভাজনের শুরু। মুজিব বাহিনী তো মুক্তিযুদ্ধের সরকারটাকেই স্বীকার করেনি। এরপর আমরা দেখলাম খন্দকার মোশতাকের মতো মানুষদের পুনর্বাসন করা হলো।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ দিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে বাড়ি না পাঠিয়ে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল তাজউদ্দীন আহমদের। একটা বিষয় হলো, রাজনৈতিক দল গঠন করলেই রাজনীতি হয় না। রাজনীতির জন্য একটি দূরদৃষ্টি দরকার।

এই যে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থানটা হলো, এর স্পিরিটটা কিন্তু একেবারে খাঁটি। সবাই পরিবর্তনটা চেয়েছে। আমি দেশে আসার পর কয়েকটি হাসপাতালে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছি। দেখেছি, তাঁদের বেশির ভাগই কোনো দল করেন না। তাঁরা দেখেছেন অন্যায় হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছেন। জীবন চালাতে তাঁদের অসহনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, অথচ তাঁদের বলা হয়েছে তোমরা কাঁঠাল খেয়ে থাকো। অন্যদিকে ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে।

প্রথম আলো : দেশের বর্তমান রাজনীতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

শারমিন আহমদ : রাজনীতির মূল লক্ষ্য অবশ্যই ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় না গেলে নীতি বাস্তবায়ন করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ক্ষমতাটা কি লোভের জন্য দরকার; আমি আরও বেশি টাকা বানাব, আমার আত্মীয়স্বজনের পুনর্বাসন করব; নাকি লাখো কোটি দরিদ্র সন্তান, তাদের বেকারত্ব, তাদের জীবযাপনের সংকট—এসব সমস্যার সমাধান করে দেশটা গড়ব। এখানে একটা জাতীয় ঐক্যের দরকার হয়ে পড়েছে। এখন যাঁরা সরকারে আছেন, তাঁদের বুঝতে হবে, সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকবে, সবার কথা শুনতে হবে। এটার মানে আমি বলছি না আমরা আগের কোনো স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় যাব। আমার দৃষ্টিভঙ্গি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে, কিন্তু একটা ব্যাপারে ঐকমত্য থাকতে হবে যে আমরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেব না, নির্বাচনী ব্যবস্থাটা শক্তিশালী হবে, বিচার বিভাগ পুরোপুরিভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা থাকবে।

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশ নিতে গিয়ে যাঁরা আহত হয়েছেন, আপনি হাসপাতালে তাঁদের দেখতে গিয়েছিলেন। আপনার অনুভূতি কী?

শারমিন আহমদ : শরীরে এখনো এক শর বেশি বুলেট নিয়ে, মেরুদণ্ডের মধ্যে, হাড়ের মধ্যে বুলেট নিয়ে যাঁরা এখনো হাসপাতালে রয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। আমি সিআরপিতে গিয়ে তাঁদের যন্ত্রণার কথা শুনেছি। এটি সত্যিকারের একটা জনবিপ্লব। কোনো লোভী রাজনৈতিক দল যেন এই বিপ্লবের ফসলটা তাদের ঘরে তুলতে না পারে, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। এই শ্রমজীবী মানুষগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া সরকারের অগ্রাধিকারে থাকতে হবে। কারণ, গণ-অভ্যুত্থানের যে বিপ্লবী চেতনা, তা তাঁরা নিজেদের শরীরে ধারণ করছেন। তাঁদের স্বীকৃতি দিলে, সম্মান দিলে, রাজনৈতিক দলগুলোও গণতন্ত্রের পথে চলে আসবে। এই চেতনাকে আমরা কোনোভাবেই দমিয়ে দিতে পারি না। এই ভুলটা আমরা একবার করেছিলাম দেশ স্বাধীনের পর।

প্রথম আলো : আগের সরকারের আমলে গণতন্ত্র, নির্বাচনী ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, মানবাধিকার লঙ্ঘন, গুম, খুন ও ভয়াবহ দুর্নীতি ঘটেছে, সেটাকে কীভাবে দেখছেন?

শারমিন আহমদ : সেটা আওয়ামী লীগের শাসন ছিল নাকি হাসিনা লীগের শাসন ছিল? প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা পরিবার লীগের শাসন ছিল। কারণ, আওয়ামী লীগের কথা আমি যখন চিন্তা করি, তখন মাওলানা ভাসানীর কথা চিন্তা হয়, শামসুল হকের কথা চিন্তা হয়। আমার বাবা তাজউদ্দীনের কথা মনে হয়। এমনকি একাত্তর-পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর কথাও চিন্তা হয়। তাঁরা গণমানুষের প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগটা হাইজ্যাক হয়ে যায় একটা পরিবারের কাছে। একটা পরিবারতন্ত্র হয়ে উঠেছিল, তাঁরা আওয়ামী লীগের ব্যানারটা ব্যবহার করেছিলেন।

সে জন্য আমার কাছে মনে হয়, আওয়ামী লীগের মধ্যে যেসব নেতা-কর্মীর বিবেক এখনো জাগ্রত আছে, তাঁরা যদি সবাই প্রতিবাদী হয়ে হাসিনা লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টানতে পারেন, তাহলেই আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক সম্ভাবনা থাকবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এত এত দুর্নীতি হয়েছে, এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের থেকেই ডাকটা আসা উচিত। তাঁরা যদি বুদ্ধিমান হন, তাঁরা যদি সত্যিই আওয়ামী লীগকে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁদের বলতে হবে যে তাঁদের দলে কোনো ক্রিমিনাল থাকবে না। শেখ হাসিনা ও তাঁর আশপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই ক্রিমিনাল। তাঁদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। এই দাবিকে বাইরের লোক শুধু কেন করবে? বিচারের দাবি কেন আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে আসবে না?

প্রথম আলো : ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বয়স ৮৩ দিন পূরণ হলো। তারা জন-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছে?

শারমিন আহমদ : সবাই কিন্তু বলছেন, তাঁরা দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে পারছেন না। এটা তরুণেরাও বলছেন, রিকশাচালকেরাও বলছেন। জিনিসপত্রের দাম অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। সিন্ডিকেটের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। মানুষের পেটে খাবারটা থাকলেই জনসমর্থনটা আসে। অভ্যুত্থানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ছিল, প্রতিটি সেক্টরে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তরুণদের নেতৃত্বেই দেশে একটা ভালো রাজনৈতিক পরিবর্তন আসতে পারে।

সরকারের আরেকটি জায়গায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্দোলনে যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে; যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাঁদের পুনর্বাসন করতে হবে।

প্রথম আলো : সরকার তো নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে...

শারমিন আহমদ : না, উদ্যোগটা যথেষ্ট নয়। আমার ছেলের একটা সংগঠন আছে, ওরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দীসহ বিভিন্ন হাসপাতালের ৫০০ আহত ব্যক্তিকে নিয়ে একটা জরিপ করেছে। তাদের জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৮৫ শতাংশের বেশি আহত কোনো দলও করে না। কিন্তু তারা কেন আন্দোলনে গেল? সুনামগঞ্জের একটা ছেলে জহিরুল্লাহ। তার একটা প্লাস্টিকের দোকান আছে। নতুন বিয়ে করেছে। গুলির ক্ষত নিয়ে এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। জহিরুল্লাহ আমাকে বলেছে, যখন দেখেছে মুগ্ধ পানি দিতে গিয়ে মারা গেল, তখন সে রাস্তায় নেমেছে। এই যে মরতে ভয় না পাওয়ার চেতনাটা, এটা কিন্তু একটা জাতির ইতিহাসে শতাব্দীতে একবারই আসে। যে মুহূর্তেই মানুষ মনে করে তারা মরতে ভয় পায় না, সেই মুহূর্তেই মানুষ জয়ী হয়। সুতরাং, এই মানুষদের আমাদের সম্মান করতে হবে। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলব, এটাই কিন্তু আমার রাজনীতি।

প্রথম আলো : রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এখন কী করা উচিত? নতুন করে যাত্রা শুরুর আগে কি তাদের অতীতের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়?

শারমিন আহমদ : অবশ্যই তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। কোনো রাজনৈতিক কারণে নয়, অনুশোচনাটা সত্যিকারের মন থেকে আসতে হবে। মানুষ যখন দেখবে আচরণে, চিন্তায়, কথাবার্তায় পরিবর্তন এসেছে, তাহলে ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে মানুষের মধ্যে আস্থাটা ফিরতে শুরু করবে। কারণ, তারা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমি মনে করি, তারা যদি নিজের থেকে এগুলো করে, তাহলে ভবিষ্যতে তারা ভালো করবে।

প্রথম আলো : একাত্তরে তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আপনি, সিমিন হোসেন রিমি ও সোহেল তাজের ওপর কোনো দায়িত্ব এলে সেটা নেবেন কি?

শারমিন আহমদ : যে বাঁচতে চায়, তাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা থাকে। যে মরে যেতে চায়, তাকে আপনি কীভাবে বাঁচাবেন। আওয়ামী লীগের উচ্চ মহল, শেখ হাসিনার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সোহেল—আমাদের কাছে ফোনকল এসেছে। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, আওয়ামী লীগের হালটা ধরব কি না। আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে '৭৫-পরবর্তী সময়ে জোহরা তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। তখন কিন্তু আওয়ামী লীগের অবস্থা এখানকার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। আমার মা যখন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের প্রায় সবাই তৃণমূলের রাজনীতি থেকে উঠে আসা মানুষ। আমার মায়ের কথা ছিল, যোগ্য, মেধাবীদের সংগঠনে রিক্রুট করো। কিন্তু সংগঠনে কে আসবে, কে আসবে না, তা নিয়ে তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে সংগঠনে মেধাবী তরুণেরা আসতে শুরু করল। কিন্তু এর পরিণতি কী হলো? আম্মা যখন আওয়ামী লীগকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে আসতে শুরু করলেন, দলকে একটা শক্ত জায়গায় নিয়ে এলেন, তখন কী হলো? আব্দুর রাজ্জাক সাহেবরা দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে নিয়ে এলেন। এরপর আওয়ামী লীগ আর দলের থাকল না। পরিবারের হয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র পছন্দ করি না। কেউ যদি নতুন আসে, আমরা তাদের জন্য কাজ করব। কিন্তু তাজউদ্দীনের সন্তান হিসেবে আমরা রাজনীতিতে আসতে চাইব না।

যাঁরা ফোনকল করেছেন, আমি তাঁদের বলেছি, আপনারা আবার তাজউদ্দীনের পরিবারের কাছে আসছেন! আপনারা নিজেরা দলকে ধ্বংস করে এখন চাচ্ছেন আবার আমরা আসব, দলকে গড়ে দেব। এরপর আপনারা ফিরে এসে সেটার ফল নেবেন? এবার আমরা এই অবস্থান নিয়েছি যে আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে অনুশোচনা আসুক, আত্মোপলব্ধি আসুক। জনগণের কাছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। প্রত্যেক আহত ব্যক্তির কাছে, প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে গিয়ে মাফ চাইতে হবে। যে টাকা বিদেশে পাচার করে নিয়েছেন, সেটা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রথম আলো : ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। এই নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হলে ভূরাজনীতিতে তার প্রভাব কতটা পড়বে?

শারমিন আহমদ : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি খুব একটা পরিবর্তন হয় না। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশের সময় ইরাকে হামলা হলো। এরপর ডেমোক্র্যাট ওবামার সময়ে ইরাকে সবচেয়ে বেশি ড্রোন হামলা হলো। সবচেয়ে বেশি বেসামরিক মানুষ হতাহত হলেন। এর কারণ হলো ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক দেশ। যে করপোরেশন রিপাবলিকানদের তহবিলে চাঁদা দেয়, তারাই আবার ডেমোক্র্যাটদের টাকা দেয়।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

শারমিন আহমদ : আপনাদেরও ধন্যবাদ।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ট্রাম্প ধনকুবেরদের কাছে বোকাই থেকে যাবেন

মারিনা হাইড

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সন্ধ্যাগুলোর একটি নির্দিষ্ট রুটিন ছিল। ওই সময়টাতে তিনি সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বড় একটি চিজ বার্গার এবং একটি বালতি সাইজের ডায়েট কোক নিয়ে বিছানায় বসতেন। তাঁর সামনে অনেকগুলো টিভি চলত। যে টিভিতে তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলত, শুধু সেই চ্যানেলগুলো তিনি দেখতেন।

টিভি দেখতে দেখতে ট্রাম্প শতকোটিপতিদের সঙ্গে ফোনে আলাপ করতে ভালোবাসতেন। সেই ফোনালাপে তিনি তৃতীয় কারও নামে কুৎসা গাইতেন, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং এমন অনেক গোপন কথা বলে দিতেন, যা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর বলার কথা নয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ শেষ করে অপর প্রান্তের সেই শতকোটিপতি ভদ্রলোক হয়তো অন্য কোনো শতকোটিপতির কাছে ফোন করতেন এবং ট্রাম্পের কথাবার্তা নিয়ে তাঁরা হাসাহাসি করতেন।

একবার মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডক ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ শেষে ট্রাম্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'কী ধরনের বেকুব লোক একটা!' ওই ফোনালাপে মারডক ট্রাম্পকে বুঝিয়েছিলেন, সিলিকন ভ্যালির ধনকুবেরেরা আসলে তাঁর (ট্রাম্পের) সাহায্যের ধার ধারেন না; কারণ প্রায় আট বছর ধরে ওবামা প্রশাসনকে কার্যত তাঁরাই চালিয়ে এসেছিলেন।

মারডক এমনিতে একজন বদমেজাজি ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। *মিন গার্লস* সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রেজিনা জর্জ' (যিনি ক্ষমতা দিয়ে সবাইকে প্রভাবিত করতে চান)-এর সঙ্গে মারডকের তুলনা করা চলে। তবে মারডক ট্রাম্পের 'ক্লিয়ার্ড কলার'-এর তালিকায় ছিলেন। অর্থাৎ তিনি চাইলেই যেকোনো সময় ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন।

ট্রাম্প-সমর্থক ধনকুবেরদের ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা নিয়ে আমি বিশদ গবেষণা করে দেখেছি। এ সময় আমার সাকসেশন সিরিজের সেই টেক বিলিয়নিয়ারের কথাটিকে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে।

ওই বিলিয়নিয়ার আমেরিকার ক্ষমতার বলয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-পূর্ব একটি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ওই ধনকুবের চরিত্রটির ভাষায়, 'আমি ভেবেছিলাম এই ক্ষমতাধর রাজনীতিকেরা জটিল প্রকৃতির হবে, কিন্তু তাঁরা আসলে তা নন। তাঁদের ওখানে শুধু টাকাপয়সার লেনদেন আর গল্পগুজব হয়।'

কমলা হ্যারিসকে সমর্থনকারী ধনকুবেরদের সংখ্যা বাড়ছে। এটি সংবাদমাধ্যমে তাঁর জন্য একটি অর্জন হিসেবে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু কমলার প্রতি ধনকুবেরদের সমর্থন বাড়ার খবর ট্রাম্পের পক্ষ নেওয়া বিশেষ ধনিকশ্রেণির কাছে ট্রাম্পের পেছনে আরও বিশাল পরিমাণ অর্থ ঢালা এবং ট্রাম্পের সঙ্গে আরও গল্পগুজব করার প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

এই মোগল শ্রেণি মনে করে, অর্থ অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ও তার মাধ্যমে কর হ্রাস করা। আর ইলন মাস্ক ও জেফ বেজোসের মতো ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও লাভজনক হলো সরকারের বড় বড় ঠিকাদারির কাজ পাওয়া।

শো বিজে গসিপ বা গল্পগুজবকে সাধারণত হালকা ও ঠুনকো মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে 'মোগল' শ্রেণির মাঝে গসিপের ব্যাপকতা অনেক বেশি। অর্থ সুখ কিনতে পারে না ঠিকই, তবে এটি এমন উন্নতমানের অর্থকরী গসিপের পথ তৈরি করে দেয়, যেখানে মারডক, বেজোস, স্টিভ উইন, স্টিফেন শোয়ার্জম্যানসহ অন্য মোগলরা প্রায় 'অস্ত্রসজ্জিত পর্যায়ের' গসিপ চালান।

নির্বাচনী প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি : এএফপি

এই ক্ষমতাশালীদের মধ্যে গসিপ ও শক্তির খেলা অনেকটাই নিষ্ঠুর ও কৌশলপূর্ণ। এটি তাঁদের মধ্যে একধরনের 'হাই-কোয়ালিটি গসিপ' বা প্রভাবশালী তথ্যবিনিময়ের সংস্কৃতি তৈরি করে।

এই গসিপ ও অর্থের চক্রের কাছে ট্রাম্প এমন একজন 'দরকারি বোকা' হিসেবেই রয়ে গেছেন, যাঁর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া যায়। এ কারণে মারডকের কাছে তিনি 'চরম বোকাই' রয়ে গেছেন। তাঁকে যাতে ব্যবহার করা যায়, সে জন্য তাঁরা ট্রাম্পের যতই সমালোচনা করুন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ট্রাম্পের গসিপ বা খোশগল্প চলতেই থাকবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুখ্যাত বিনিয়োগকারী পেল্টজ তিন বছর আগে বলেছিলেন, ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহের জন্য ট্রাম্পকে চিরদিন কলঙ্ক বহন করে যেতে হবে। তিনি সে সময় ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কিছু বছর পরই দেখা যায়, সেই পেল্টজই আবার ট্রাম্পের জন্য তাঁর বাড়িতে অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করেছেন। এতে বোঝা যায়, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সুবিধার জন্য পেল্টজ নিজের অবস্থান বদলাতে দ্বিধা করেন না।

পেল্টজের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাজনের ওপর একটি অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্ত চালানোর জন্য ট্রাম্পকে প্রভাবিত করা, কারণ আমাজন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল বলে তিনি মনে করছিলেন।

যদিও ট্রাম্প আমাজনের বিরুদ্ধে সরাসরি তদন্ত শুরু করেননি, তবে আমাজনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু টুইট করেছিলেন।

এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কগুলো অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

পেল্টজের এই দ্বৈত মনোভাব আসলে এক বৃহত্তর চিত্রের অংশ। এখানে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজ নিজ অবস্থান পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন না। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কখনো সমালোচনা হালকা হয়ে যায়, আবার কখনো নতুন মিত্র তৈরি হয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ইলন মাস্ক। তিনি প্রথম থেকেই ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প নির্বাচিত হলে ইলন মাস্কের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হবে, যেটি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে অনেক দূর এগিয়ে নেবে।

যেহেতু নির্বাচন দ্রুত এগিয়ে আসছে, সেহেতু এসব ধনকুবেরকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। তবে ট্রাম্পের সঙ্গে এসব ধনকুবেরের গসিপ বা গালগল্প করার আগ্রহ বেশি দিন থাকবে কি না, তা নির্বাচনের পরেই বোঝা যাবে।

● **মারিনা হাইড** *দ্য গার্ডিয়ান*-এর কলাম লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

জৈব প্রযুক্তি

বায়োটেকনোলজি অর্থ 'জৈব প্রযুক্তি'। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরিকি প্রথম বায়োটেকনোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৭

 # এক কথায় উত্তর

১. দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে xy সমতলে কয়টি অংশে ভাগ করা হয়েছে?
২. অক্ষের ওপর অবস্থিত কোণকে কী কোণ বলা হয়?
৩. প্রারম্ভিক রশ্মি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে কী বলে?
৪. θ কোণের পূরক কোণের মান কত?
৫. Cos(-330°) এর মান কত?
৬. বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ 1^c হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও চাপের অনুপাত কত?
৭. 1° = কত রেডিয়ান?
৮. -785° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে?
৯. একটি চাকার ব্যাস 3.1416 মিটার হলে, চাকাটির পরিধি কত মিটার?
১০. 380°-এর রেফারেন্স কোণ কত?
১১. 1°-এর 60 ভাগের এক ভাগকে কী বলা হয়?
১২. P(x,y) বিন্দুর সাপেক্ষে Sin(90°-θ) এর মান কত?
১৩. 1045° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?
১৪. 90° ও -180° কোণকে কী বলা হয়?
১৫. 50° কোণের পূরক কোণের রেডিয়ানে মান কত?
১৬. $\frac{8\pi}{15}$ রেডিয়ান কোণটির ডিগ্রিতে মান কত হবে?
১৭. বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ নিলে কৌণিক দূরত্ব কত হবে?
১৮. Sin(90°-θ) এর মান কত?
১৯. 1 রেডিয়ান = কত সমকোণ?
২০. θ = 90° হলে Sin3θ + Cos2θ এর মান কত?
২১. (x+35°) কোণের সম্পূরক কোণ কত?
২২. 50°= কত মিনিট?
২৩. 88.7° এর মান কত?
২৪. 180° থেকে বড় এবং একই সঙ্গে -90° থেকে ছোট কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?
২৫. Sinθ = $\frac{5}{13}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, tanθ এর মান কত?
২৬. tanθ = $\frac{3}{4}$ হলে, Sinθ . Cosθ-এর মান কত?

সঠিক উত্তর

১. চারটি, ২. কোয়াড্রেন্টাল কোণ, ৩. ঋণাত্মক কোণ, ৪. (90° – θ), ৫. $\frac{\sqrt{3}}{2}$, ৬. 1 : 1, ৭. $\frac{\pi^c}{180}$, ৮. চতুর্থ, ৯. 9.87 মিটার, ১০. 20°, ১১. 1′, ১২. $\frac{x}{r}$, ১৩. চতুর্থ চতুর্ভাগে, ১৪. কোয়াড্রেন্টাল কোণ, ১৫. $\frac{2\pi}{9}$ রেডিয়ান বা 0.698 রেডিয়ান, ১৬. 96°, ১৭. 1 রেডিয়ান, ১৮. Cosθ, ১৯. $\frac{2}{\pi}$ সমকোণ, ২০. -2, ২১. (145°-x), ২২. 3000, ২৩. 88°42′, ২৪. তৃতীয় চতুর্ভাগে, ২৫. $\frac{5}{12}$, ২৬. $\frac{12}{25}$

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৩

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আইন নম্বর কত?
ক. ১০ নম্বর খ. ১৫ নম্বর
গ. ২০ নম্বর ঘ. ২৫ নম্বর

৭. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কবে প্রণীত হয়?
ক. এপ্রিল ১, ২০০৯
খ. এপ্রিল ৩, ২০০৯
গ. এপ্রিল ৬, ২০০৯
ঘ. এপ্রিল ১৬, ২০০৯

৮. জনগণ প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার কী?
ক. চাকরিজীবী খ. মালিক
গ. মন্ত্রী ঘ. রাষ্ট্রপ্রধান

৯. জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন আছে কি?
ক. নেই খ. আছে
গ. মাঝেমধ্যে থাকতে পারে
ঘ. অত্যাবশ্যক

১০. জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে?
ক. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে
খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে
গ. দুর্নীতি হ্রাস পাবে
ঘ. ওপরের সব কটি

১১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কোন অধ্যায়ে তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রকাশ, তথ্য প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়াদি বলা আছে?
ক. প্রথম অধ্যায়ে খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে
গ. চতুর্থ অধ্যায়ে ঘ. ষষ্ঠ অধ্যায়ে

১২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোন বিষয় বলা হয়েছে?
ক. তথ্য অধিকার খ. তথ্য সংরক্ষণ
গ. তথ্য প্রকাশ ঘ. ওপরের সব কটি

১৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কী করতে পারি না?
ক. সব তথ্যই প্রকাশ করতে পারব না
খ. কারও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ক্ষতি করতে পারব না
গ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রকাশ করতে পারব না
ঘ. ওপরের সব কটি

সঠিক উত্তর

সেশন ৩ : ৬. গ ৭. গ ৮. খ ৯. ঘ ১০. ঘ ১১. খ ১২. ঘ ১৩. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩ ও ৯

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : সুতা দিয়ে বেঁধে ঘোরানো কোনো বস্তু ছিটকে যায় না কেন?
উত্তর : সুতা বরাবর যে কেন্দ্রমুখী বল কাজ করে তার জন্য।
প্রশ্ন : ত্বরণ নেগেটিভ হলে গতিবেগ কমে যায়। এটি বোঝানোর জন্য আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করি?
উত্তর : মন্দন
প্রশ্ন : চাঁদ কত দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে?
উত্তর : ২৯ দিনে।
প্রশ্ন : পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোন বল কাজ করে?
উত্তর : মহাকর্ষ বল।
প্রশ্ন : ঘূর্ণন সৃষ্টির প্রধান কারণ কী?
প্রশ্ন : সুতায় বাঁধা পাথর ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ছেড়ে দিলে এটি কোন দিকে যাবে?
উত্তর : সোজা স্পর্শক বরাবর।
প্রশ্ন : চাঁদ কখন রাতের আকাশে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়?
উত্তর : অমাবস্যায়।
প্রশ্ন : কোনো বস্তু যদি তার গতিপথের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে অতিক্রম করে, তাহলে তার গতি কী ধরনের গতি?
উত্তর : পর্যাবৃত্ত গতি।
প্রশ্ন : পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন বস্তু যে সময় পরপর গতিপথের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে একই দিক থেকে অতিক্রম করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : পর্যায়কাল।
প্রশ্ন : বেগের একক কী?
উত্তর : মিটার/সেকেন্ড (m/s)।
প্রশ্ন : আলোর বেগ কত?
উত্তর : ৩ লাখ কিমি সেকেন্ড।
প্রশ্ন : চলমান একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা না হলে এর বেগের মান কেমন হবে?
উত্তর : একই থাকবে।
প্রশ্ন : বেগের মান অপরিবর্তিত রেখে দিক পরিবর্তন করলে ত্বরণ সৃষ্টি হবে কি?
উত্তর : বেগের মান অপরিবর্তিত রেখে দিক পরিবর্তন করলে ত্বরণ সৃষ্টি হবে।
প্রশ্ন : বস্তুর বেগ কয়ভাবে পরিবর্তন করা যায়?
উত্তর : দুই ভাবে।
প্রশ্ন : সূর্য কোনটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে?
উত্তর : আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র থাকা বিশাল ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৪

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

11. Transform the sentences.
a. Nobody has stolen your book. (Passive)
b. She wrote a letter. She destroyed it. (use after)
c. This is my pen. (use mine)
d. Your parents will come. (tag question)
e. I want to read. Please light the lamp. (Use so that)

Answers
a. Your book has not been stolen.
b. She destroyed the letter after writing it.
c. This pen is mine.
d. Won't they?
e. Please light the lamp so that I can read.

12. Correct the following sentences.
a. She is junior than I.
b. It is I who is responsible for it.
c. I bought some furnitures.
d. Many a boy have been selected for the post.
e. Nabil, as well as his cousins, are tall.

Answers: a. She is junior to me.
b. It is I who am responsible for it.
c. I bought some furniture.
d. Many a boy has been selected for the post.
e. Nabil, as well as his cousins, is tall.

13. Change the following sentences as directed.
a. He went to market. (Make a question to know the place)
b. Man is mortal. (Make it negative)
c. Do not jump from the bus which is running. (Make it simple)
d. Though is poor, He is honest. (Make it compound)
e. I like an honest man. (Rewrite the sentence using the object in the plural form)

Answers
a. Where did he go?
b. Man is not immortal.
c. Do not jump from a running bus.
d. He is poor but honest.
e. I like honest men.

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১১

১. ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাদের কী বলে?
ক. কৃৎ প্রত্যয় খ. তদ্ধিত প্রত্যয়
গ. কৃদন্ত শব্দ ঘ. তদ্ধিতান্ত পদ

২. তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে কী বলে?
ক. প্রত্যয় খ. প্রকৃতি
গ. মৌলিক শব্দ ঘ. তদ্ধিতান্ত শব্দ

৩. নিচের কোনটির নিজস্ব অর্থ আছে?
ক. প্রত্যয় খ. উপসর্গ
গ. শব্দ ঘ. বচন

৪. শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে কী বলে?
ক. উপসর্গ খ. অনুসর্গ
গ. প্রত্যয় ঘ. বিভক্তি

৫. প্রত্যয় কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৬. 'মালিক' অর্থে প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. জমিদারি খ. বাহাদুরি
গ. ঢাকাই ঘ. ডাক্তারি

৭. 'টেকো' শব্দটিতে কী অর্থে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সংশ্লিষ্ট খ. যুক্ত
গ. উপকরণ ঘ. রোগগ্রস্ত

৮. 'নিন্দা' অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কোন শব্দে?
ক. টেকো খ. গেঁয়ো
গ. জেঠামি ঘ. ইতরামি

৯. 'রোগগ্রস্ত' অর্থে প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. চোরা খ. টেকো
গ. ইতরামি ঘ. বেতো

১০. 'ফলক' শব্দটির সঠিক শব্দ গঠন কোনটি?
ক. ফল + ক খ. ফল + অক
গ. ফলা + অক ঘ. ফলা + ক

সঠিক উত্তর

পরিচ্ছেদ ১১ : ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ঘ

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

16.

Those who lead a (a) ___ (luxury) ___ life, are always (b) ___ (different) ___ to the miseries of the poor. They enjoy life in (c) ___ (amuse) ___ and (d) ___ (merry) ___. They are (e) ___ (centered) ___ people. They have little (f) ___ (realize) ___ of the (g) ___ (bounded) ___ sufferings of the poor. They remain indifferent to their (h) ___ (suffer) ___. They feel (i) ___ (comfort) ___ to work for their (j) ___ (better) ___. But if the (k) ___ (wealth) ___ people in society were (l) ___ (sympathy) ___ to the poor the society would assume a different (m) ___ (appear) ___. So, what is most needed is moral and philosophical (n) ___ (elevate) ___.

Answer
a. luxurious; b. indifferent; c. amusement; d. merriment; e. self-centered; f. realization; g. unbounded; h. sufferings; i. uncomfortable; j. betterment; k. wealthy; l. sympathetic; m. appearance; n. elevation.

17.

People are (a) ___ (general) ___ fond of glittering things. They are the (b) ___ (love) ___ of surface. They are concerned with the (c) ___ (out) ___ show of things and beings. They (d) ___ (hard) ___ bother about intrinsic value. Gold is a very (e) ___ (value) ___ thing. But there are (f) ___ (vary) ___ metals in nature that look like gold. They fade soon and become less (g) ___ (beauty). ___ So, the surface of anything should not be the key for its (h) ___ (measure) ___. In the same way in human society, there are many people who are (i) ___ (out) ___ beautiful but (j) ___ (internal) ___ very dishonest and (k) ___ (moral) ___ empty or depraved. We should be (l) ___ (prude) ___ while selecting friends. We all should be (m) ___ (care) ___ about this truth. Otherwise, we will have to be (n) ___ (repent) ___ in the long run.

Answer
a. generally; b. lovers; c. outward; d. hardly; e. valuable; f. various; g. beautiful; h. measurement; i. outwardly; j. internally; k. morally; l. prudent; m. careful; n. repentant.

18.

Flowers are the symbol of love and (a) ___ (pure) ___. They are (b) ___(know) ___ for their beauty and fragrance. Some flowers are (c) ___ (note) ___ for their fragrance and some are for their beauty. But the rose is favourite to us for its colour and beauty. Its mother place is the city of Paris. The (d) ___ (Japan) ___ are exceptionally famous for its (e) ___ (cultivate) ___. At present, most of the countries grow rose in plenty. It (f) ___ (general) ___ grows from June to November. Its scent makes us (g) ___ (cheer) ___. It makes people lively, lovely, (h) ___ (affection) ___ and so on. Flowers are used for (i) ___ (decorate) ___ purposes. Now, we see eye-catching (j) ___ (flower) ___ displays which are the (k) ___ (profess) ___ performance of a floral (l) ___ (design) ___. Now, there is great demand for flower at home and abroad. By (m) ___ (grow) ___ roses in plenty, we can export them and solve our (n) ___ (employ) ___ problem.

Answer
a. purity; b. known; c. noted/notable; d. Japanese; e. cultivation; f. generally; g. cheerful; h. affectionate; i. decorative; j. floral; k. professional; l. designer; m. growing; n. unemployment.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১৭. কীভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়?
ক. অভিশংসনের মাধ্যমে
খ. গণ-অভ্যুত্থানে
গ. নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়
ঘ. সামরিক অভ্যুত্থানে

১৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতটি রাজনৈতিক দল থাকে?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. একাধিক

১৯. যুক্তরাষ্ট্র কোন ধরনের রাষ্ট্র?
ক. গণতান্ত্রিক খ. একনায়কতান্ত্রিক
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

২০. কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত হয়?
ক. গণতান্ত্রিক খ. রাজতান্ত্রিক
গ. স্বৈরতান্ত্রিক ঘ. একনায়কতান্ত্রিক

২১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কীভাবে সব নাগরিক রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে?
ক. প্রশাসনের মাধ্যমে
খ. নির্বাচনের মাধ্যমে
গ. জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে
ঘ. রাজনীতির মাধ্যমে

২২. গণতন্ত্রে কারা শাসনকাজ পরিচালনা করেন?
ক. বিচার বিভাগ খ. সুশীল সমাজ
গ. জনগণ ঘ. সরকারি কর্মচারী

২৩. 'গণতন্ত্রের ভিত্তি' কী?
ক. জনমত ও সাধারণ নির্বাচন
খ. আমলাতন্ত্র
গ. সরকার
ঘ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

২৪. কোন শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন পরিচালনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়?
ক. একনায়কতন্ত্র খ. গণতন্ত্র
গ. সমাজতন্ত্র ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৫. 'গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র' কী?
ক. সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
খ. অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা
গ. কর্তব্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
ঘ. অধিকার, কর্তব্য ও সাম্য

২৬. গণতন্ত্রকে সফল করতে কী প্রয়োজন?
ক. একদলীয় ব্যবস্থা
খ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ. মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম
ঘ. দলীয় স্বার্থ

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. ক ২১. খ ২২. গ ২৩. ক ২৪. খ ২৫. ক ২৬. গ

আগামীকাল থাকবে

- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **নবম শ্রেণি** : ডিজিটাল প্রযুক্তি, গণিত
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **অষ্টম শ্রেণি** : গণিত
- **নোটিশ বোর্ড** : এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়, ২০২৫ সালের এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষার ফরম পূরণের তারিখ, বাউবিতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি

নোটিশ বোর্ড

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯টি ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স প্রোগ্রাম, ভর্তির সময় বৃদ্ধি

■ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের অধীনে ২৯টি ডিসিপ্লিনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা
১. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দেশি/বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩/৪/৫ বছরের স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে (যা ইউজিসির সমমানের ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে)।
২. প্রার্থীকে কমপক্ষে ১৬ বছর শিক্ষাকাল শেষ করতে হবে অথবা ৩ বছরের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীদের ক্ষেত্রে ১৫ বছর শিক্ষাকাল ও ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

স্কুলভিত্তিক ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট/যোগ্যতা
বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুল : ডিসিপ্লিন-স্থাপত্য, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.৫০/ ২য় শ্রেণি)।
জীববিজ্ঞান স্কুল : অ্যাগ্রোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি, ফার্মেসি, সয়েল ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.৫০/ ২য় শ্রেণি)।
ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুল : ব্যবসায় প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.৫০/ ২য় শ্রেণি)।
কলা ও মানবিক স্কুল : ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস ও সভ্যতা। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.২৫/ ২য় শ্রেণি)।
সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল : অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.৫০/ ২য় শ্রেণি)।
চারুকলা স্কুল : ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং, ভাস্কর্য। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.২৫/ ২য় শ্রেণি)।
আইন স্কুল : আইন। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.৫০/ ২য় শ্রেণি)।
শিক্ষা স্কুল : শিক্ষা। গ্রেড পয়েন্ট : সিজিপিএ/শ্রেণি (২.২৫/ ২য় শ্রেণি)।
আবেদনপত্র জমার বর্ধিত তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd

জগন্নাথের আলাদা পরীক্ষা | গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় থাকছে না জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা নিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করতে চায় তারা।

শাবিপ্রবিতে টংদোকানকেন্দ্রিক একটা আলাদা সংস্কৃতি আছে, যা প্রাণ পেয়েছে আবারও

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বদলে যাওয়া ক্যাম্পাসে স্বপ্ন নিয়ে নবীনেরা

নোমান মিয়া

ঈদুল আজহার ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময় শিক্ষার্থীরা ভাবতেও পারেননি, সশরীর আবার তাঁদের ক্লাস শুরু হতে হতে পাক্কা ১৪৬ দিন লেগে যাবে। প্রথমে শিক্ষকদের আন্দোলন, পরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে দীর্ঘ বন্ধের পর ক্যাম্পাস খুলেছে গত ২০ অক্টোবর। এরই মধ্যে বদলে গেছে অনেক কিছু। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রদবদল হয়েছে। পড়াশোনার পরিবেশ, ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা, শিক্ষার্থীদের বাক্‌স্বাধীনতা, জবাবদিহি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, নতুন অবকাঠামোসহ নানা বিষয়েই এখন সরব শিক্ষার্থীরা।

কেটেছে 'দাপটের সংস্কৃতি'

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলো ২৯ অক্টোবর। তাঁদের ভাষ্য, ক্যাম্পাসে ভয়ের রাজত্বের অবসান হয়েছে। প্রশাসনের 'একনায়কতান্ত্রিকতা'র কারণে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেই কোণঠাসা ছিলেন। কদিন আগেও দলীয় ও প্রশাসনিক লেজুড়বৃত্তির চর্চা এতটাই প্রকট ছিল যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামান্য 'রিঅ্যাকশন' বা মন্তব্যের জন্যও হেনস্তার শিকার হতেন শিক্ষার্থীরা। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা বলছেন তাঁরা।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জুনন সালেক বলেন, 'ক্যাম্পাস এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। আগে যেমন ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের দাপট থাকত সব সময়, এখন তা নেই।' পরীক্ষা থাকায় এখন আড্ডা, খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুব একটা চোখে পড়ছে না। তবে শিক্ষার্থীদের আশা নভেম্বর থেকে ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে উঠবে। বর্তমান প্রশাসনকে 'শিক্ষার্থীবান্ধব' উল্লেখ করে জুনন সালেক বলেন, 'এই চর্চা ধরে রাখতে হবে।'

বদলেছে হলের পরিবেশ

সফটওয়্যার প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ আনোয়ার বলেন, 'ছাত্রদের হলগুলো ঘুরে দেখছিলাম। দেখলাম সবাই-ই নিজের বিছানায় বা স্টাডি রুমে পড়ালেখায় ব্যস্ত। কেউ ল্যাপটপে মুখ গুঁজে আছে, কেউ খাতা-কলম নিয়ে। কয়েকজনকে দেখলাম গ্রুপ স্টাডি করছে। ১৭ জুলাইয়ের আগে এ রকম চোখে পড়ত না। পরীক্ষা শুরুর আগের দিনও ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হতো। কিছু বলার সুযোগ ছিল না। বললেই হলছাড়া হতে হতো।'

শিক্ষার্থীদের কয়েকজন জানালেন, বিভিন্ন সময়ে রাতভর দুই পক্ষের সংঘর্ষ আর অস্ত্রের মহড়ায় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। এই আতঙ্কে অনেক সময়ই নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়েছে। ছিল পরিচয় পর্বের নামে র‍্যাগিং, ক্যানটিনে 'ফাও খাওয়া', হলের মালামাল চুরি, গণরুমে গাদাগাদি, সিট দখল, দল বেঁধে ফেসবুকে পোস্ট কিংবা কমেন্টের ছড়াছড়ি। হল কর্তৃপক্ষও ছিল এসব ব্যাপারে উদাসীন। এখন পরিবেশ বদলাতে শুরু করেছে। ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো বজায় থাকুক, এমনটাই শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা।

ছাত্রদের হলে আসনবণ্টনের ক্ষেত্রে যে সংস্কার হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীরা খুশি বলে জানালেন শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী পলাশ বখতিয়ার। তিনি জানান, ৩ থেকে ৬ অক্টোবর আবাসিক ছাত্র হলগুলোয় নতুন নীতিমালার আলোকে মেধার ভিত্তিতে ও বিশেষ ব্যবস্থায় বৈধভাবে আসন বণ্টন করেছে হল কর্তৃপক্ষ। এতে হলগুলোয় প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে চলে আসা ছাত্রসংগঠনের আধিপত্যের অবসান হয়েছে। জানা গেছে, এই প্রথম নবীন শিক্ষার্থীদের বরাদ্দ দিতে ২০ শতাংশ আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে।

তৈরি হচ্ছে নতুন অবকাঠামো

হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ৩৫ শতাংশের আবাসনব্যবস্থা আছে। অনেকেই তাই ক্যাম্পাসের বাইরে বাসা ভাড়া করে, কিংবা মেসে থাকছেন। যে ছাত্রীরা 'সাবহলে' (আসন-সংকট থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একটি ভাড়া ভবনে ছাত্রীদের থাকার জায়গা) থাকেন, তাঁদেরও নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এসব সমস্যা নিরসনে ১ হাজার আসনের একটি ছাত্রহল নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আহমেদ মাহবুব ফেরদৌসী। তিনি বলেন, 'অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প-২-এর আওতায় আরও ১৬টি ভবন নির্মাণ হবে। এর মধ্যে আবাসিক হল, একাডেমিক ভবনও আছে। সেগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। শিগগিরই কাজ শুরু হবে।' ছাত্রীদের জন্যও ক্যাম্পাসে আবাসনের ব্যবস্থা হবে বলে তিনি জানান।

টংদোকানে আবার জমেছে আড্ডা

একসময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টংদোকানকেন্দ্রিক আড্ডার একটা আলাদা সংস্কৃতি ছিল। একজন দোকানি জানালেন, সাবেক উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদের নির্দেশে তাঁর দোকানের বেঞ্চগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়, যেন শিক্ষার্থীরা বসতে না পারেন।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা জানান, ২০২০ সালের সমাবর্তনের 'অজুহাতে' ক্যাম্পাস থেকে অনেকগুলো টংদোকান উচ্ছেদ করে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ। ২০২২ সালে সাবেক উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বিরোধী আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে উঠেছিল এসব টংদোকান। প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই টংদোকানের সামনে 'চাষাভুষার টং' লিখে রেখেছিলেন শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী কৌশিক মজুমদার বলেন, 'আমাদের টং সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা দরকার। এখানে পারস্পরিক মতবিনিময়, আলোচনা-বিতর্কের মধ্য দিয়েই নতুন নতুন ভাবনা উঠে আসে।'

সুখবর অব্যাহত

প্রোগ্রামিং চর্চার একটা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে শাবিপ্রবিতে। দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও এই চর্চায় ছেদ পড়েনি, বোঝা গেল সাম্প্রতিক এক প্রতিযোগিতার ফল দেখে। ১ নভেম্বর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিএসই ফেস্ট ২০২৪' এ ১১৩টি দলকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শাবিপ্রবির 'সাস্ট ফ্যানাটিকস'। প্রতিযোগিতায় মাত্র ৫ ঘণ্টায় ১২টি জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে প্রতিযোগীদের। জানা গেছে, শিগগিরই বিজয়ী দলগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সাস্ট ফ্যানাটিকসের সদস্যরা হলেন শাবিপ্রবির কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের নাজমুল হাসান, আলফেহ সানি ও সারওয়ার রিফাত। দলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন বিভাগের প্রভাষক এ কে এম ফখরুল হোসাইন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে দীর্ঘদিন পর। ছবি : আনিস মাহমুদ

তংসই খুমি। ছবি : সংগৃহীত

মায়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে

আজ রোববার থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের পাঠ কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা। অনেক স্বপ্ন নিয়ে শাবিপ্রবির প্রাঙ্গণে পা রাখবেন একদল নতুন মুখ। তাঁদের মধ্যে তংসই খুমির গল্পটা একটু অন্য রকম।

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম মংঞো পাড়ায় তংসই খুমির বাড়ি। খুমি সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম পা রেখেছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২৪ অক্টোবর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন তংসই।

অনেক বাধা পেরিয়ে, মায়ের চেষ্টায় উচ্চশিক্ষালয়ে পা রাখার সুযোগ হয়েছে, জানালেন তংসই। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর বাবা মারা যান। ধরেই নিয়েছিলেন, এরপর দুই বোনের পড়াশোনা আর হবে না। ৩০ অক্টোবর মুঠোফোনে তিনি বলেন, 'ভেবেছিলাম মেয়েদের বাদ দিয়ে মা হয়তো শুধু আমার ভাইদেরই পড়ালেখা করাবেন। কিন্তু না, মা আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। মায়ের চেষ্টা না থাকলে এখানে আসতে পারতাম না।' তংসই খুমির মা লিংসাই খুমি বলেন, 'ছেলেমেয়েরা যেন ভবিষ্যতে দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে, সেই চেষ্টাই করব।'

ক্লাবকথন

বিইউপি ফিল্ম ক্লাব

যে ক্লাব সিনেমাপ্রেমীদের

আনিকা তায়্যিবা

ক্যামেরা যিনি চালাচ্ছেন, তিনি হয়তো অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন। পরিচালক ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্র। অন্যদিকে ক্যামেরার সামনে যিনি অভিনয় করছেন, তাঁর পড়ার বিষয় হয়তো প্রকৌশল। এমন বিচিত্র সব বিষয়ের সম্মিলন আপনি যেকোনো শুটিং সেটে গেলেই পাবেন।

চলচ্চিত্র নিয়ে পড়ার এন্তার সুযোগ এখন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটি এমন এক শিল্প, যে শিল্পের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার তেমন কোনো সংযোগ নেই। তাই তো বিইউপি ফিল্ম ক্লাবও নানা বিভাগের সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের একদল শিক্ষার্থী ক্লাবটি গড়েছিলেন ২০১৯ সালের ৫ এপ্রিল। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলা এই ক্লাব গত পাঁচ বছরে আয়োজন করেছে বহু সেমিনার, কর্মশালা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর। বর্তমানে সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা প্রায় ১২০ জন।

বিইউপি ফিল্ম ক্লাবের সহ-মডারেটর প্রভাষক নুসরাত জাহান বলেন, 'সিনেমা কেবল বিনোদন নয়, এটি আমাদের শিক্ষা, সামাজিক বার্তা ও জীবনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা। তাই সিনেমার জ্ঞানকে সহজভাবে বোঝা ও পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যেই কাজ করে বিইউপি ফিল্ম ক্লাব। বছরজুড়ে সদস্যরা ছোটখাটো বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে ক্লাবকে মুখর করে রাখেন। এ ছাড়া এসব আয়োজনকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের পদচারণ ক্লাবের সদস্যদের বিনোদন অঙ্গনে কাজ করার পথ সহজ করে দেয়।'

এমন উচ্ছ্বাস নিয়েই ক্যাম্পাসে নানা আয়োজন করে বিইউপি ফিল্ম ক্লাব। ছবি : সংগৃহীত

বিইউপি ফিল্ম ক্লাবের সবচেয়ে বড় আয়োজন 'বিইউপি ফিল্ম ফেস্ট'। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেমাপ্রেমী শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা হয়ে ওঠে দুই দিন ধরে চলা এই আয়োজন। উৎসবের প্রতিযোগিতা অংশে থাকে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি, চিত্রনাট্য লেখা, সিনেমাবিষয়ক কুইজ, পোস্টার ডিজাইন ও কসপ্লে। সিনেমা অনুরাগীরা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি তৈরি করে উৎসবে হাজির হন; সঙ্গে থাকে ক্লাবের নিজস্ব পরিচালনার চলচ্চিত্র। এখন পর্যন্ত বিইউপি ফিল্ম ক্লাবের পরিচালনায় দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য নির্মিত হয়েছে—*মুদ্রাকথন* ও *ভূ*।

প্রতিবছর ফিল্ম ফেস্টকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র অঙ্গনের জনপ্রিয় নানা মানুষের পা পড়ে বিইউপি প্রাঙ্গণে। ইতিমধ্যেই যেমন এসেছেন পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিম, মেসবাউর রহমান সুমন, দীপঙ্কর দীপন, অভিনয়শিল্পী নাসির উদ্দিন খান, সিয়াম আহমেদ, নাজিফা তুষিসহ অনেকেই।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এস কে আদীব বলেন, 'বিইউপি ফিল্ম ক্লাব সব সময় দেশীয় সংস্কৃতি ও সিনেমা প্রচারের চেষ্টা করে, যাতে বর্তমান প্রজন্ম বাংলা সিনেমাবিমুখ না হয়ে বরং দেশি সিনেমার প্রতি আগ্রহী হয়। কেবল বিনোদন অঙ্গনেই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়ও আমরা কাজ করি। এ বছরও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা ক্লাব থেকে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।'

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ব্লকচেইন একাডেমি

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে চালু হতে যাচ্ছে 'ব্লকচেইন একাডেমি'। এরই মধ্যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও তুরস্কের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান নাইজেলা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে ব্লকচেইন প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মিবাহিনী তৈরি করা হবে, যার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো কৃষি এবং আর্থিক খাতের উন্নয়ন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মেরুল বাড্ডা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার ও নাইজেলা ওয়ার্ল্ডের গ্রুপ চেয়ারম্যান ফাতিহ ইকে। এই একাডেমির মাধ্যমে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্লকচেইন প্রযুক্তির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অভিজ্ঞতা

চা-বাগান যখন আমার 'ক্লাসরুম'

ইমরান হাসান,
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ বর্ষের ফলিত নৃবিজ্ঞান কোর্সের অংশ হিসেবে তিন দিনের একটি সংক্ষিপ্ত মাঠ কার্যক্রমে আমরা গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গলের মাধবপুর ন্যাশনাল টি এস্টেটে। ১৭-১৯ অক্টোবর সেখানে ছিলাম। সঙ্গে ছিলেন বিভাগের চার শিক্ষক—অধ্যাপক আইনুন নাহার ও মাহমুদুল সুমন এবং সহকারী অধ্যাপক মোসাব্বের হোসেন ও আকলিমা আক্তার। একে তো বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের শেষ মাঠ কার্যক্রম, তার ওপর আবার বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এর আগে কখনো চা-বাগানে যাননি। তাই সবার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ কাজ করছিল।

কাজের সুবিধার জন্য আমাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেওয়া হলো। একেক দলে সাতজন। প্রতিটি দল চা-বাগান এবং চা-শ্রমিকদের আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে কাজ করেছে।

মাধবপুর ন্যাশনাল টি এস্টেট বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো চা-বাগান, যার জন্ম ১৮৯৪ সালে। আয়তন প্রায় ১২৫০ একর। এক হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ১২টি চা-বাগানের একটি মাধবপুর ন্যাশনাল টি এস্টেট।

ফিরতি পথে আমাদের চোখে ভাসতে থাকে কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ, হাড় জিরজিরে শরীর, হাত দিয়ে ডলে ভর্তা করতে থাকা চা-পাতা।

চা-শ্রমিকদের জীবন কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা ছিল অন্য রকম। ছবি : সংগৃহীত

নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে চা-বাগানের ইতিহাস আমাদের অজানা না। তফাত হলো, এত দিন আমরা এই ইতিহাস বইয়ের পাতায়-পর্দায় চোখ রেখে জেনেছি আর এবার স্বচক্ষে, সশরীরে দেখার সুযোগ হলো।

চা-বাগান দেখতে যতটা সুন্দর, চা-শ্রমিকদের জীবন ততটাই করুণ, দুর্বিষহ এবং অমানবিক। দিনভর ২৩ কেজি পাতা তুলে ১৭৮ টাকা বেতন—এই অন্যায় মজুরি পৃথিবীর আর কোথাও দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই। সেটাও যদি ছয় সপ্তাহ ধরে বন্ধ থাকে, শ্রমিকদের বেঁচে থাকার উপায় কী হবে? প্রশ্নের উত্তর ভেবে পাইনি। চা-বাগানে ঢুকলেই দেখা যায়, প্রচুর মানুষের মল। এগুলো আসলে শ্রমিকদেরই ত্যাগ করা মল। কারণ, পুরো চা-বাগানে শ্রমিকদের জন্য কোনো টয়লেট নেই। টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন পড়লে চা-বাগানের কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে যেতে হয় কলোনিতে। এর চেয়ে বাগানের কোনো আড়ালে মলত্যাগ করে ফেলাই সহজ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চা-পাতার ভর্তা নিয়ে ইদানীং বেশ 'রোমান্টিকতা' হয়। নিজের চোখে যখন দেখলাম, ঠিকমতো খেতে না পারা অস্থিসার মানুষ কোনো খাবারের সংস্থান করতে না পেরে বাধ্য হয়ে চায়ের পাতার ভর্তা করে ভাত বা রুটি দিয়ে খায়, তখন শহুরে মানুষের এই চা-পাতা ভর্তা নিয়ে আদিখ্যেতাকে মনে হয় নিষ্ঠুর মশকরা। এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, মাধবপুর চা-বাগানের বেশির ভাগ শ্রমিকেরই মাতৃভাষা ভোজপুরি।

নানা অন্যায়, অবিচারের কথা জানার পরও শ্রমিকদের প্রতি সমব্যথী হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। মাঠ কার্যক্রম চলাকালে আমাদের অনেকে শ্রমিকদের সঙ্গে ছবি তোলেন, কেউ কেউ কথা বলতে বলতে চা-পাতা তোলায় সাহায্য করেন, কেউ আবার শ্রমিকদের সঙ্গে চা-পাতার ভর্তা খেয়েও দেখেন। এ সবই অভিজ্ঞতা হিসেবে আমাদের জন্য নতুন ছিল।

ফলিত নৃবিজ্ঞানে নৃবিজ্ঞানীদের কাজ হলো কোনো সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেটার সমাধানের নীতি নির্ধারণী উপায় খোঁজা। ফলে—স্বভাবতই এই সংকটের সমাধান কী হতে পারে—সেই চিন্তা আমাদের মাথায় ঘুরছিল। আমার নিজের বোঝাপড়া থেকে মনে হয়, এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন না। প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ও চা-বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ চায় কি না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো বিস্তর গবেষণা। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে, চা-শ্রমিকদের সংকটের স্বরূপ বুঝতে ও যথাযথ সমাধান পথ খুঁজতে গবেষণা খুব দরকার।

এসব ভাবতে ভাবতেই মাঠ কার্যক্রমের নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে আসে। এক অদ্ভুত বিষাদ আমাকে আর আমার সহপাঠীদের অনেককেই আক্রান্ত করে। ফিরতি পথে আমাদের চোখে ভাসতে থাকে কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ, হাড় জিরজিরে শরীর, হাত দিয়ে ডলে ভর্তা করতে থাকা চা-পাতা।

কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম জাইমুন ইসলাম

পড়াশোনা একটা অভ্যাসের বিষয়

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো গত ২৯ অক্টোবর। প্রথম হয়েছেন ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পেরোনো **জাইমুন ইসলাম**। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬.৫০ পেয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তানভীর রহমান

পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০ জুলাই। সেই পরীক্ষা হলো ২৫ অক্টোবর। এরপর ফল হাতে পেলেন। এত দীর্ঘ অপেক্ষার পর সাফল্য পেতে কেমন লাগে?

ভালো প্রস্তুতি ছিল। ভালো করব—এটা জানতাম। পরীক্ষা দেওয়ার পর বুঝতে পারি, ফলটাও ভালো হবে। তাই বলে প্রথম হয়ে যাব, বুঝতে পারিনি। প্রথম হয়ে যতটা না আনন্দিত হয়েছি, তার চেয়ে বেশি ভালো লেগেছে পরিবারের সদস্যদের খুশি দেখে।

প্রথম হওয়াটা তো নিশ্চয় সহজ নয়। কীভাবে সম্ভব হলো?

প্রথম হওয়ার ক্ষেত্রে একক কৃতিত্ব দিতে হলে আমার দাদাকে দিতে হবে। তিনি ময়মনসিংহের ফুলপুরের একজন ব্যবসায়ী। ২০১৮ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর আমার ও আমার পরিবারের খরচ থেকে শুরু করে সব দেখভাল তিনিই করেন। স্কুল-কলেজে ভালো ছাত্র ছিলাম। সবার প্রত্যাশাও তাই বেশি ছিল। উচ্চমাধ্যমিকে দেখা গেল, কাঙ্ক্ষিত 'গোল্ডেন এ প্লাস' আসেনি। সবার মন খারাপ দেখে একটু হতাশই হয়েছিলাম। যার সরাসরি প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার ওপরও পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাইনি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পেছনের দিকে ছিলাম। জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় মেধাক্রম এল ২৭০০। দাদা তখনো ভালো-মন্দ কিছু বলেননি। এদিকে আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম—তিনি আমাদের জন্য এত কিছু করছেন অথচ আমি একটা ন্যূনতম ভালো ফল করে তাঁকে দেখাতে পারছি না। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল খুব। সেটাই ছিল আমার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা—আমাকে ভালো কিছু করতেই হতো।

কোনো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল?

মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজিতে 'এ মাইনাস' আসায়, সেই পথে এগোইনি। ভেবেছিলাম, পরীক্ষাই দিতে পারব না। পরে প্রকৌশল গুচ্ছতে পরীক্ষা দিতে পারলেও ভালো কিছু হয়নি।

প্রস্তুতি কীভাবে নিয়েছিলেন?

কৃষি গুচ্ছের পরীক্ষার আগে নিয়মিত পড়াশোনা করছিলাম। যখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হলো, তখন পড়াশোনায় একটা ছেদ পড়েছিল। এরপর আবার শুরু করলাম। ব্যাপকভাবে না হলেও নিয়মিত পড়তাম। একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিলাম। যেখানে তারিখের নিচে, পরীক্ষার কত দিন বাকি লেখা ছিল। ক্যালেন্ডার দেখে ৩৪ দিন আগে থেকে কঠোর পরিশ্রম করা শুরু করি। এটাই আমার মূল প্রস্তুতি ছিল। মেসে থাকতাম। ওই সময় এমন ছিল—মেসে বিরিয়ানি রান্না হলেও খেতাম না। কারণ, অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাবার খেয়ে যদি অসুস্থ হয়ে যাই, একটা দিন নষ্ট।

প্রস্তুতির সময়ে কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেটা সব সময় মনে থাকবে?

কয়েকটা ভর্তি পরীক্ষায় যখন খারাপ করলাম, এলাকার সবাই বলা শুরু করল, 'ছেলে পড়ালেখা করেনি, কী করছে, কে জানে!' আমার আম্মু ফোন করে বলল, 'বাবা, ওরা বলছে তুমি নাকি পড়ালেখা করনি।' অথচ আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতে সুযোগ পেয়েছি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় পেয়েছি। যদিও এই ফলগুলো প্রত্যাশার চেয়ে কম। তখন চারপাশ থেকে চাপ আসছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রতি মাসেই আমাকে বাড়িতে যেতে হতো বাজার করার জন্য। ভর্তি পরীক্ষার সেই সময় বাড়িতে গেলে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে চলতাম। কার সামনে পড়ি, কে কী বলে বসে!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বা শাবিপ্রবিতে ভর্তি হলেন না কেন?

ফলিত গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান ঠিক টানছিল না। তাই কৃষি গুচ্ছতে পরীক্ষা দেওয়া। এখন সুযোগ যেহেতু পেয়েছি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই কৃষি নিয়ে পড়ব। ইচ্ছা আছে, কৃষি গবেষণায় অবদান রাখার।

ছোটরা যারা সামনে ভর্তি পরীক্ষা দেবে, তাদের প্রতি আপনার বার্তা কী থাকবে?

ভালো করার কোনো শর্টকাট উপায় নেই। অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। মন থেকে চাইতে হবে। যারা হতাশ হয়ে পড়ে, তাদের উদ্দেশে বলব—হতাশা কখনো ভালো কিছু আনবে না। কখনোই না। হতাশা থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে। আমারও মাঝেমধ্যে পড়তে বসতে ভালো লাগত না। পড়াশোনা করতে মন চাইত না। এটা মূলত নির্ভর করে অভ্যাসের ওপর। কিছুদিন যদি নিজের সঙ্গে একটু যুদ্ধ করে পড়ার টেবিলে বসা যায়, তখন পড়াশোনাও একটা অভ্যাসের মধ্যে এসে যায়। সুতরাং যারা ভালো করতে চাইছে, তাদেরকে প্রথম প্রথম নিজের সঙ্গে একটু যুদ্ধ করতে হবে। তাহলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

জাইমুন ইসলাম

অনুপ্রেরণা

চেষ্টা করার পুরস্কারও আপনাকে দিতে হবে

কদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির অতিথি হয়েছিলেন গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা **সুন্দর পিচাই**। সেখানে তিনি বক্তৃতার পাশ পাশি দিয়েছেন নানা প্রশ্নের উত্তরও। পড়ুন নির্বাচিত অংশ

ভারত থেকে যখন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসি, পিটসবার্গ ছিল আমার প্রথম ঠিকানা। চাচা-চাচি এখানেই থাকেন। আমার চাচা কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটিতে (সিএমইউ) কাজ করছেন প্রায় ৩০ বছর হলো। তাঁর সঙ্গেই প্রথম এই ক্যাম্পাসে আসা। মনে আছে, আমরা ক্যানটিনে বসেছিলাম। জীবনের প্রথম লাসানিয়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল সেদিন। এত দিন পর এখানে এসে বেশ ভালো লাগছে। আজ তোমাদের সঙ্গে কথা বলব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে।

ক্লাসরুমে এআই

কিছুদিন আগেই আমরা একটা বিশেষ প্রকল্প চালু করেছি। কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী—তাদের কথা ভেবে প্রকল্পটা সাজানো। শিক্ষার্থী-শিক্ষক, সবাই এখন ভাবছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে পাঠ্যক্রমের অংশ করা যায়, কীভাবে ক্লাসরুমে প্রয়োগ করা যায়। তাই আমরা আড়াই কোটি ডলারের একটা অনুদানের ঘোষণা দিয়েছি। এর মাধ্যমে অন্তত পাঁচ লাখ শিক্ষার্থীকে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানাতে চাই। তারা যদি এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারে, সেটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বড় ভূমিকা রাখবে।

গুগলে কাজ করার রোমাঞ্চ

গুগলের কাজ কেন আমাকে রোমাঞ্চিত করে? কারণ একজন মানুষ—হোক সে কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কিংবা ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন ছাত্র—তার কাছে যদি কম্পিউটার আর ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, দুজনের কাছেই আমি একই তথ্য পৌঁছে দিতে পারব। এর শক্তি যে কতখানি, সেটা পরিমাপ করা খুব কঠিন। সবার কাছে সমান সুযোগ পৌঁছে দেয় প্রযুক্তি। যে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি, তাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। এই প্রযুক্তি কীভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই রোমাঞ্চও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

কার্বনমুক্ত পৃথিবীর খোঁজে

গুগল খুব অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি, যারা ২০০৭ সাল থেকেই নিজেদের কার্যক্রমে কার্বন নিঃসরণ কমাতে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নিয়ে আসতে চাই। এই সিদ্ধান্ত আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের আগেই নিয়েছিলাম। এখন কাজ এগোচ্ছে আরও দ্রুত। এখন আমরা এক গিগাওয়াটের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টার নিয়ে ভাবছি, দুই বছর আগেও কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না। আমাদের সব কাজেই জ্বালানি প্রয়োজন। তাই শিগগিরই হয়তো কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভব। সে জন্য বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমাদের তো বিকল্প জ্বালানির উৎস খুঁজতে হবে। তবে এটুকু বলতে পারি, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমাদের অধিকাংশ ডেটা সেন্টার শতকরা ৯০ ভাগ কার্বনমুক্ত।

ব্যর্থতা কেন দরকার

আপনি যদি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন, আপনার যাত্রায় ব্যর্থতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গুগলে তিনটি বিষয় আমরা সব সময় মাথায় রাখি। প্রথমত, এমন সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হাতে নিতে হবে, যা আগে কেউ করেনি। এর সুবিধা হলো—এতে প্রতিযোগিতায় পড়তে হয় কম। দ্বিতীয়ত, আমাদের কাজ যেন পৃথিবীর সেরা মানুষদের আকৃষ্ট করে। যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। তৃতীয়ত, যা তৈরি করতে চেয়েছিলাম, তাতে যদি শেষমেশ আমরা ব্যর্থও হই তবু এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যা যা পেয়েছি, তা যেন অমূল্য হয়। এই মানসিকতা আমরা সব সময় রাখতে চেষ্টা করি।

আপনি যদি সব সময় ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে থাকেন, তাহলে তো সবাই সহজ-সহজ লক্ষ্য ঠিক করতে চাইবে। যেন অন্তত ব্যর্থ হওয়ার দায় কাঁধে নিতে না হয়। অতএব চেষ্টা করার পুরস্কারও আপনাকে দিতে হবে। লোকে নতুন উদ্যোগ নিক, ঝুঁকি নিক, তাঁকে স্বাগত জানাতে হবে। এই সংস্কৃতি তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনটা এতই দ্রুত হচ্ছে যে আমরা প্রস্তুত হওয়ারও সময় পাচ্ছি না। আজকেই কিছুক্ষণ আগে গ্রুপ ফটো তোলার সময় যখন একটা রোবটকে ডেকে নিচ্ছিলাম এবং চাইছিলাম সে যেন ক্যামেরার দিকে তাকায়, তখনো কিন্তু এর প্রমাণ পেলাম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা ব্যবহার করব, তবে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের আসলে 'পরে ব্যাপারটা সামাল দেব' ভেবে অপেক্ষা করার সময় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, প্রতিষ্ঠান, সবারই এ নিয়ে ভাবা উচিত। স্বাস্থ্যসেবার কথাই ধরুন। এর নিজস্ব কিছু বিধান আছে। এসব বিধান টপকে আপনি কাজগুলো এআই-এর হাতে তুলে দিতে পারেন না।

অনেকে প্রশ্ন করে, এআই কি নবীন প্রোগ্রামারদের চাকরি খেয়ে নেবে? আমি মনে করি, তা নয়। এআই বরং প্রোগ্রামারদের কাজে সাহায্য করবে। যেন ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে থাকতে না হয়। সে যেন আরও বড় বড় কাজে মনোনিবেশ করতে পারে। প্রোগ্রামিং যেন আরও সৃজনশীল একটা খাত হয়ে ওঠে।

দাবার কথাই ধরুন। এআই পৃথিবীর যেকোনো মানুষের চেয়ে ভালো দাবা খেলে। কিন্তু তাই বলে কি দাবা খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে? বরং ইতিহাসের এই সময়ে দাঁড়িয়েই সবচেয়ে বেশি মানুষ দাবা খেলেন।

অনুবাদ : **মো. সাইফুল্লাহ**

কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনগুলো ঘুরে দেখেছেন সুন্দর পিচাই

প্রস্তুতি

মেডিকেল ফিজিসিস্ট হতে চান?

মো. জোবায়রুল ইসলাম

মেডিকেল ফিজিকস বা চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞানকে বলা যায় পদার্থবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। এই শাখার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রোগনির্ণয়, প্রতিরোধ ও চিকিৎসাপ্রক্রিয়ায় পদার্থবিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

একটি জরিপ অনুযায়ী, ক্যানসার চিকিৎসার ৬০-৭০ শতাংশ রোগী কোনো না কোনো পর্যায়ে রেডিওথেরাপির আওতায় আসেন। রেডিওথেরাপি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বাস্তবায়নের জন্য রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও রেডিওথেরাপি টেকনোলজিস্ট—একটি দল হিসেবে কাজ করেন। এখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত। মেডিকেল ফিজিসিস্টরা ক্যানসার চিকিৎসার এই জটিল প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কার্যকর করার পেছনে বড় ভূমিকা রাখেন।

আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিকস সংস্থা (আইওএমপি) প্রতিবছর ৭ নভেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিকস দিবস (আইডিএমপি) হিসেবে পালন করে। বিখ্যাত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মারি কুরির জন্মদিন ৭ নভেম্বর, তাই এই দিন বেছে নেওয়া।

মেডিকেল ফিজিকসে ক্যারিয়ার

মেডিকেল ফিজিসিস্ট হিসেবে কাজ করতে চাইলে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা জরুরি। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, মেডিকেল ফিজিকসে দুই বছরের মাস্টার ডিগ্রি করে এ পেশায় প্রবেশ করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মেডিকেল ফিজিকসে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু হয়েছে, যা তরুণদের জন্য একটি বড় সুযোগ। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার বিভিন্ন উন্নত দেশে বৃত্তির সহায়তায় পিএইচডি বা পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভের সুযোগ আছে।

কাজের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব

রেডিয়েশন থেরাপি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ও ডায়াগনোস্টিক রেডিওলজি—এই তিন বিভাগে মেডিকেল ফিজিসিস্টদের বড় ভূমিকা আছে। রেডিয়েশন থেরাপি বিভাগে তাঁরা বিভিন্ন যন্ত্র নির্বাচন, বিকিরণ উৎসের সঠিক ব্যবহার, মাননিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা কর্মসূচিতে যুক্ত থাকেন। পাশাপাশি তাঁরা ব্র্যাকিথেরাপির সময় বিকিরণ উৎসের সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ এবং রেডিয়েশন অনকোলজিস্টদের পরামর্শে রেডিওথেরাপি রোগীদের সঠিক চিকিৎসাপরিকল্পনা তৈরি করেন।

সাধারণভাবে, মেডিকেল ফিজিসিস্টরা ইমেজিং, বিকিরণ চিকিৎসা ও বিকিরণ সুরক্ষার সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিক দেখভাল করেন। বিশ্বজুড়ে ক্যানসার চিকিৎসার চাহিদা ও জটিলতা বাড়ার কারণে দক্ষ মেডিকেল ফিজিসিস্টের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। আমাদের দেশেও এখন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সব ধরনের উন্নত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক চিকিৎসক, দক্ষ মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও মানসম্মত হাসপাতাল। তাই ক্যানসার চিকিৎসায় মেডিকেল ফিজিসিস্টদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো খুব প্রয়োজন, যেন এ পেশার প্রতি তরুণেরা আরও বেশি করে আগ্রহী হন। তাহলে দেশেই আমরা আরও উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা পাব।

লেখক : মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও রেডিয়েশন কন্ট্রোল অফিসার, ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার; সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মেডিকেল ফিজিকস সোসাইটি (বিএমপিএস)

এমআরসিপি পরীক্ষার সব ধাপ এখন বাংলাদেশ থেকেই দেওয়া যাচ্ছে

রাফিয়া আলম

এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর দেশ-বিদেশে বহু বিষয় নিয়েই পড়ার সুযোগ থাকে। যেমন যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের মতো অভিজাত প্রতিষ্ঠানের 'মেম্বারশিপ' পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন একজন চিকিৎসক, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এমআরসিপি। গত অক্টোবর মাসের আগপর্যন্ত এই পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের লিখিত পরীক্ষায় বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও তৃতীয় ধাপ, অর্থাৎ 'ক্লিনিক্যাল' অংশের পরীক্ষা (পেইসেস) দিতে সবাইকেই ছুটতে হতো ভিনদেশে।

এই শেষ পরীক্ষার 'আসন' পাওয়াটাই কঠিন। কারণ, বিশ্বজুড়েই এই পরীক্ষা দিতে উদ্‌গ্রীব বহু চিকিৎসক। 'আসন' পাওয়ার পরও অনেক ঝামেলা। ভিসার আনুষ্ঠানিকতা, ভিনদেশে থাকার ব্যবস্থা, খাবারদাবার এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া—সব মিলিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়াটাই এক বড় পরীক্ষা!

অবশেষে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর অক্টোবরে ঢাকায়ও শুরু হলো পেইসেস পরীক্ষা। বাংলাদেশে পেইসেস, যুক্তরাজ্যের ফেডারেশন লিড অধ্যাপক ডা. কাজী তারিকুল ইসলাম বলছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই পথটুকু সহজ এবং সুন্দর করে তোলার প্রয়াসের কথা। ২০১৮ সাল থেকে তিনি রয়্যাল কলেজ অব এডিনবার্গের ওভারসিজ রিজিওনাল অ্যাডভাইজর। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কষ্টটা সব সময় উপলব্ধি করেছেন।

অক্টোবরে ঢাকায় সুযোগ পেয়েছেন ৪৫ পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ডা. আফরিনা রহমান এবং ডা. আলিফ লায়লার এর আগে পুনেতে পেইসেস পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুজনেই জানালেন, পুনেতে পরীক্ষার সময় দোভাষী না থাকায় রোগীদের নির্দেশনা বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে সময়ের মধ্যে নিজেদের কাজগুলো সম্পন্ন করতে মুশকিলে পড়েছিলেন তাঁরা। ফলে পরীক্ষার ফলও সেবার আশানুরূপ হয়নি। অন্যদিকে ডা. আফরিনাকে তাঁর ছোট্ট সন্তানদের রেখে দেশের বাইরে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার বাড়তি ঝক্কিও সামলাতে হয়েছে। ঢাকায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে দুজনই এবার অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন।

২০১৭ সালে এডিনবার্গে পেইসেস পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সাইফ হোসেন খান, 'ভিনদেশে পরীক্ষা দিতে যাওয়াটাই অন্য রকম ব্যাপার। অচেনা পরিবেশে নানা ঝক্কিঝামেলা সামলে পরীক্ষায় নিজের সেরাটা দেওয়া এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।'

২০২৩ সালে বেঙ্গালুরুতে পেইসেস পরীক্ষা দিতে গিয়ে সরাসরি ফ্লাইট না থাকার ঝক্কিতে পড়ে নিজের স্টেথোস্কোপখানাই হারিয়ে ফেলেছিলেন ডা. এস এম সারোয়ার হোসেন। স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের নিউরোমেডিসিন বিভাগের এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মনে করেন, এখন পরীক্ষার আগে অনাকাঙ্ক্ষিত মানসিক চাপের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বেঁচে যাবেন বহু শিক্ষার্থী।

এখন আর এমআরসিপির পরীক্ষা দিতে ভিনদেশে ছুটতে হবে না। ছবি : প্রথম আলো/এআই

রিজার্ভ কিছুটা বেড়েছে | বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ অক্টোবর মাসের শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৪৪ কোটি ডলার। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেসরকারি ব্যাংকে ছাঁটাই আতঙ্ক শুরু হয়েছে

নতুন পর্ষদের সিদ্ধান্ত

এসআইবিএল এস আলম গ্রুপের নিয়োগ দেওয়া ৫৭৯ কর্মকর্তাকে বাদ দিয়েছে। ইউসিবিও শতাধিক কর্মকর্তাকে ছাঁটাইয়ের তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বেসরকারি ব্যাংকগুলোয় ছাঁটাই-আতঙ্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন হওয়া ব্যাংকগুলোয় এই আতঙ্ক বেশি। ইতিমধ্যে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকার সময়ে নিয়োগ দেওয়া ৫৭৯ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকও (ইউসিবি) শতাধিক কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়ার তালিকা চূড়ান্ত করেছে। এর মধ্যে অনেকের বাড়ি শুধু চট্টগ্রামে হওয়ার কারণে তাঁদের নাম ছাঁটাইয়ের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। ব্যাংকটির প্রায় ৪০ কর্মকর্তা ইতিমধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, কমার্স, গ্লোবাল ইসলামী, ইউনিয়ন ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি ব্যাংকও এখন কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এক প্রজ্ঞাপনে নির্দেশনা দেয়, লক্ষ্য অর্জন না করার অজুহাত তুলে ব্যাংকারদের চাকরিচ্যুত করা যাবে না। ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, শুধু নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে না পারা বা অদক্ষতার অজুহাতে ব্যাংক-কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণিত কোনো অভিযোগ না থাকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা বা পদত্যাগে বাধ্য করা যাবে না।

এ নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কর্মকর্তাদের ইচ্ছেমতো চাকরিচ্যুত করা যাবে না বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে, তা এখনো বহাল আছে। তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাচের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যদি অনিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তবে বেছে বেছে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।'

জানা গেছে, সম্প্রতি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের এক পর্ষদ সভায় ৫৭৯ জন কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। তাঁদের প্রত্যেককে গত বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে চাকরিচ্যুতির কথা জানায় ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগ। এই কর্মকর্তাদের অধিকাংশের বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়ায়। অভিযোগ আছে, পরীক্ষা ছাড়াই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। নিয়োগপ্রক্রিয়া আইনসম্মত ছিল না। বর্তমানে ব্যাংকটির ৪ হাজার ৭০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে প্রায় ২ হাজার জনই চট্টগ্রামের। ২০২৪ সালে ৫৭৯ কর্মকর্তাকে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব নিয়োগে কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা, সার্টিফিকেট যাচাই-বাছাই করা হয়নি।

এদিকে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) শীর্ষ পর্যায়ের ৪০ কর্মকর্তাকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের জন্য গত সপ্তাহে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকেই বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক; অন্যরা প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে আছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। ব্যাংকটি সব মিলিয়ে ১০০ কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়ার তালিকাভুক্ত করেছে। এই ঘটনায় ব্যাংকটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছাঁটাই-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পদত্যাগের নির্দেশ পাওয়া দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*র কাছে দাবি করেন, শুধু চট্টগ্রামে বাড়ি হওয়ার কারণে তাঁদের পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মে তাঁদের সম্পৃক্ততা নেই। যেসব বিভাগে অনিয়ম হয়েছে, সেখানে তাঁরা কখনো কাজ করেননি। এদিকে তালিকার অনেকেই অনিয়ম হওয়া বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বলে জানা গেছে।

ব্যাংকটির পুনর্গঠিত পরিচালনা পর্ষদ অনেক কর্মকর্তাকে পদত্যাগ করতে বলেছে। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছে, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে চাকরিচ্যুত করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান শরীফ জহির ও এমডি মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সংক্ষেপে

তিমুর-লেস্তের অনারারি কনসাল কুতুবউদ্দিন

কুতুবউদ্দিন আহমেদ

শেলটেক্ গ্রুপ ও এনভয় টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশে তিমুর-লেস্তের অনারারি কনসাল নিযুক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে তিমুর-লেস্তের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেনডিটো দস সান্তোস ফ্রেইতাস বলেন, 'কুতুবউদ্দিন আহমেদের দায়িত্ব হবে ঢাকায় তিমুর-লেস্তের ও তার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।' কুতুবউদ্দিন আহমেদ ২০২০ সালে স্প্যানিশ রয়্যাল অর্ডার অব মেরিটের নাইট অফিসার খেতাব পান। তিনি বিজিএমইএ ও এমসিসিআইর সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব। ২০০২ সালে তিনি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পান এবং ২০১৬ সালে ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃক 'সেরা ব্যবসায়িক ব্যক্তি' হিসেবে সম্মানিত হন। তিনি বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বস্ত্র, রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণশিল্প, সিরামিক, ব্যবসায়ে জড়িত রয়েছেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সিলেট অঞ্চলে এখনো নৌপথে যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। সে জন্য এই জেলার হাটগুলোয় বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌকায় করে পশু নিয়ে আসেন ব্যবসায়ীরা। গত শুক্রবার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার খানা বাজার এলাকায়। ছবি : আনিস মাহমুদ

জনমত ছাড়া প্রকল্প নেওয়া যাবে না

উন্নয়ন প্রকল্প

এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি করে তা ওয়েবসাইটে দিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে।

- প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
- জনগণের মতামত পর্যালোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাব পাঠাতে হবে।
- আগে নেওয়া অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

জনগণের মতামত না নিয়ে আর কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া যাবে না। এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি করে তা ওয়েবসাইটে দিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে। এরপর জনগণের মতামত পর্যালোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাব পাঠাতে হবে পরিকল্পনা কমিশনে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এমন আদেশ জারি করে গত বুধবার সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের দিয়েছে। এই আদেশের অর্থ হলো, কোনো প্রকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে যদি জনগণ নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহলে সেটি অনুমোদন করবে না পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

এত দিন যেকোনো মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠাত। তখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ওই প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করত। ব্যয় ৫০ কোটি টাকার কম হলে পরিকল্পনামন্ত্রী নিজেই প্রকল্প পাস করতেন। আর খরচ ৫০ কোটি টাকার বেশি হলে তা প্রধানমন্ত্রীর (বর্তমানে এ দায়িত্বে আছেন প্রধান উপদেষ্টা) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় পাস করা হতো।

জনগণকে যা জানাতে হবে

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করার পর বেশ কিছু বিষয় জনগণকে জানাতে হবে। প্রথমেই প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য (যেমন খরচ, মেয়াদ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি) দিতে হবে। এ ছাড়া প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (যদি থাকে); গ্রহণের পটভূমি ও যৌক্তিকতা; প্রকল্প এলাকা; আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য ফলাফল; পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব; দুর্যোগের ঝুঁকি ও ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা—এসব তথ্যও জানাতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিজেদের ওয়েবসাইট প্রকাশ করে তার ওপর মতামত জানানোর জনগণকে দুই সপ্তাহ সময় দিতে হবে। এ জন্য একটি কমেন্ট বক্স তৈরি করবে মন্ত্রণালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন বা বিয়োজন করতে হবে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ভালো পদক্ষেপ। শুধু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলেই হবে না। কারণ, অনেকে ওয়েবসাইটে দেওয়া কারিগরি দলিলাদি দেখে বুঝবেন না। তাই সহজভাবে দলিলাদি প্রকাশ করতে হবে।

জনসম্পৃক্ততাহীন প্রকল্পের উদাহরণ দিতে গিয়ে সেলিম রায়হান বলেন, কিছুদিন আগে অংশীজনদের সঙ্গে চট্টগ্রামে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সভা হয়। এতে অংশীজনেরা জানান, কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণের আগে অংশীজন ও স্থানীয় জনগণ জানতেন না কোথায় টানেল হবে। চট্টগ্রামের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প কোথায় নামবে, তা নিয়েও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কখনো আলাপ করেনি। ফলে অপরিকল্পিতভাবে এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প নামানো হয়েছে। প্রকল্প নেওয়ার আগে জনগণের মতামত নিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

জানা গেছে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্প নেওয়ার প্রক্রিয়া সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তাগিদ দেন। প্রকল্প পাসের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া কঠোর করার নির্দেশ দেয়।

বিদায়ী শেখ হাসিনা সরকারসহ অতীতে সব আমলেই অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নেওয়ার অভিযোগ আছে। প্রকল্পের খরচ বেশি দেখিয়ে অর্থ লুটপাটের ঘটনাও ঘটেছে। অপ্রয়োজনীয় অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সরকারঘনিষ্ঠ একশ্রেণির লোকজনকে ঠিকাদারি দেওয়ার জন্যও বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পাস করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে জানান, প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তা পাস, ঠিকাদার নিয়োগ, জমি অধিগ্রহণ—পুরো প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা হচ্ছে।

অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ যাবে

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অপ্রয়োজনীয় ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজটি করছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সাবেক এমপিদের নিজেদের এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বেশ কিছু প্রকল্প পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এই তালিকায় আছে ফরিদপুর-কুয়াকাটা মহাসড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণ; মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়নে সমন্বিত প্রকল্প; র‍্যাব সদর দপ্তর নির্মাণ; চিলমারী নদীবন্দর নির্মাণ প্রকল্প। এসব প্রকল্পে খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। এ ছাড়া কিছু আবাসিক ভবন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত প্রকল্পও বাদ যেতে পারে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, তারা এডিপির সব কটি প্রকল্প মূল্যায়ন করে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরি করছে। প্রাথমিকভাবে ১০০-র মতো প্রকল্প বাদ বা এগুলোয় অর্থ বরাদ্দ স্থগিত করা হতে পারে।

উন্নয়ন প্রকল্পের নামে টাকা খরচের 'উৎসবে' লাগাম টেনে ধরা শুরু করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রস্তাব।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা। এতে প্রকল্প আছে ১ হাজার ৩৫২টি।

সংবাদ সম্মেলনে অগমেডিক্স ও কমিউরের কর্মকর্তারা। ছবি : সংগৃহীত

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশের তরুণেরা মেধাবী ও পরিশ্রমী। তাঁদের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অগমেডিক্স সফলতা পেয়েছে। এই সাফল্যের বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁরা এখন বাংলাদেশ নিয়ে আরও আশাবাদী ও আগ্রহী।

অগমেডিক্সের এ দেশীয় প্রধান রাশেদ মুজিব এসব কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অগমেডিক্সকে সম্প্রতি অধিগ্রহণ করেছে একই ধারার আরেক প্রতিষ্ঠান কমিউর। একীভূত হওয়ার পর কমিউর ও অগমেডিক্সের কর্তাব্যক্তিরা বাংলাদেশ সফর করেন। এ উপলক্ষে তাঁরা গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন অগমেডিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও কমিউরের সিএসও ইয়ান শাকিল।

অগমেডিক্স গত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে এখন তাদের কর্মীসংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৩০০ জনের।

কমিউরের প্রধান ব্যবসা কর্মকর্তা হর্শ সোলানকি বলেন, 'অধিগ্রহণের পর কমিউর বাংলাদেশে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

রাশেদ মুজিব বলেন, বিদেশিদের এই আগ্রহ বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের আইসিটি খাত শক্তিশালী করবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তথা ডিএসই ব্রোকারেজ অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ) আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা। গতকাল রাজধানীর একটি ক্লাবের মিলনায়তনে। ছবি : সংগৃহীত

সংস্কার কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকতে হবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা

শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ করতে এসে আর কোনো বিনিয়োগকারী যাতে এই বাজার থেকে নিঃস্ব হয়ে ফেরত না যান, সে জন্য বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে। নতুন কোম্পানির তালিকাভুক্তি থেকে শুরু করে কোম্পানি তালিকাচ্যুত করা, কারসাজির ঘটনায় জরিমানা, আইন ও নীতি সংস্কার—এসব কিছু করতে হবে বিনিয়োগকারীর সর্বোচ্চ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে।

গত ১৫-২০ বছরে খারাপ কোম্পানির তালিকাভুক্তি, মিউচুয়াল ফান্ডের অনিয়ম, কারসাজির মাধ্যমে শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ফ্লোর প্রাইস আরোপ, কিছু ব্রোকারেজ হাউসের অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া আর্থিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহসহ নানা অনিয়মে ঘুরেফিরে বিনিয়োগকারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে এসব ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সব সংস্কার ও নীতি প্রণয়নে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্রোকারেজ হাউসমালিকদের সংগঠন ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব প্রস্তাব উঠে আসে। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল আলোচক ছিলেন গণমাধ্যমে কর্মরত পুঁজিবাজারবিষয়ক সাংবাদিকেরা। কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, বিনিয়োগকারীবান্ধব ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। স্টক এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি ব্রোকারেজ হাউস, তালিকাভুক্ত কোম্পানি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসিসহ বাজারসংশ্লিষ্ট কারও পদক্ষেপে যেন বিনিয়োগকারীরা বড় ক্ষতির মুখে না পড়েন, তাঁরা তা নিশ্চিত করতে বলেন।

শেয়ারবাজারবিমুখ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাজারমুখী করতে সরকারের পাশাপাশি প্রধানতম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিএসই, ব্রোকারেজ হাউস, মার্চেন্ট ব্যাংকসহ সব বাজার মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে নীতি সংস্কারের পাশাপাশি মানসিকতারও সংস্কার প্রয়োজন বলে মত দেন আলোচকেরা।

ডিবিএর সভাপতি মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথি ছিলেন ডিএসইর চেয়ারম্যান মো. মমিনুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন পুঁজিবাজারবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরামের (সিএমজেএফ) সাবেক সভাপতি জিয়াউর রহমান, তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু, বর্তমান সভাপতি গোলাম সামদানী, ইংরেজি দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা, প্রথম আলোর বাণিজ্য সম্পাদক সুজয় মহাজন, সিএমজেএফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার আনোয়ার ইব্রাহীম, ইংরেজি দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের বিশেষ প্রতিনিধি জেবুন নেসা আলো, ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার আহসান হাবিব, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা ও বণিক বার্তার সিনিয়র রিপোর্টার মেহেদী হাসান রাহাত। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন ডিবিএর সিনিয়র সহসভাপতি মো. সাইফউদ্দিন।

সেমিনারে ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, প্রায় ১৫ বছর ধরে শেয়ারবাজারে দুষ্টের পালন আর শিষ্টের দমন করা হয়েছে।

করপোরেট সংবাদ

ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান রিজওয়ান রহমান

ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন কোম্পানির স্পনসর পরিচালক রিজওয়ান রহমান। সম্প্রতি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২২৫তম সভায় তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

রিজওয়ান রহমান ২০২১ ও ২০২২ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ছিলেন। তিনি ইটিবিএল হোল্ডিংসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অবকাঠামো, আর্থিক পরিষেবা, গুদামজাতকরণ ও প্রিন্ট মিডিয়া খাতে এই কোম্পানির সম্পৃক্ততা রয়েছে। রিজওয়ান রহমান গত এক দশকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি (বিসিআই), ডাচ-বাংলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ২০০৬ সালে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন। **বিজ্ঞপ্তি**

রিজওয়ান রহমান

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ বনানী ২৭নং রোডে ১৭৯৫ ব.ফু. এর ব্যবহৃত ২টি ফ্ল্যাট গ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগসহকারে বিক্রয় হবে। ফ্ল্যাট ২টি কমার্শিয়ালি ব্যবহারের উপযোগী। মোবাইল: ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০৪০০০

✸ রাজধানীর মহাখালীতে গাউসুল আজম মসজিদ সংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮১৭০৪৪০০২। ডি-৬০৪০০১

✸ শ্যামলী রোড-২-এ ১৭১২ ব.ফু.+কমন পার্কিং ২৮০ ব.ফু.সহ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৮০০৮৬৪১৭, ০১৩০৪২৮১৭৪২। ডি-৬০৩৯৯৩

✸ খিলক্ষেত, খিলগাঁও, বসুন্ধরা, ধানমন্ডিতে ৩/৪ লাক্সারি রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৫৫৫১১০১৭, ০১৭৫৫৫১১০১৯। মো.বু-৬০৩৯৯৯

পাত্রী চাই

✸ বিসিএস পদস্থ কর্মকর্তা পিএইচডি ঢাকায় কর্মরত (৪৬+৫´-৯´´)। অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন ইঞ্জি. পিএইচডি (৪০+৫´-৮´´) পাত্রদের। পাত্রী # ০১৭৩৮১৪১৮৮৯। lifelineshadi7@gmail.com ডি-৬০৪০১৫

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৫-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা: ০১৬১৮-৮৭১০৪৭/০১৭২৯-২৬১৮৭৬। ডি-৬০৪০১১

✸ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার, বিএসসি ঢাবি, এমএস আমেরিকা, লেকচারার রিনাউন ইউনিভার্সিটি আমেরিকা (২৯-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৭৬২৩৭৮৫০। ডি-৬০৪০০৬

বিবিধ বিক্রয়

✸ **বিক্রয়:** সিতাকুন্ড, বাঁশবাড়িয়ায় অবস্থিত সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় একটি রেডিমিক্স প্লান্ট (হলোব্লক মেশিনসহ) বিক্রয় করা হইবে। প্রকৃত আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ০১৭২০-৫২৩৪৫০। বিকেএন-৬০৩৯৮০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ১৯৬০ বর্গফুট, ১৪৯৫ বর্গফুট, ৩ বেড পার্কিংসহ। শান্তিনগর মেইনরোডে ওপর। যোগাযোগ: ০১৮১৬৭৭৪১০৮, ০১৭৯৫৫৯৪৯৬০। ডি-৬০৩৯৬৯

✸ ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের সাথে প্রায় রেডী ২৩০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট সুইমিংপুল, জিমসহ বিক্রয়। ০১৮২০১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০৪০৪০

✸ ঢাকার ভিআইপি এলাকা ইস্কাটনে ২৪০০ বর্গফুটের ৫ বেড রুমের একটি রেডী ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮২০১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০৪০৪১

পাত্রী চাই

✸ বিসিএস এডমিন ক্যাডার (এসিল্যান্ড) বিএসসি বুয়েট, ছোট পরিবার (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০৪০০৭

✸ বিসিএস স্বাস্থ্য, এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল, এফসিপিএস পার্ট-২ কোর্সে আছেন। বাবা ডাক্তার (৩০-৫´-১০´´) ডিভোর্স পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০৪০০৯

✸ ইউকে সিটিজেন এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ এফসিপিএস বাবা-মা সরকারি কর্মকর্তা ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০৪০০৩

✸ ঢাকায় স্থায়ী এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল এফসিপিএস পার্ট-২ বিসিএস ৩৯তম (৩৪-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) পাত্রী চাই। ০১৭৮২৫৫৬৫৯০। যাবু-৬০৪০২৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টি ভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭০৬৮৪। ডি-৬০৪০১৩

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। মোবা: ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৪০০৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল: ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৪০২৫

প্লট বিক্রয়

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৫নং সেক্টরে রোড ১২০, ৭৫ ফিট রোডের সাথে ১০ কাঠার বাগান করা ৭ ফিট বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক # ০১৭১০১৩৯৬৭৪। যাবু-৬০৪০২৯

✸ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। মোবাইল: ০১৮৯৪৮৪১৭৩৮। সি-৬০৪০২১

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৬৬। সি-৬০৪০২৩

পাত্র চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা কানাডা হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৭-৫´-৪´´) নম্র, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রীর জন্য মার্জিত সুন্দর উচ্চশিক্ষিত শিল্পপতি পরিবারের পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫/০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০৪০১২

প্লট বিক্রয়

✸ লালমাটিয়া এ-ব্লকে আকর্ষণীয় লোকেশনে স্থাপনাসহ দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট। যোগাযোগ: ০১৯৭১৮২৬৬৭৬। সি-৬০৩৮৫৫

✸ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় আকর্ষণীয় লোকেশনে ৬ কাঠার প্লট। যোগাযোগ: ০১৭১৪৬৪০৮০৭। সি-৬০৩৮৫৭

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি), নতুন বাজার, বনশ্রী সংলগ্ন বাউন্ডারীকৃত প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪-৯৯২২০৪। ডি-৬০৪০১৬

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৪৪-২৪৩৮৫৪। টিবু-৬০৩৯৭৫

পাত্র চাই

✸ অস্ট্রেলিয়ায় এমপিএইচ অধ্যয়নরত, বাবা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (২৮-৫´-৩´´) সুশ্রী শর্ট ডিভোর্স পাত্রীর জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত পাত্র। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। ডি-৬০৪০০৫

✸ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত পরিবার। বিবিএ/এমবিএ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সুদর্শনাদের উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৪০৩৮

জমি বিক্রয়

✸ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা ও কারওয়ান বাজারে কমার্শিয়াল ৮.০ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লি.; ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। ডি-৬০৪০০২

✸ রাজউক পূর্বাচল ৪নং ও ২১নং সেক্টর বাণিজ্য মেলা ও রাজউক অফিসের সাথে ২০ শতাংশ উঁচু জমি বাগানসহ বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৯১৫-৫৯৯২৭৬/০১৮১৯-২৪৯২৮৮। ডি-৬০৩৯৯২

আবশ্যক

✸ সেলসম্যানেজার-১ জন, বিক্রয় প্রতিনিধি-২ জন, টেকনিশিয়ান-২ জন, সিসিটিভি ও ইনটারনেট সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। ১০ তাহের টাওয়ার, গুলশান-২, ঢাকা। ০১৭১৪০৯৪১৮৪। মহাবু-৬০৪০৩৯

✸ জরুরীভিত্তিতে ঢাকা হেলথ কেয়ার হসপিটালে রিসিপশনের জন্য ২ জন কম্পিউটারে দক্ষ রিসেপশনিস্ট প্রয়োজন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার- ৮৮০১৯১৪৪৫৫২৫৯, মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, কলেজগেট, দ্বিতীয়তলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ডি-৬০৪০১৮

RENT APARTMENT FULLY FURNISHED

Fully Furnished 2659 Sft Luxury Apartment Rent At Banani, Dhaka Residential Area

Contract : 01819 215127

ক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্বনামধন্য ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু নতুন অথবা পুরাতন BBT এবং Tap off Box স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০-১১-২০২৪ ইং।

যোগাযোগ নম্বরঃ +৮৮-০২-৪১০৮১৪৯৫, ০১৩১৩৪৭৭০৫২

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে
৩, ৪ ও ৫ কাঠার রেডি প্লট বিক্রয়

প্লটগুলোর রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি করে এখনই বাড়ী করার উপযোগী

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে যোগাযোগ ঃ

০১৮৯৪৮৪৩৬৬৯ । ০১৮১০১০৩৯৯৭

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Project Implementation Unit (PIU)
Establishment of 40 TTC & 01 IMT Project (2nd Revised)
Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment
Bureau of Manpower Employment & Training
89/2 Kakrail, Dhaka-1000.

Memo No: 49.01.0000.337.07.013.22-215 — Date : 31/10/2024

e-Tender Notice

e-Tender is invited in the e-GP portal for the procurement of the following goods:

SL No.	Tender ID	Description of Goods & Related Services	Tender Publishing, Tender Closing Date & Time
01.	1020582	Procurement of Electronics Trade Training Equipment and related services for 12 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.008.22-ENT-Lot-01)	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.00pm
02.	1020704	Procurement of Machine Tools Operation Trade training Equipment and related services for 06 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.012.22-MTO-Lot-01).	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.10pm
03.	1023573	Procurement of Machine Tools Operation Trade training Equipment and related services for 06 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.012.22-MTO-Lot-02).	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.20pm
04.	1023574	Procurement of Machine Tools Operation Trade training Equipment and related services for 05 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.012.22-MTO-Lot-03).	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.30pm
05.	1023578	Procurement of Civil Construction Trade training Equipment and related services for 13 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.013.22-Civil-Lot-01).	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.40pm
06.	1025355	Procurement of Civil Construction Trade training equipment and related services for 12 Technical Training Center (Invitation Ref. No. 49.01.0000.337.07.013.22-Civil-Lot-02).	03 November 2024, 09.00am & 03 December 2024, 12.50pm

This is an inline tender where only e-Tender will be accepted in National e-GP portal https://www.eprocure.gov.bd and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required.

Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP help desk (https://www.eprocure.gov.bd/Helpdesk.jsp).

31.10.24
(Md. Saiful Haque Chowdhury)
Project Director (Additional Secretary)
Tel: +8802-49350826
Email: pd40ttc01imt@gmail.com

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
স্কশিয়া শাখা
র‍্যাংগস ভবন (লেভেল-১), ১১৭/এ, পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

স্থাবর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২ ধারা মোতাবেক)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **ব্যাংক এশিয়া পিএলসি. স্কশিয়া শাখা,** ঢাকা এর ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান **দীপ্তা এ্যাপারেলস লিমিটেড,** পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান জনাব ইতিমাদ-উদ-দৌলা ঠিকানা - ফারুক রুপায়ন টাওয়ার (১২ ও ১৩ তলা), ৩২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে দীপ্তা এ্যাপারেলস লিমিটেডের নিজস্ব মালিকানাধীন নিম্ন তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সমূহ অত্র ব্যাংক এবং ওয়ান ব্যাংক পিএলসির নিকট সমানুপাতিক ও হারাহারি ভিত্তিতে (Pari Pasu pro rata basis) বন্ধক দ্বারা দায়বদ্ধ রখিয়াছেন। উক্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট **ব্যাংক এশিয়ার মুল বন্ধকী পাওনা ১২৭,৮০,০০,০০০/- একশত সাতাশ কোটি আশি লক্ষ টাকা এবং ওয়ান ব্যাংক পিএলসির মুল বন্ধকী পাওনা ১১৬,০০,০০,০০০/- একশত ষোল কোটি টাকা।** এক্ষণে, ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান খেলাপীতে পরিণত হওয়ায় উপরোক্ত বন্ধকী মূল ঋণ (পরিশোধিত টাকা বাদে) আদায়কালতক সুদ ও অন্যান্য খরচাদিসহ আদায়ের জন্য প্রদত্ত রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার লক্ষ্যে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

-ঃ দরপত্রের শর্তাবলী ঃ-

১। **দরপত্র আগামী ২১/১১/২০২৪ ইং তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি. স্কশিয়া শাখা,** ঢাকা রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা প্রদান অথবা রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে। ঐদিন বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে।

২। দরপত্রে দরপত্রদাতার নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, টিন নাম্বার (যদি থাকে), স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার উল্লেখ করিতে হইবে। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পৃথক পৃথক অথবা যৌথভাবে ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দেওয়া যাইবে।

৩। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ২০%, উদ্ধৃত দর ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হইলে ১০%, সমপরিমান টাকার জামানত স্বরূপ যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে **ব্যাংক এশিয়া পিএলসি. স্কশিয়া শাখা,** ঢাকা এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

৪। অনুর্ধ্ব ১০লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে, ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে এবং ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দরপত্রের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যর্থতায় আইন অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৫। উপরোক্ত ৪নং শর্তের অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য সর্বোচ্চ দরপত্র দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহবান করা হইবে।

৬। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন। পৃথক পৃথক তফসিলের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র জমা দেওয়া যাইবে।

৭। কৃতকার্য দরদাতাকে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেসন সংক্রান্ত খরচ সহ ট্যাক্স ও অন্যান্য খরচাদি (সরকারী ও স্বায়তশাসিত সংস্থার পাওনা) বহন করিতে হইবে।

৮। যেহেতু বন্ধকী দলিল নং - ১০১৯৭/২০১৫ এর তফসিলভুক্ত সম্পত্তিসমূহের জন্য ব্যাংক এশিয়া পিএলসি. স্কশিয়া শাখা ও ওয়ান ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা যৌথ বন্ধক গ্রহীতা তাই উক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র গৃহীত হলে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি. স্কশিয়া শাখা এবং ওয়ান ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন করে দেয়া হবে এবং বিক্রয় মূল্য চুক্তি মোতাবেক উভয় ব্যাংকের মধ্যে বন্টিত হবে।

"বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির তফসিল"

বন্ধকী দলিল নং - ১০১৯৭/২০১৫ (বন্ধক দাতা দীপ্তা এ্যাপারেলস লিমিটেড)

SCHEDULE "A" All that piece and parcel of the land measuring 1 (One) acre 20.51 (Twenty Point Five One) decimals, situated within District- Dhaka, P.S.: Savar, Sub-Registry Office: Savar, Mouza- South Shampur, JL. Nos. C.S. 732, S.A. 248, R.S. 221, B.S. 200, Khatian Nos. C.S. 120, 172, 274, 275, 276, 277, 278, 312, 340, S.A. 177, 247, 368, 414, 463, R.S. 118, 119, 125, 181, 148, B.S. D.P. 1414, Jote No. 912, 913, 914, 915, 921, Dag Nos. C.S. & S.A. 610, R.S. 661 (5 decimal), which is butted and bounded by: On the North: Land of R.S. Dag No. 662; On the South: Land of R.S. Dag No. 700; On the East Government Road; and On the West: Land of R.S. Dag No. 663. Dag Nos. C.S. & S.A. 613, R.S. 665 (5 decimal), which is butted and bounded by: On the North: Land of R.S. Dag No. 663; On the South: Land of R.S. Dag No. 700; On the East Land of R.S. Dag No. 660; and On the West: Land of R.S. Dag No. 664 & 666. Dag Nos. C.S. & S.A. 619, R.S. 667 (62 decimals), which is butted and bounded by: On the North: Road & Land of R.S. Dag No. 668; On the South: Land of R.S. Dag No. 666; On the East Land of R.S. Dag No. 664; and On the West: Land of R.S. Dag No. 669. Dag Nos. C.S. & S.A. 622, R.S. 670 (31 decimals), which is butted and bounded by: On the North: Road & Land of R.S. Dag No. 668; On the South: Land of R.S. Dag No. 671 & 666; On the East Land of R.S. Dag No. 669; and On the West: Government road. Dag Nos. C.S. & S.A. 624. R.S. 699 (7.51 decimal), which is butted and bounded by: On the North: Land of R.S. Dag No. 666; On the South: Land of R.S. Dag No. 700; On the East Land of R.S. Dag No. 700; and On the West: Land of R.S. Dag No. 672. Dag Nos. C.S. & S.A. 654, R.S. 700 (10 decimals), which is butted and bounded by: On the North: Land of R.S. Dag No. 665, 666 & 660; On the South: Land of R.S. Dag No. 698, 701 & 702; the East Government Road; and On On the West: Land of R.S. Dag No. 698. Owner: DIPTA APPARELS LIMITED.

SCHEDULE "B" All that piece and parcel of the land measuring 1 (One) acre 63 (Sixty Three) decimals, situated within District- Dhaka, P.S.: Savar, Sub-Registry Office: Savar, Mouza- South Shampur, JL Nos. C.S. 732, S.A. 248, R.S. 221, B.S. 200, Khatian Nos. C.S. 319, 332, 322, 345, 142, 80, 309Ka, S.A. 126, 208, 410, 426, 431, 450, 470, R.S. 120, 121, 122, 126, 127, 129, 353, B.S. D.P. 1414, Jote No. 912, 913, 914, 915, 921,3279 Dag Nos. C.S. & S.A. 609, R.S. 660 (8 decimal), which is butted and bounded by: On the North:Land of R.S. Dag No. 661; On the South: Land of R.S. Dag No. 700; On the East Government Road; and On the West: Land of R.S. Dag No. 665. Dag Nos. C.S. & S.A. 615, 616, 617, 618, R.S. 664 (66 decimal), which is butted and bounded by: On the North: Land Of R.S. Dag No. 668 & road; On the South: Land of R.S. Dag No. 666; On the East Land of R.S. Dag No. 663 & 665; and On the West: Land of R.S. Dag No. 667. Dag Nos. C.S. & S.A. 620, R.S. 669 (18 decimals), which is butted and bounded by: On the North: Road & Land of R.S. Dag No. 668; On the South: Land of R.S. Dag No. 666; On the East Land of R.S. Dag No. 667; and On the West: Land of R.S. Dag No. 670. Dag Nos. C.S. & S.A. 655, 656, 657, R.S. 700 (71 decimals), which is butted and bounded by: On the North: Land of R.S. Dag No. 665, 666 & 660; On the South: Land of R.S. Dag No. 698, 701 & 702; On the East Government road; and On the West: Land of R.S. Dag No. 698 & 699. Owner: DIPTA APPARELS LIMITED.

পক্ষে ম্যানেজার ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, স্কশিয়া শাখা, মোবাইল-০১৮১৯-৪৯৬১৮৭।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক বন্ধকীকৃত
সম্পত্তি বিক্রয়ের নিলাম বিজ্ঞপ্তিঃ হিসাব-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২)

এতদ্বারা প্রকৃত ক্রেতা ও সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা'র খেলাপী ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২) ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত এবং অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারার বিধান মোতাবেক ব্যাংকের অনুকূলে সনদপ্রাপ্ত নিম্ন তফসিলভূক্ত সম্পত্তি উক্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণের পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

১। সোনালী ব্যাংক পিএলসি., প্রধান কার্যালয় "সোনালী ব্যাংক ভবন" ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ৫, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ইহার পক্ষে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।

০২। জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় "জনতা ব্যাংক ভবন" ১১০, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ৪৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পক্ষে ইহার উপ-মহাব্যবস্থাপক।

০৩। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় "অগ্রণী ব্যাংক ভবন" ৯/ডি, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, প্রধান শাখা, ৯/ডি, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। পক্ষে ইহার উপ-মহাব্যবস্থাপক।

০৪। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, কর্পোরেট অফিস, র‍্যাংগস টাওয়ার (৩য়-৯ম তলা), ৬৮, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, প্রিন্সিপাল অফিস ব্রাঞ্চ, ১১১-১১৩ মতিঝিল বা/এ, পক্ষে ইহার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ---------------- ডিক্রীদার পক্ষ।

দায়িকগণঃ

১। মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), রেজিস্ট্রার্ড অফিসঃ ২১, হাজী আব্দুর রশিদ লেন, নয়াবাজার, থানা-বংশাল, ঢাকা-১১০০। কারখানাঃ সাং-মুড়াপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।

২। আব্দুল জাব্বার মিয়া, পিতা- মোঃ আফতাব উদ্দিন মিয়া, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), ঠিকানাঃ বাসা নং-৩২৭ (লিফট-৫), রোড নং-১০, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

৩। মিসেস মলিনা বেগম, স্বামী- আব্দুল জাব্বার মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১–সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৪। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মিল্টন, পিতা-আব্দুল জাব্বার মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১–সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৫। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১–সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

দায়িকগণের নিকট হতে ব্যাংকের পাওনা টাকা হালনাগাদ সুদ ও অন্যান্য খরচসহ ২৫/১০/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ৪৪০,৭৭,৯৯,৭৮২.১৯ টাকা এবং আদায়কালতক সুদসহ পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিম্ন তফসিলভূক্ত স্থাবর সম্পত্তি, তদুপরিস্থিত যাবতীয় স্থাপনাদি ও স্থাপিত যন্ত্রপাতি যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

তফসিল "খ"

০১। জেলা- নারায়ণগঞ্জ, থানা-রূপগঞ্জ, মৌজা- মুড়াপাড়া, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমান নিম্নে বর্ণিতঃ-

ক্রমিক নং	এসএ খতিয়ান	আরএস খতিয়ান	পেটি খতিয়ান	এসএ দাগ	আরএস দাগ	পেটি দাগ	জমির পরিমান
০১।	২৮০, ২৮১	১৫৩, ৬৭	২০	২৯২, ২৯৩	১৫, ১৯	৯, ১০	১০ শতাংশ
০২।	২৮০	১৫৩	২০	২৯৮	২৫	১৫	০৮ শতাংশ
০৩।	২৮৩	৬৬	১৯	২৮৯	১৬	৬	০৭ শতাংশ
০৪।	২৭৬	৮৫	১৬	১৯৬	২১	১৩	০৭ শতাংশ
০৫।	২৬৬	১৮২	-	৩০৪, ৩০৫	৩১, ৩১	২১, ২২	৪০ শতাংশ
০৬।	২৬৮	৭	-	২৯৯, ৩০১	২৭, ২৭	১৬, ১৮	২৫ শতাংশ
০৭।	২৭৬	৮৫	১৬	২৯৬, ২৯৪	২১, ২১	১৩, ১১	১০ শতাংশ
০৮।	২৭৬	৮৫	১৬	২৯৬	২১	১৩	০১ শতাংশ
০৯।	২৮১	৬৭	-	২৯৩	১৮	১০	০৩ শতাংশ
১০।	২৭৮	২০৪	-	২৯৭	২৪	১৪	১৫.৫০ শতাংশ
১১।	২৮০	১৫৩	-	৩৪০	১২	৮, ৫৮	১২ শতাংশ
১২।	২৬৮	১২	-	৩০০, ৩০২	৩০, ৩০	১৭, ১৯	৩৮ শতাংশ

[illegible]

সোনালী ব্যাংক পিএলসি.
Sonali Bank PLC.

জয়পাড়া শাখা, ঢাকা
JOYARA BRANCE, Dhaka
Phone:02-7768147, 7768148
E-mail: brjoypara@sonalibank.com.bd

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

(অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জয়পাড়া শাখা, জেলা-ঢাকা এর ঋণ গ্রহীতা 'মেসার্স এম. এস ট্রেডার্স' মালিক-মির্জা শাকিল ওরফে মোঃ সাকিল, জাতীয় পরিচয়পত্র নং-৫০৮৪০৬৪১২৯, পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম মিস্ত্রি ওরফে মির্জা নুরুল ইসলাম, মাতা-মোসাঃ মাতিয়া, ব্যবসায়িক ঠিকানা-দক্ষিণ জয়পাড়া মাঝিপাড়া, জয়পাড়া-১৩৩০, থানা-উপজেলা-দোহার, জেলা-ঢাকা এর নিকট ৩০-০৯-২০২৪ইং পর্যন্ত ব্যাংকের পাওনা দাঁড়ায় ৩৯,৮১,১৯৪.০০ (উনচল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার একশত চুরানব্বই) টাকা মাত্র ও তৎপরবর্তী আদায়কালতক সুদ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাদিতে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতেছি।

শর্তাবলী

০১) দরপত্র আগামী ২৫/১১/২০২৪ ইং তারিখ অপরাহ্ন ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, ঢাকা সাউথ এর ঠিকানায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হবে ঐদিনই অপরাহ্ন ২.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্রদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও প্রেরণ করা যাইবে। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌছাইতে হইবে।

০২) দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে 'সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র' লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র দরদাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম (কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে) ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) এবং প্রস্তাবিত মোট মূল্য অংকে ও কথায় উল্লেখ করিতে হইবে।

০৩। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জয়পাড়া শাখার অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে নিম্নরূপ জামানত দরপত্রের সহিত দাখিল এবং বর্ণিত পরিশোধসূচি অনুসরণ করিতে হইবে।

দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য	জামানত	বাকী টাকা পরিশোধের সময়
অনূর্ধ্ব টাকা = ১০,০০,০০০.০০	২০%	দরপত্র গৃহীত হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন
টাকা = ১০,০০,০০১.০০ হইতে অনূর্ধ্ব টাকা = ৫০,০০,০০০	১৫%	দরপত্র গৃহীত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিন
টাকা = ৫০,০০,০০০.০০ এর অধিক	১০%	দরপত্র গৃহীত হওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন।

৪. দরপত্র গৃহীত হইবার পর উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাকী পরিশোধে ব্যর্থ হইলে জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত উক্ত জামানতের টাকা ব্যাংকের দাবীকৃত অর্থের সহিত সমন্বয় করা হইবে। যে সকল দরপত্র গৃহীত হইবে না ঐ সকল দরপত্রের বিপরীতে জমাকৃত জামানতের অর্থ প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন সাপেক্ষে যথা সময়ে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৫) উপরে বর্ণিত শর্ত (৩) ও (৪) এর অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি ক্রয়ের আহ্বান করিতে পারিবেন।

৬) দরপত্রের প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে এবং কম জামানত প্রদানকারী কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭) সফল দরদাতাকে/দরদাতাগণদের নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন খরচ, স্ট্যাম্প ডিউটি, অন্যান্য খরচ, দলির নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং উহার কোন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন পাওনা বা দাবি থাকিলে তাহা বহন করিতে হইবে।

৮) নিলাম অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানিবার জন্য ব্যাংকে অত্র শাখায় অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

৯) দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির আকার, আকৃতি, অবস্থা, পরিমাণ ও স্বত্বের দলিলপত্র সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১০) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ, বাতিল বা সকল দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১১) প্রয়োজনবোধে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের জন্য স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আইনানুগ সহযোগিতা প্রদান করা হইবে।

সম্পত্তির তফসিল

জিলা-ঢাকা, থানা/উপজেলা-দোহার, সাবরেজিস্ট্রি অফিস-দোহার, মৌজা-জয়পাড়া, জে.এল.নং-সাবেক ২২২, হালে ৫৭, খতিয়ান নং-সাবেক ৬৪৮, আর.এস-২৯৪, আর.এস মোতাবেক নামজারী খতিয়ান নং-২৯৪/১, জোত নং-৮৯২/১৯, দাগ নং-সাবেক ১৭৪৮, আর.এস-২৮৭১ উক্ত দাগে মোট নাল জমি ২৭ শতাংশ ইহার কাতে ২২.৪০ শতাংশ, হইতে অত্র বন্ধকদাতার মালিকানাধীন জমির পরিমাণ-১১.২০ (এগার দশমিক দুই শূন্য) শতাংশ এবং তদস্থিত নির্মিত নির্মিতব্য যাহা কিছু আছে। ***যাহার চৌহদ্দি***: উত্তরে-পাকা রাস্তা, দক্ষিণে-আলমগীর গং, পূর্বে-কাশিম খাঁ, পশ্চিমে-পুনা মাঝি গং।

ম্যানেজার
সোনালী ব্যাংক পিএলসি.
জয়পাড়া শাখা, জেলা-ঢাকা।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া।

টেলিফোন: ০২৫৮৯৯১১১৬৬

(অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (৫) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি)

ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : মেসার্স মা-বাবার দোয়া ব্রিকস, প্রোঃ মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, পিতা-মৃত আজিজার রহমান ফকির, ঠিকানা: ঘাটমাগুড়া, ডাকঘর-দুপচাঁচিয়া, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া।

জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা : মোঃ আকরাম হোসেন, পিতাঃ মৃত আজিজার রহমান ফকির, ঠিকানা: ঘাটমাগুড়া, ডাকঘর: দুপচাঁচিয়া, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া।

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র শাখা হইতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে ব্যাংকের অনুকূলে ডিক্রীকৃত টাকা=৩৮,৪৪,৭৫১/- (আটত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশত একান্ন) টাকা (যা ৩৩(৫) ধারা সনদে ডিক্রীকৃত) এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্ত অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (যাহা অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩ (৫) ধারার বিধান মতে মাননীয় আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের ভিত্তিতে সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার সোনালী ব্যাংক পিএলসি, দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া এর অনুকূলে ন্যস্ত করা হয়েছে) নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতছে:

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসিল :

উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া

জমির প্রকৃতি	মৌজা	জেএল নং	খতিয়ান নং: সিএস	খতিয়ান নং: এমআর আর	খতিয়ান নং: আর এস/ডিপি	দাগ নং: সাবেক	দাগ নং: হাল	জমির পরিমাণ
ইটভাটাসহ জমি	খোলাশ	৪০	১৬৫	২৫৯	২৮২	১০৪৮	১৩৮৬	০.২১০০ একর
	ঐ	৪০	১৬৫	২৫৯	২৮২	১০৫২	১৩২৮	০.১০০০ ঐ
	ঐ	৪০	১৬৫	২৫৯	২৮২	১০৪৯	১৩৯০/১৩৯১	০.১২০০ ঐ
	ঐ	৪০	১৬৫	২৫৯	৫৬৩	১২৮৫	১৮৯৬	০.১৪০০ ঐ
ভিটা জমি	আটগাঁও	৩৮	৬৭৬	৯৫০	৫৪৩	৩৫৯৩	৬৭৫১	০.৬০০০ ঐ
	ঐ	৩৮	৬৭৬	৯৫০	৫৪৩	৩৫৯৩	৬৭৫৩	০.৪৬০০ ঐ
	ঐ	৩৮	৪৩০	৬১৪	১৩২৬	৩৫৯২	৬৭৫২	০.১৪০০ ঐ
							সর্বমোট	১.৭৭০০ একর

শর্তাসমূহ

১) আগামী ২৮/১১/২৪ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি., প্রিন্সিপাল অফিস, বগুড়া নর্থ, বগুড়াতে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। ঐদিনই বেলা ৪.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত শাখা/অফিসে পৌছাইতে হইবে।

২) দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রে দরপত্র দাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য/সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

৩) দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেস্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইল:

	আর্নেস্ট মানি/জামানতের পরিমাণ		অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের	২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের	১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের	১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪) দাখিলকৃত দরপত্রের উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহূত হইবার পর ৩নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৫) দরপত্রে উল্লিখিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

৬) দরপত্র দাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭) নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্র দাতাকে বহন করিতে হইবে।

৮) ঋণ গ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে তাহা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৯) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০) দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্র দাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে।

১১) নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

ম্যানেজার
মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৩২৪১৪

এবার সিনেমা

বহুল চর্চিত সিরিজ *গেম অব থ্রোনস* বড় পর্দায় আনছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স, তবে নির্মাতা বা পাত্র-পাত্রী এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

খেলতে গিয়ে

ধানমন্ডির একটি মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে আহত হয়েছেন শরীফুল রাজ। সিনেমার বাইরে সময় পেলে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলেন এই অভিনেতা। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধুদের সঙ্গে ধানমন্ডির একটি মাঠে ফুটবল খেলছি। গত সপ্তাহে গোড়ালিতে আঘাত লাগে। চিকিৎসক ১০ দিনের বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আপাতত ঘর থেকে বের হচ্ছি না। ঘরে বসে সিনেমা দেখছি।' **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

শরীফুল রাজ। ছবি : অভিনেতার ফেসবুক থেকে

এক ছবিতে টম-বাটলার

রেসিং কার ড্রাইভারদের গল্প নিয়ে নতুন সিনেমা *আমেরিকান স্পিড*-এ দেখা যাবে টম হল্যান্ড ও অস্টিন বাটলারকে। আশির দশকের পটভূমিতে ছবিটি নির্মাণ করবেন ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রিটন। এটি মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট। ***বিনোদন ডেস্ক***

টম হল্যান্ড। ছবি : রয়টার্স

একাই এক শ

টাকার জন্য স্বামী ফ্রঁসোয়া-আঁরি পিনোর ওপর নির্ভর করেন না সালমা হায়েক। ৫৮ বছর বয়সী এই তারকা জানান, ধনকুবের স্বামীর ওপর কতটা নির্ভরশীল—এমন প্রশ্নে বিরক্ত হন তিনি। 'নিজে আয় করে সেটা খরচ করেই বেশি আনন্দ পাই। এ জন্যই এখনো রোজগারের জন্য এত পরিশ্রম করি,' বলেন সালমা। **বিনোদন ডেস্ক**

সালমা হায়েক। ছবি : এএফপি

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে শনিবার সন্ধ্যায় নিউ শামীম নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে *আনারকলি* পালা। ছবি : শিল্পকলা একাডেমির সৌজন্যে

হারিয়ে যাওয়া সময়ের খোঁজে

যাত্রা উৎসব

নাজমুল হক, *ঢাকা*

হেমন্তের বিকেল তখন সন্ধ্যার কাছে যেতে শুরু করেছে। ফুটপাত থেকে রাস্তা, চারপাশ লোকে লোকারণ্য। টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর— সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়, লম্বা হতে থাকে রিকশার সারি। একে ছুটির দিন, সঙ্গে শ্যামাপূজার মেলা আর মুক্তমঞ্চে যাত্রা উৎসব—শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিল উপচে পড়া ভিড়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় গত শুক্রবার শুরু হয়েছে সাত দিনের এই যাত্রা উৎসব। রমনা কালীমন্দিরের গেট দিয়ে ঢুকতে বেগ পেতে হলো বেশ। সেখান থেকে মুক্তমঞ্চে যেতে হাঁটতে হলোই না প্রায়, মানুষের মিছিলই পৌঁছে দিল।

অনুষ্ঠান শুরু হতে তখনো আধঘণ্টা বাকি; অথচ তিল ধারণের জায়গা নেই। বাদক দলের ঢোল, ঢাক, বাঁশি, সানাই, খঞ্জনি ও ঝুনঝুনির শব্দে মঞ্চে তখন তৈরি হয়েছে যাত্রার আবহ। পাশেই বসে সংলাপের খাতা থেকে আওড়াচ্ছিলেন প্রম্পটার। ব্যাক স্টেজ থেকে মঞ্চে পায়চারি করছিলেন যাত্রাদলের সদস্যরা।

এত কিছুর মধ্যে একজন মানুষের ব্যস্ততা চোখে পড়ল। তিনি আয়োজক প্রতিষ্ঠান শিল্পকলা একাডেমির প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ। মঞ্চ আর আশপাশের বিভিন্ন বিষয় তদারক করছিলেন। বারবার ঘড়ি দেখছিলেন, সময়মতো সব শুরু করার তাড়া দিচ্ছিলেন। সাউন্ড থেকে আলোকসজ্জা—সবকিছু দেখভাল করার ফাঁকে স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গেও আলাপ সেরে নিচ্ছিলেন। হেমন্তের হিমহিম আবহের মধ্যেও ঘামছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থী, শ্রমিক থেকে হকার—সব পেশার মানুষকেই দেখা গেল। বেশির ভাগই তরুণ, যাঁদের অনেকে যাত্রার সোনালি সময়ের গল্পই কেবল শুনেছেন। তেমনই একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী রুবাইয়াত আহমেদ। তাঁর পরিকল্পনাতেই এক হয়ে যাত্রা দেখতে এসেছেন বন্ধুরা। রুবাইয়াত জানান, 'বাবার কাছে শুনেছি, এলাকায় যাত্রার দল এলে পালা দেখার জন্য বাবা কাছারি থেকে রাতে লুকিয়ে জানালা দিয়ে নেমে চলে যেতেন। দরজা ভেতর থেকে ঠিকই বন্ধ থাকত, ফলে দাদা বুঝতে পারতেন না। *সোহরাব রুস্তম, নবাব সিরাজউদ্দৌলা* যাত্রাপালার গল্প শুনে কেটেছে আমার শৈশব। সামনে থেকে দেখার সুযোগ এলে মিস করতে চাইনি। বাবাকে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা জানাব।'

বয়সে জ্যেষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গেও কথা হলো। তাঁদেরই একজন পানি বিক্রেতা লাল মিয়া ফকির। কৈশোরে যাত্রার মাইকিং এখনো তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। সুরে সুরে বলে গেলেন, 'সারা দিন মাইকিং হইত...যাত্রা, যাত্রা, যাত্রা। ভাইসব, ভাইসব, আইজ রাত ১১টায় নারান্দী গ্রামের শিঙা নদীর পাড়ে যাত্রাপালা *সোহরাব-রুস্তম*। ঝুমুর ঝুমুর নাচে মঞ্চ কাঁপাবেন প্রিন্সেস ডলি, প্রিন্সেস মল্লিকা ও প্রিন্সেস রোজি। সঙ্গে থাকবে একঝাঁক ডানাকাটা পরি। এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না। ভাইসব, ভাইসব...ঘর থাইকা লুকাইয়া শীতের রাইতে নদীর পাড়ে হাজির হইতাম। ওপরে বড় শামিয়ানা টানাইয়া বাঁশের মাচা বানায় তার ওপর তক্তা বিছাইয়া স্টেজ বানাইত। কই গেল হেদিন।'

লাল মিয়া ফকিরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুরু হয়ে গেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উৎসবের উদ্বোধন করেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রিকশাচালক ইসরাফিল মজুমদার। এ পর্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন যাত্রাশিল্পী অনিমা দে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ফয়েজ জহির। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক জামিল আহমেদ। বক্তব্য দিলেন সামান্যই, 'শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের বিনোদনের ঐতিহ্য বিবেচনায় আমরা এই যাত্রাপালার আয়োজন করেছি।' রিকশাচালক ইসরাফিল মজুমদারের অনুরোধ, 'বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তারা যেন দেশকে ভালোবাসে।' দর্শকসারিতে ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শিলা আহমেদ।

এর পরই আসে পালা শুরুর ঘোষণা, 'হা ভাই, এখনই শুরু হবে সুরভী অপেরার পরিবেশনা *নিহত গোলাপ...*।' চারদিকের কোলাহল কমে যায়। দলীয় পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়'-এর মাধ্যমে শুরু হয় কবির খানের পালা *নিহত গোলাপ*।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় নিউ শামীম নাট্য সংস্থার *আনারকলি*। আজ রোববার থাকবে বঙ্গবাণী অপেরার *মেঘে ঢাকা তারা*।

পাশের বাড়ির মেয়ে থেকে অ্যাকশন তারকা

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

রাজ-ডিকের *দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২* সিরিজে রোমহর্ষ সব অ্যাকশন করে চমকে দিয়েছিলেন সামান্থা রুথ প্রভু। *সিটাডেল : হানি বানি* সিরিজে দক্ষিণি নায়িকাকে আবারও অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। *সিটাডেল : হানি বানি* রুশো ভ্রাতৃদ্বয়ের *সিটাডেল*-এর ভারতীয় সংস্করণ। এখানে 'হানি'র ভূমিকায় আসতে চলেছেন সামান্থা। অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা এ সিরিজটিও বানিয়েছেন রাজ-ডিকে।

রাজ-ডিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দক্ষিণি নায়িকা বলেছেন, 'রাজ-ডিকে আমাকে প্রথম অ্যাকশনধর্মী চরিত্রে সুযোগ দিয়েছেন। আমি নিজেই কখনো এভাবে ভাবিনি। আগে সব সময় পাশের বাড়ির মিষ্টি মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে এসেছি। পর্দায় কাউকে ঘুষি মারতে পারব ভাবিনি। রাজ-ডিকে আমার ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলে দিয়েছেন। নিজেকে আরও বড় পরিসরে অন্বেষণ করার সুযোগ পেয়েছি।'

সিটাডেল : হানি বানি প্রসঙ্গে সামান্থা বলেছেন, 'স্পাই সিরিজে আমরা সাধারণত পুরুষদের দাপটই দেখি বেশি। তাদের ঘিরেই ছবির গল্প লেখা হয়। কিন্তু এই সিরিজে নারী-পুরুষ দুজনকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমনকি সেটা অ্যাকশন দৃশ্যের ক্ষেত্রেও সত্য। এটা দুর্দান্ত ব্যাপার। আশা করি, ভবিষ্যতে নারীদের জন্য এ রকমই বৈচিত্র্যময় চরিত্র লেখা হবে।'

ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কতটা খুঁতখুঁতে? এমন প্রশ্নের জবাবে সামান্থা বলেছেন, 'আমার কাজের সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেছে। আগে বেশি কাজ করতাম। এখন সংখ্যার চেয়ে মানের দিকে বেশি জোর দিচ্ছি। তাই কাজের সংখ্যা কমে কাজের গুণগত মান আগের চেয়ে বেড়েছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে, এখন আমি সঠিক প্রকল্প নির্বাচন করছি।'

সিরিজটিতে বানির চরিত্র করছেন বরুণ ধাওয়ান। এর মধ্যেই সিরিজটির দুটি ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ট্রেলারে অ্যাকশন, হাস্যরস আর সংলাপ নিয়ে অন্তর্জালে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ১৫ নভেম্বর অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে *সিটাডেল : হানি বানি*।

সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

মুক্তি পেল 'স্ত্রী ২'

বিনোদন ডেস্ক

সাফটা চুক্তিতে দেশের সিনেমা হলে মুক্তি পেল ভারতীয় ছবি *স্ত্রী ২*। দেশীয় ছবি *প্রহেলিকার* বিনিময়ে ভারতীয় এই ব্লকবাস্টার ছবি আমদানি করা হয়। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দ্য অভি কথাচিত্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত শুক্রবার থেকে দেশের ৩০টি প্রেক্ষাগৃহে *স্ত্রী ২* মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি গত সপ্তাহে মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও অনুমতি না মেলায় এক সপ্তাহ দেরিতে মুক্তি পেল। গত ১৫ আগস্ট ভারতে মুক্তি পেয়েছিল অমর কৌশিকের হরর কমেডি ছবিটি। এতে অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, শ্রদ্ধা কাপুর।

কক্সবাজারে তাঁরা

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চার দিনের জন্য কক্সবাজারে গেলেন ইয়াশ রোহান ও তটিনী। গতকাল থেকে একটি নাটকের শুটিং শুরু করেছেন। পরিচালক মহিদুল মহিম জানালেন, ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে নাটকটি বানাচ্ছেন তিনি। পুরো শুটিং কক্সবাজার ও আশপাশে করবেন। নাম ঠিক না হওয়া নাটকটি সুলতান এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউবে মুক্তি পাবে।

ইয়াশ ও তটিনী। ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

“আমার জীবন পুরোপুরি বদলে ফেলার সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য স্রেফ তিনটি দিন পেয়েছিলাম।

রুবেন আমোরিম
স্পোর্টিং লিসবন ছেড়ে ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার আগে **চিন্তাভাবনার** খুব একটা সময় পাননি পর্তুগিজ কোচ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ছবি : প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

বার্সেলোনার সঙ্গে খেলতে চান কৃষ্ণা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ

শুধু দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডিতেই আটকে না থেকে সাফজয়ী বাংলাদেশের মেয়েরা খেলতে চান মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বার্সেলোনার সঙ্গে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রেখে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। গতকাল সকালে ‘যমুনা’য় বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানেই তাঁর কাছে একটা আবদার করে বসেছেন বাংলাদেশ দলের ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রানী সরকার। মেয়েদের সর্বশেষ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বার্সেলোনার সঙ্গে বাংলাদেশে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের অনুরোধ করেছেন ২০২২ সাফের ফইনালে ২ গোল করা টাঙ্গাইলের মেয়ে।

সামাজিক ব্যবসার ধারণা দিতে ২০১৬ সালের ২৬ জানুয়ারি বার্সেলোনায় গিয়েছিলেন ড. ইউনূস। সেই সফরে তাঁকে তাঁর নাম লেখা একটি স্মারক জার্সিও উপহার দিয়েছিল বার্সা। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জার্সি গ্রহণের ছবিটা সংবামাধ্যমে দেখেছেন কৃষ্ণা। কাজেই বার্সার সঙ্গে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রীতি ম্যাচ আয়োজনে ড. ইউনূস সহযোগিতা করতে পারবেন, এমনটাই তাঁর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি প্রধান উপদেষ্টার কাছে বার্সেলোনার সঙ্গে ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণা পরে *প্রথম আলো*কে জানিয়েছেন, বার্সার সঙ্গে ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দেবেন, তিনি এমন পরিকল্পনা আগে থেকে করে যাননি। হঠাৎ করেই তাঁর মাথায় এসেছে বিষয়টি। তবে তাঁর প্রস্তাব শুনে বাংলাদেশ দলের অন্য খেলোয়াড়দেরও ভালো লেগেছে। পরিস্থিতি এমন যে সবাই এখন বার্সেলোনার সঙ্গে খেলার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন।

কৃষ্ণার বিশ্বাস, স্বপ্নটা বাস্তব হতেও পারে, ‘ইউনূস স্যার বার্সেলোনা থেকে জার্সি উপহার পেয়েছিলেন, সেটা আমি দেখেছি। তিনি বার্সার সমর্থক, আমিও বার্সা সমর্থক। যেহেতু বার্সার সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক, তাই ভাবলাম তাঁকে এই অনুরোধটা করাই যায়। শোনার পর তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আমাদের বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকে অবশ্যই চেষ্টা থাকবে। আর বলেছেন, দরকারে আমরা ওদের বাংলাদেশে আনতে পারি বা নিজেরা যেতে পারি।’

বার্সেলোনায় যেতে পারলে ইউরোপের ক্লাবটির সুযোগ-সুবিধা দেখার সুযোগ মিলবে। সেই অভিজ্ঞতাটাই বেশি নিতে চান কৃষ্ণা, ‘বার্সার মাঠ, অনুশীলন-সুবিধা সবই আধুনিক। আমরা সেখানে গেলে অনেক কিছু শিখতে পারব। সেটা আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে অনেক কাজে লাগবে। আমরা তো মূলত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই খেলি। এশিয়ার বাইরে গিয়ে খেলতে পারলে দলের শক্তি ও অভিজ্ঞতা বাড়বে। বার্সার সঙ্গে খেললে হারজিত বড় বিষয় হবে না। অভিজ্ঞতাই এখানে আসল।’

এনামুল-অমিতের সেঞ্চুরি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৪তম সেঞ্চুরি পেতে পারতেন দ্বিতীয় রাউন্ডেই। বরিশালের বিপক্ষে নিজের ঘরের মাঠ শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে ৯৫ রান করে আউট হয়েছিলেন এনামুল হক। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে তৃতীয় রাউন্ডে সেই ভুল শুধরে কাল ঢাকা মহানগরের বিপক্ষে এনামুল খেলেছেন ১২৫ রানের ঝলমলে ইনিংস। ১৪৫ রান এসেছে খুলনা বিভাগের আরেক ওপেনার অমিত মজুমদারের ব্যাট থেকে। দুজনের সৌজন্যে খুলনা বিভাগ প্রথম দিন শেষে করেছে ৬ উইকেটে ৩৫৮ রান।

বগুড়ায় আরেক ম্যাচে রংপুরের বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছেন সিলেটের পেসাররা। খালেদ আহমেদ, রেজাউর রহমান ও আবু জায়েদ ৩টি করে উইকেট নিয়ে রংপুরকে অলআউট করে দেন ১৫৮ রানে। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেছেন অধিনায়ক আকবর আলী। ৩৩ রান করেছেন ওপেনার খালিদ হাসান। শেষবেলায় সিলেট ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ২৪ রান।

কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের মূল মাঠে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে বরিশাল ও রাজশাহীর ম্যাচটি শুরুই হয়নি। পাশের একাডেমি মাঠে চট্টগ্রাম ও ঢাকার ম্যাচটি শুরু হয় শেষ বিকেলে, খেলা হয়েছে মাত্র ২৬ ওভার। চট্টগ্রাম ১ উইকেটে ১০৭ রান তুলেছে। কক্সবাজারে বৃষ্টি হয়েছে পরশু সকালে, এক-দেড় ঘণ্টার মতো। কক্সবাজার স্টেডিয়ামের দুটি মাঠের বাজে ড্রেনেজ সিস্টেমের কারণে ওই এক-দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতেই ভেসে গেছে বরিশাল-রাজশাহী ম্যাচের গতকালের খেলা।

জাতীয় লিগের তৃতীয় রাউন্ড থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে আসা নতুন ডিউক বল। ধারণা করা হচ্ছিল, নতুন ডিউক বল ব্যাটসম্যানদের কাজটা কঠিন করে তুলবে। সিলেটে ঢাকার বোলিং দেখে তা মনে হয়নি। এনামুল ও অমিত উদ্বোধনী জুটিতেই যোগ করেছেন ২৩০ রান। এনামুল ফেরার পর অমিত দ্বিতীয় উইকেটে আরও ৯৬ রান যোগ করেন ইমরুল কায়েসকে নিয়ে। এনামুলের ১২৫ রান আসে ১৬৯ বলে। ১৩টি চার ও ৩টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। অমিত ২৩৪ বল খেলে করেছেন ১৪৫ রান। ১৪টি চার ও ৩টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে।

চেনা সংস্করণে স্বস্তির খোঁজে বাংলাদেশ

শারজায় আফগানিস্তান সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

টেস্ট দল ভালো করছে না। টি-টোয়েন্টিতেও আনন্দিত হওয়ার মতো কিছু নেই। এই দুই সংস্করণের ক্রিকেটে সর্বশেষ দুই সিরিজেই বাজেভাবে হেরেছে বাংলাদেশ দল। এর মধ্যেই আরও একটি সিরিজ খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাত যেতে হচ্ছে বাংলাদেশ দলকে। এবার প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান দলের ঘরের মাঠ শারজায় তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। দুই দলই সিরিজটিকে দেখছে আগামী ফেব্রুয়ারির আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি হিসেবে। বাংলাদেশের জন্য এই সিরিজ জয়ের ধারায় ফেরার সুযোগও। গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে জিতেছিল বাংলাদেশ দল। প্রিয় সংস্করণে ফেরার আগে তাই কিছুটা স্বস্তির হাওয়াই যেন বইছে বাংলাদেশ দলে।

কাল দলের প্রথম বহরের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে যাওয়ার আগে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাওহিদ হৃদয়। ওয়ানডে ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে তাঁর মুখে আশার কথাই শোনা গেল, ‘আশা করি, ভালোভাবে শুরু করতে পারব। বরাবরই এই সংস্করণে আমরা ভালো খেলি। এবারও অবশ্যই ভালোভাবে শুরু করতে চাই। আমাদের যে সামর্থ্য আছে, সে অনুযায়ী যদি খেলতে পারি, ভালো কিছু হবে ইনশা আল্লাহ।’

অন্য দুই সংস্করণে বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে হৃদয় বলেন, ‘প্রত্যেক ক্রিকেটারই অনেক পেশাদার। আমার মনে হয়, অতীত নিয়ে বেশি ভাবার কিছু নেই। ম্যাচ ধরে ধরে এগোনো ভালো। সম্প্রতি আমাদের (ফল) কী হয়েছে বা কী করেছি, এগুলো নিয়ে এখন আর ভাবার সময় নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, সামনের দিনটা আমরা কীভাবে শুরু করব, সেটাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি বর্তমানে থাকতে চাই।’

বিমানবন্দরে দলের আরেক ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদও খারাপ সময়টাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন, ‘প্রত্যেক সিরিজেই আমরা ভালো করার আশা নিয়ে যাই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়তো গত কয়েকটা ম্যাচ ভালো হয়নি। কিন্তু আবার স্বপ্ন নিয়ে যাচ্ছি ভালো কিছু হবে। আশা করি, এই সিরিজে ভালো কিছু করলে আমাদের খারাপ সময়টা কেটে যাবে।’ তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কন্ডিশনে আফগানিস্তানকে হারানো যে সহজ হবে না, সেটাও মানছেন তিনি, ‘তারা চ্যালেঞ্জিং, বিশেষ করে দুবাইতে। তবে আশা করি, ইনশা আল্লাহ ভালো খেলা হবে এবং আমরা জিতব।’

গতকাল ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফসহ মোট ১৪ জন সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন। দলের অন্যদের আজ যাওয়ার কথা। বাংলাদেশ দল শারজায় দুই দিন পুরোদমে অনুশীলন করে আগামী ৬ নভেম্বর সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলবে। ৯ ও ১১ নভেম্বর হবে সিরিজের পরের দুই ম্যাচ। টেস্ট আর টি-টোয়েন্টিতে ব্যর্থতার হতাশা কি এই সিরিজে কাটিয়ে উঠতে পারবেন তাসকিন-তাওহিদরা?

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে খুব আশাবাদী তাওহিদ হৃদয়। বিসিবি

এবার কি পারবে ভারত

মুম্বাই টেস্ট

খেলা ডেস্ক

প্রথম দুই টেস্ট জিতেই ‘ভারত-দুর্গ’ জয় করেছে নিউজিল্যান্ড। মুম্বাইয়ে তৃতীয় টেস্টে কিউইদের সামনে আরও বড় কীর্তির হাতছানি, এবার সুযোগ ভারতের মাটিতে ভারতকে ধবলধোলাই করার। ২০০০ সালে একমাত্র দল হিসেবে ভারতকে ওদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে সেটি ছিল দুই ম্যাচের সিরিজ।

প্রথম দল হিসেবে ভারতে ভারতকে তিন ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ড ধবলধোলাই করতে পারবে কি না, সেটি হয়তো আজই জানা যাবে। এটি প্রায় নিশ্চিত মুম্বাই টেস্ট শেষ হচ্ছে তৃতীয় দিনেই। কাল দ্বিতীয় দিনটা নিউজিল্যান্ড শেষ করেছে ৯ উইকেটে ১৭১ রান নিয়ে, এগিয়ে গেছে ১৪৩ রানে। শেষ দুই ব্যাটসমান এজাজ প্যাটেল ও উইলিয়াম ও’রুর্ক আর কত রান এনে দিতে পারেন নিউজিল্যান্ডকে, সেটিই দেখার বিষয়।

নিউজিল্যান্ডকে বিরল কীর্তি গড়ার আশা দেখাচ্ছে এই সিরিজে ভারতের ব্যাটিং। মুম্বাই টেস্টেই এই সিরিজে প্রথমবার প্রথম ইনিংসে লিড পেলে এবারও ব্যাটিংটা ভালো হয়নি ভারতের। পরশু বিকেলে ৮ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারানো দলটি গতকালও ব্যাটিং ধসের শিকার।

৪ উইকেটে ৮৪ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা দলটি আর কোনো উইকেট না হারিয়েই পৌঁছে যায় ১৮০ রানে। ইশ সোধির রং’আনে এলবিডব্লু হলে ভাঙে গিল-পন্তের ৯৬ রানের জুটি, ভারতের ইনিংসের শেষের শুরুও তাতে। ১৮০/৪ থেকে ২৬৩/১০, ৮৩ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় দলটি।

৫৯ বলে ৬০ রান করেছেন পন্ত। শুবমান গিল ১৪৬ বলে করেন ইনিংস সর্বোচ্চ ৯০ রান। শেষ দিকে ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৬ বলে ৩৮ রান করেন। তাতেই ২৮ রানের লিড পায় ভারতীয়রা। মুম্বাইয়ে খেলা নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ টেস্টে ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়ে ইতিহাস গড়া বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল এবার পেয়েছেন ৫ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে। রবীন্দ্র জাদেজা নিয়েছেন ৪ উইকেট, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৩ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেছেন উইল ইয়াং।

পঞ্চম উইকেট নেওয়ার পর অধিনায়ক টম ল্যাথামের সঙ্গে এজাজ প্যাটেল। এএফপি

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ২৩৫ ও ৪৩.৩ ওভারে ১৭১/৯ (ইয়াং ৫১, ফিলিপস ২৬; জাদেজা ৪/৫২, অশ্বিন ৩/৬৩)।
ভারত ১ম ইনিংস : ৫৯.৪ ওভারে ২৬৩ (গিল ৯০, পন্ত ৬০, সুন্দর ৩৮*, জয়সোয়াল ৩০; প্যাটেল ৫/১০৩)।
(২য় দিন শেষে)

ভারতীয় দর্শকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

খেলা ডেস্ক

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দল কি শেষ পর্যন্ত যাবে পাকিস্তানে? টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশ্নটা ততই জোরালো হচ্ছে। এর মধ্যেই পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে।

সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দেখতে ভারতের যেসব দর্শক পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের দ্রুত ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত শিখ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই আশ্বাস দেন নাকভি। পিসিবি চেয়ারম্যান বলেছেন, ‘আমরা ভারতীয় দর্শকদের টিকিটের জন্য বিশেষ কোটা রাখব। পাশাপাশি দ্রুত ভিসা প্রদান নীতি কার্যকরের চেষ্টাও করব।’ এ সময় নাকভি ভারতীয় সমর্থকদের পাকিস্তানে ভ্রমণ এবং লাহোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার বিশেষ আমন্ত্রণও জানান।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির তোড়জোড় শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারতের পাকিস্তান যাওয়া নিয়ে নানামুখী আলোচনা শোনা যাচ্ছে। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে, নাকি পুরো টুর্নামেন্টই সরিয়ে নেওয়া হবে, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে নিয়েই টুর্নামেন্ট আয়োজনে আত্মবিশ্বাসী। সে লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলছে তারা।

পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররাও ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার আহ্বান জানাতে শুরু করেছেন। কদিন আগে ভারতকে পাকিস্তানে খেলতে যেতে বলেছেন কিংবদন্তি পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম। ‘সুলতান অব সুইং’ বলেছেন, ‘আমি যেসব খবর পড়ছি, তাতে ভারত সরকার ও বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ইতিবাচক ভাবনা পাচ্ছি। আমি এটাও পড়েছি যে তারা সম্ভবত তাদের সব ম্যাচ লাহোরে খেলবে। তারা সম্ভবত লাহোরে আসবে এবং ওই রাতেই (ফিরে যাবে)। এতে ভারত স্বচ্ছন্দে থাকলে, আমি এই পরিকল্পনার পক্ষে।’ তাঁর কথা, ‘আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, তাদের খুব ভালো দেখভাল করা হবে। আমার মতে, ভারত যদি (পাকিস্তানে) আসে, তবে এটি ক্রিকেটের জন্য দারুণ ব্যাপার হবে এবং অবশ্যই এটি পাকিস্তানের জন্যও দুর্দান্ত হবে।’

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানে হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। তবে এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশিত হয়নি। মূলত ভারতের পাকিস্তান ভ্রমণের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

আর্সেনালের পর সিটিরও হার

খেলা ডেস্ক

ইংলিশ লিগের সবচেয়ে একপক্ষীয় দ্বৈরথের তালিকা করলে ১ নম্বরেই থাকে ম্যানচেস্টার সিটি-বোর্নমাউথ ম্যাচ। গতকালের আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটির বিপক্ষে ২১ ম্যাচের মাত্র দুটিতে ড্র করতে পেরেছিল বোর্নমাউথ, বাকিগুলোতে হার।

কাল রাতে ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে সেই বোর্নমাউথই গড়েছে ‘ইতিহাস’। প্রিমিয়ার লিগে টানা ৩২ ম্যাচ অপরাজিত থাকা সিটিকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। একই রাতে হেরেছে আর্সেনালও।

নিউক্যাসলের মাঠ জেমস পার্কে খেলতে নেমে মিকেল আরতেতার দল হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। তবে দুই পরাশক্তির হারের রাতে জিতেছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে আর্নে স্লটের দল ব্রাইটনের কাছে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জিতেছে ২-১ গোলে। তিন বড় দলের ফল ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন এসেছে পয়েন্ট তালিকায়। ১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি। নটিংহাম ফরেস্ট ১৯ পয়েন্ট তৃতীয় ও আর্সেনাল ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে।

ছোট পর্দায় আজ

মুম্বাই টেস্ট-৩য় দিন	*স্পোর্টস ১৮-১*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০টা
জাতীয় ক্রিকেট লিগ	*ইউটিউব/বিসিবি*
ঢাকা বিভাগ-চট্টগ্রাম	সকাল ১০টা
সিলেট-রংপুর	সকাল ১০টা
ঢাকা মহানগর-খুলনা	সকাল ১০টা
রাজশাহী-বরিশাল	সকাল ১০টা
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা	রাত ৮টা
ম্যান ইউনাইটেড-চেলসি	রাত ১০-৩০ মি.

অপেক্ষা বাড়ল নেইমারের

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল

খেলা ডেস্ক

এ বছর ব্রাজিলের জার্সিতে আর খেলা হচ্ছে না নেইমারের। চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরলেও বছরের শেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ঘোষিত ব্রাজিলের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তাঁর। ১৪ নভেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ২০ নভেম্বর পরের ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে। এ বছর নভেম্বরের পর ব্রাজিলের আর কোনো ম্যাচ নেই। গত পরশু রাতে ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি তরুণ স্ট্রাইকার এনদ্রিকেরও।

বিশ্বকাপ বাছাই দলে নেইমারকে ডাকেননি কোচ দরিভাল।

চোটের কারণে এক বছরের বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। সম্প্রতি আল হিলালের হয়ে মাঠে ফিরেছেন। এ মাসে আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই সূচিতে জাতীয় দলের হয়েও ফিরতে পারেন নেইমার, এমনটা শোনা যাচ্ছিল। ব্রাজিলের কোচ দরিভাল জুনিয়রও জানিয়েছেন, নেইমার নিজে আগ্রহী ছিলেন এই মাসে ব্রাজিলের হয়ে খেলতে। তবে এখনই ব্রাজিলিয়ান এই মহাতারকাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নন তাঁর জাতীয় দলের কোচ। আপাতত নেইমারকে বাইরে রেখেই তাই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন দরিভাল। ব্রাজিলের জার্সিতে ফেরার অপেক্ষা তাই এ বছর আর শেষ হচ্ছে না নেইমারের।

নেইমারকে দলে না রাখা নিয়ে দরিভাল বলেছেন, ‘নেইমারের সঙ্গে যা ঘটছে, আমরা সবকিছু কাছ থেকে অনুসরণ করছি। বিশেষ করে ব্রাজিলের হয়ে খেলার সময় তার চোটে পড়ার ঘটনার পর থেকে। গত দুই মাসে দুই-তিনবার তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা সবাই তার উন্নতির ব্যাপারে মনোযোগী। সে পুরোপুরি সেরে উঠেছে। কিন্তু মাঠে সে খুব কম মিনিটই পেয়েছে। এটা বড় একটি কারণ। আমরা পরেরবার তাকে ফেরানোর জন্য প্রস্তুত থাকব, সে-ও প্রস্তুত থাকবে।’

দরিভাল বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সে দলে থাকতে চেয়েছিল। এবার তাকে দলে রাখতে পারলে আমিও খুশি হতাম। তবে তাকেও পরিস্থিতি বুঝতে হবে। সে খুব কম মিনিটই মাঠে পেয়েছে। কিন্তু তাকে মাঠে কিংবা বেঞ্চে দেখলে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকবে। আমার মনে হয়, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

সব ঠিক থাকলে হয়তো আগামী বছর মার্চে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে ফিরবেন নেইমার।

দক্ষিণ আমেরিকান বাছাইপর্বে ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ব্রাজিল। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় কলম্বিয়া ও ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় উরুগুয়ে। গোল ব্যবধানে ব্রাজিলের চেয়ে এগিয়ে থাকায় এক ধাপ ওপরে উরুগুয়ে।

ব্রাজিল দল

বেন্তো, এদেরসন, ওয়েবেরটন, দানিলো, ভ্যান্ডারসন, আবনের, গিলের্মো আরানা, এদের মিলিতাও, গাব্রিয়েল মাগলায়েস, মার্কিনিওস, মুরিলো, আন্দ্রে, ব্রুনো গিমারেস, গারসন, লুকাস পাকেতা, আন্দ্রেস পেরেইরা, এস্তেভাও, রদ্রিগো, লুইস হেনরিক, সাভিনিও, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ইগর জেসুস, রাফিনিয়া।

বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রেখে নিচ্ছে ভাড়া

তেলচালিত ৪০ কেন্দ্র

বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখার হিসাব না করায় বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুযোগ হারিয়েছে পিডিবি।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

সর্বোচ্চ চাহিদার সময় মূলত তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো হয়। কিন্তু ২৭ মাস ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই সরকারি নির্দেশনা মানছে না বেসরকারি খাতের ফার্নেস তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। ফলে লোডশেডিং করতে হয়েছে সারা দেশে। এ জন্য কোনো জরিমানাও দিতে হচ্ছে না বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে। উল্টো বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসিয়ে রেখে ভাড়া নিচ্ছে।

চুক্তি অনুসারে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে ১০ শতাংশ সময় নিজেরা বন্ধ রাখতে (আউটেজ) পারে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র। তার মানে ১০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বছরে ৮৩৬ ঘণ্টা (৩৬.৫ দিন) বন্ধ রাখতে পারে। এর বাইরে বন্ধ রাখার সময় কেন্দ্রভাড়া পাবে না; বরং জরিমানা দিতে হবে তাদের। কিন্তু আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখা হলেও এর হিসাব করছে না পিডিবি।

হিসাব করা হলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) বছরে কেন্দ্রভাড়ায় ৪০ শতাংশ খরচ কমত বলে মনে করছেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া বিল জমতে থাকায় তারা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। তাদের দাবির মুখে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখার সময় হিসাব না করেই ২০২২ সালের জুলাই থেকে বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছে পিডিবি। বিদ্যুৎ বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই পিডিবির বোর্ডে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে নেন তৎকালীন চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান। পরে সরকার বন্ড ছেড়ে বকেয়ার বেশির ভাগ শোধ করেছে। বর্তমানে বকেয়া অনেক কমে এসেছে। অথচ ওই নিয়মে এখনো সুবিধা পাচ্ছে বেসরকারি তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো।

পিডিবির দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগের অনুমোদন ছাড়া পিডিবি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এটা অবৈধ। সাবেক চেয়ারম্যানের সঙ্গে বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের বোঝাপড়া ছিল। এ কারণে তিনি তাঁদের সুবিধা দিয়েছেন।

এ অভিযোগের বিষয়ে মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, বকেয়া বিল পরিশোধে পিডিবি হিমশিম খাচ্ছিল। তাই আউটেজের টাকা আদায় স্থগিত করা হয়েছিল, বাতিল করা হয়নি। না হলে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে পারত না। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ বিভাগের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে তা অবহিত করা হয়েছিল। তবে বিদ্যুৎ বিভাগের লিখিত অনুমোদন ছাড়া পিডিবি চুক্তির শর্ত স্থগিত করতে পারে কি না, এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তিনি।

পিডিবি সূত্র বলছে, উৎপাদনের নির্দেশনা দিলেও কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন করত না। ফলে ২০২২ সালের জুলাই থেকে দেশে ব্যাপক লোডশেডিং শুরু হয়। পিডিবির নতুন চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, ধীরে ধীরে সবকিছু সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। বকেয়া বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। বিল পরিশোধ করে আউটেজ আবার চালু করা হবে।

> বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখতে পারে না, এটি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাদের চুক্তি বাতিল করে জরিমানা আদায় করতে হবে।
>
> **এম শামসুল আলম**, জ্বালানি উপদেষ্টা, ক্যাব

দেশে বর্তমানে কেন্দ্রভাড়াসহ ফার্নেস তেলচালিত বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু আছে ৪০টি। এগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ৪ হাজার ১০০ মেগাওয়াটের কিছুটা বেশি। পিডিবি সূত্র বলছে, এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের বছরে কেন্দ্রভাড়া ৫৯ কোটি ডলার বা ৭ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখার সময় হিসাব করা হলে বছরে ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় করা যেত।

তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের একজন উদ্যোক্তা *প্রথম আলোকে* বলেছেন, ৪৫ দিনের মধ্যে বিল দেওয়ার কথা থাকলেও ১৪০ থেকে ১৫০ দিন দেরি করেছে। তাই বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো যায়নি। এই দায় পিডিবির। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর আউটেজের হিসাব করার কোনো সুযোগ নেই। তবে বিল নিয়মিত হলে তাঁরা নভেম্বর থেকে চাহিদা মতো বিদ্যুৎ দেবেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, চুক্তি অনুসারে সব বিদ্যুৎকেন্দ্রেরই ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্রভাড়া আছে, যা সরকারের তহবিল থেকে দিতে হয়। আবার পিডিবির চাহিদামতো বিদ্যুৎ দিতে না পারলে বিদ্যুৎকেন্দ্রকে জরিমানার বিধান আছে চুক্তিতে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পিডিবির ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়ার পেছনে। পরের অর্থবছরে এটি ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়াতে পারে।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, নিজেরা ইচ্ছা করে বন্ধ রেখে কেন্দ্রভাড়া নিয়েছে, আবার মানুষকে লোডশেডিংয়ের ভোগান্তি দিয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখতে পারে না, এটি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই তাদের চুক্তি বাতিল করে জরিমানা আদায় করতে হবে। আর বাড়তি যে ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে, তা হিসাব করে বকেয়া বিলের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সই নকল করে বদলির চেষ্টা

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের সই নকল করেছে প্রতারক চক্র। দুজন চিকিৎসক বদলির জন্য সই নকল করা হয়। ধরা পড়ার পর তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়।

রাজশাহী ও কুষ্টিয়ার দুজন চিকিৎসক দালাল ধরেন বদলির জন্য। এর জন্য তাঁরা টাকাও দিয়েছিলেন। সেই দালাল ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগসাজশে সই নকল করেছেন। মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, সরকার পরিবর্তন হলেও অনিয়ম-দুর্নীতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ছেড়ে যায়নি।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এমন ঘটনা নিশ্চয়ই আগেও ঘটেছে। অনুসন্ধান করে দোষীদের চিহ্নিত এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ঘটনা থাকলে এমন দুঃসাহস কেউ দেখাত না। আমি আশা করছি, ঘটনায় জড়িত পুরো দলকে আমরা ধরতে পারব।'

উপদেষ্টা ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চারজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক মো. নুরে আলম সিদ্দিকি এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শেখ মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বদলি হওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করেন। এর জন্য তাঁরা দালাল ধরেন। দালালকে ৫০ হাজার টাকা দেন। ওই দালাল ও মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী মিলে বদলির কাগজে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সিল দেন ও নকল সই দেন।

ওই দুই চিকিৎসক *প্রথম আলোর* কাছে দুই রকম কথা বলেছেন। শুক্রবার রাতে মো. নুরে আলম সিদ্দিকি *প্রথম আলোকে* বলেন, উপদেষ্টার সই নকল হয়েছে, এমন কথা তিনি জানেন না। শেখ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সই কে নকল করেছে, আমরা তা জানি না।' তবে তিনি বলেন, তাঁরা কাউকে কোনো টাকা দেননি।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর শেখ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ৩০ অক্টোবর শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। তাতে অভিযোগ করেন, তাঁদের দুজনের বদলি করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মো. তুষার নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি তাঁদের পূর্বপরিচিত। তাঁরা তাঁদের বদলির আবেদনের কপি তুষারকে দেন। তুষারসহ দু-তিনজন স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সই নকল করে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

মো. তুষার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি বিআরএস করপোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের রাজশাহী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশ থেকে ওষুধ আনে। চিকিৎসকেরা যেহেতু তাদের ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লেখেন, তাই চিকিৎসকদের সহায়তা করা তাঁর দায়িত্ব। এ রকম কাজ তাঁরা নিয়মিত করেন। এই দুজন চিকিৎসকের বদলির ব্যাপারে তিনি এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যান (যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে তাঁর নাম উল্লেখ করা হলো না)।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয়ের কোন ব্যক্তি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা শনাক্ত করা গেছে; কিন্তু তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না মন্ত্রণালয়। তবে ওই দুজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও অনুসন্ধান করা হবে।

স্মরণ

এপ্রিল ২০২৩-এ ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে শেষবারের মতো পাশাপাশি দুই বন্ধু—লেখক ও নুরুন্নাহার। ছবি : ছায়ানট

চিরসখা নুরু

সন্‌জীদা খাতুন

মাক্কী (হোসনে আরা) আমার পরম বন্ধু। মাক্কীর সূত্রেই ওর খালাতো বোন নুরুকে পেয়ে যাই। দিনে দিনে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে মমতায় মাখা স্নিগ্ধ মানুষটির সঙ্গে বন্ধুত্ব।

নুরুর (নুরুন্নাহার আবেদীন) সঙ্গে আমার আবার কলেজের সূত্রেও যোগাযোগ ছিল। ওদের বাড়িতে খুব বেড়াতে যেতাম। নুরুর স্বামী ভাইজান একদিন আমাকে বললেন, তোমার বন্ধু তো ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরিতে ব্যাঙ কেটে ওই হাতে আর খেতে পারে না, তুমি ওকে সাহায্য করতে পারো না? তখন থেকেই, ঢাকা কলেজ সেরে নুরু ইডেন কলেজে ফিরলে, ওকে আমি দুপুরের টিফিন খাইয়ে দিতাম। কলেজে যে সামান্য কজনের সঙ্গে ভালো জানাশোনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে নুরুর সঙ্গেই ভাবটা ছিল বেশি। সেটা ওদের গোটা পরিবারের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গভীর হওয়ার অন্যতম কারণ।

ওদের বাড়িতে আমি একের পর এক গান গেয়ে যেতাম। মাক্কীদের মতোই ওরা সবাই-ই গানপাগল। ওদের আনসারী ভাইও অনেক গান গাইতেন। নুরুরা সবাই ওনার মহা ভক্ত। উনি পুরোনো বাংলা গান, সিনেমার গান গাইতেন। নুরুদের ৩ নম্বর পুরানা পল্টনের বাড়িতে জমজমাট গানের আসর বসত।

পরে ওরা সরকারি কোয়ার্টারে উঠে যায়। ওই সব জায়গা ঘিরেই নুরুকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। তখন আমিও আজিমপুরের সরকারি কলোনিতে থাকি। ওর স্নিগ্ধ স্বভাবের টানে ওর কাছ খুব যেতাম। নুরুর কাছে চুপচাপ বসে থাকতেও খুব ভালো লাগত। দাদা সাইফুদ্‌দৌলাও সেখানে এসে উপস্থিত হতেন।

ছেলেপুলে নিয়ে মাক্কী বরাবরই ছায়ানটের সব অনুষ্ঠানের সাজসজ্জায় মেতে উঠত, মঞ্চের আড়ালের আয়োজনের কাজেও হাত লাগাত। ওদের সঙ্গে নুরুও সপরিবার সবেতে জড়িয়ে পড়ে। স্নিগ্ধতা, কোমলতা আর সুরুচিপূর্ণ পরিপাটি স্বভাবের গুণে আমাদের ভরসা হয়ে ওঠে আমার বন্ধুটি।

শুধু অনুষ্ঠান সাজিয়ে তোলা কেন, ছায়ানটের নানান রিহার্সালেও আমরা নুরুর বাড়ির বৈঠকখানাটি ব্যবহার করতাম। কারও বাড়িতে দল বেঁধে গান নিয়ে বসা মানে সেই গৃহকর্তারই জলখাবারের আয়োজন। হাসিমুখে, অক্লেশে সব সামলে নিয়েছে নুরু।

ছায়ানটের কাজে দেশের বাইরের বড় শিল্পী এলে তাঁদেরও স্থায়ী ঠিকানা ও সঙ্গী হয়ে ওঠে নুরুর বিশাল বাড়ি আর ওর পরিবার। যেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, শঙ্খ ঘোষ, সর্বাণী হোমের বাংলাদেশের ঘর।

একের পর এক মাক্কী, দাদা ও নুরুকে হারিয়ে আমাদের জীবনের একটা দিক যেন অন্ধকার হয়ে গেছে (গত ১১ আগস্ট প্রয়াত হন নুরু)। ৫ নম্বর ধানমন্ডির ৫০ নম্বর বাড়িটিও কি আলো হারাচ্ছে? নির্মোহ ভালোবাসায় বেঁধে অগণ্য অনুসারী রেখে গেছেন ওঁরা। আমার এবং ছায়ানটের চিরসখা হয়ে ওঠা নুরুর আন্তরিকতা-নিষ্ঠা-নিভৃতকর্মের স্মৃতিই হয়তো সে ফিকে আলোয় আবার ঔজ্জ্বল্য ফেরাবে!

ইউনেসকোর প্রতিবেদন

বিশ্বে প্রতি চার দিনে খুন এক সাংবাদিক

এএফপি, *প্যারিস*

বিশ্বজুড়ে ২০২২ ও ২০২৩ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১৬২ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। আগের দুই বছরের তুলনায় যা বেশি। গতকাল শনিবার প্রকাশিত ইউনেসকোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

সাংবাদিক নিহত হওয়ার প্রায় সব ঘটনাতেই দোষী ব্যক্তিদের কোনো সাজা হয় না বলেও ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থাটি জানিয়েছে, নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুন হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে এভাবে সাংবাদিক হত্যা বেড়ে যাওয়াকে 'উদ্বেগজনক' বলেছে ইউনেসকো।

ইউনেসকোর মহাপরিচালক আদ্রে আজুলে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২০২২ ও ২০২৩-এ শুধু সত্য অনুসন্ধানে নিজেদের মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি চার দিনে একজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন।

'সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকা অপরাধীদের সাজার আওতায় আনা নিশ্চিত করতে' আদ্রে আজুলে দেশগুলোকে আরও বেশি কিছু করার তাগাদা দিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে, ২ বছরে ৬১ জন। সবচেয়ে কম—ছয় সাংবাদিক নিহত হয়েছেন উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে।

প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে, ২০২৩ সালে নিহত সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। প্রতিবেদনটিতে আরও উদ্বেগজনক তথ্য তুলে ধরে বলা হচ্ছে, নারী সাংবাদিক নিহতের সংখ্যা ২০১৭ সাল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

সাংবাদিক খুনের প্রায় সব ঘটনাই বিচারহীন থেকে গেছে। ২০০৬ সাল থেকে ইউনেসকো বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক হত্যার খবর রাখছে। সংস্থাটির হাতে থাকা তালিকা অনুযায়ী, ৮৫ শতাংশ মামলাতেই কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায়নি বা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ডেঙ্গুতে এক দিনে রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল আটটা থেকে গতকাল শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এক দিনে ডেঙ্গুতে এটি সর্বোচ্চ সংখ্যায় মৃত্যু। সাধারণত নভেম্বরে ডেঙ্গু জ্বরের সংক্রমণ কমে যায়। আর সংক্রমণ কমে আসার ফলে কমে যায় মৃত্যুর সংখ্যাও; কিন্তু চলতি মাসের শুরুতেই মৃত্যুর এই উর্ধ্বগতি জনস্বাস্থ্যবিদ এবং চিকিৎসকদের ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁরা বলছেন, অক্টোবর মাসজুড়ে ডেঙ্গুতে সংক্রমণ বেশি থাকার কারণে এ রোগে আক্রান্ত হওয়া জটিল রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে। এখন সংক্রমণ কমাতে যেমন তৎপরতা দরকার, তেমনি দরকার চিকিৎসাব্যবস্থা আরও ঢেলে সাজানো।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ চারজন, বরিশাল বিভাগে তিনজন এবং সিটি করপোরেশন ছাড়া ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগে একজন করে মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯৬৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৭২ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৮০, ঢাকা বিভাগে ১৬৯, বরিশাল বিভাগে ১২৫, খুলনা বিভাগে ৮১, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭১, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪০, রাজশাহী বিভাগে ২১, সিলেট বিভাগের ৫ ও রংপুর বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছরের জুলাই থেকে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭। গত অক্টোবর মাসে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৩০ হাজার ৮৭৯ জন। আর সেই মাসে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় ১৩৪ জনের।

এ বছর এখন পর্যন্ত ৬৩ হাজার ১৬৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল ডেঙ্গুতে ১০ জনের মৃত্যু হলো। এটি এক দিনে মৃত্যুর রেকর্ড। ডেঙ্গু এখন বেড়ে যাওয়ার কারণ অক্টোবরের অস্বাভাবিক বৃষ্টি। এই প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি সার্বিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মোটেও এগোচ্ছে না। আবার চিকিৎসাব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণেরও কোনো লক্ষণ দেখছি না।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন; আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

নভেম্বরে সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপ কমে যায়; কিন্তু এবার এ মাসের শুরু থেকেই সংক্রমণ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মৃত্যুও। এর কারণ হিসেবে মশার ঘনত্ব বৃদ্ধিকে একটি কারণ বলে মনে করেন কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবীরুল বাশার। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা গবেষণায় দেখছি, এডিস মশার ঘনত্ব বেশি আছে; কিন্তু এ মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়।'

নদীভাঙন দেখা দিয়েছে পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙন। এতে কৃষকের শত শত বিঘা কৃষিজমি নদীতে বিলীন হচ্ছে প্রতিদিন। গতকাল পাবনার হিমাইতপুর ইউনিয়নের চর ভবানীপুর এলাকায়। ছবি : হাসান মাহমুদ

শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ ব্যক্তিদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার প্রথম দফায় শতাধিক পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 'শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ' কর্মসূচির আওতায় এ সহায়তা দিচ্ছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।

গতকাল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সহায়তা দেওয়া শুরু হয়। এদিন ২০০ পরিবারের সদস্যদের হাতে সহায়তার চেক তুলে দেওয়ার কথা ছিল। তবে সবাই অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি।

ঢাকার পর দেশের অন্য বিভাগের ধাপে ধাপে গণ-অভ্যুত্থানের সব শহীদের পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের দেওয়া হবে এক লাখ টাকা করে।

গতকাল নগর ভবনে প্রথম ধাপের আয়োজন শুরু হয় সকাল নয়টায়। তথ্য হালনাগাদ শেষে দুপুরে শুরু হয় মূল আয়োজন। অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শুরুতে অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ ৫০টি শহীদ পরিবারের হাতে চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'এই কাজ আমরা (মুক্তিযুদ্ধের পর) '৭২, '৭৩ সালে করতে পারিনি। সে জন্য বলব, আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।'

আহত ও শহীদ পরিবারের পাশে যেভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল, তা সম্ভব হয়নি জানিয়ে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, 'প্রয়োজনে এই ফাউন্ডেশনকে আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়ে রাখব। যত দিন একজন আহত ভাইও বেঁচে থাকবেন, যত দিন শহীদ পরিবারের সদস্যরা থাকবেন।' তিনি বলেন, ধাপে ধাপে সহায়তা অব্যাহত থাকবে। সেটা আর্থিক সহযোগিতা হতে পারে, আবার দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনও হতে পারে। অথবা শহীদ পরিবার থেকে অন্তত একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করেও এই ব্যবস্থা হতে পারে।

পরে রাত আটটার দিকে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম নগরে ভবনে উপস্থিত হন। পরে তিনি অন্য পরিবারগুলোর সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেন।

শাহবাগে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের পাশে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয় রয়েছে। শহীদ পরিবারের সদস্য বা আহত ব্যক্তিরা যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে সেখানে আসতে বা ফাউন্ডেশনের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর ১৬০০০-তে যোগাযোগ করতে পারবেন।

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি শহীদ এবং ২৪ হাজার আহত ব্যক্তির পরিচয় প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন। তারা জানায়, তালিকাটি যাচাই করা হচ্ছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০২ নভেম্বর, ২০২৪
১৭ কার্তিক, ১৪৩১
২৯ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়?
  উত্তর: ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
- 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক কে?
  উত্তর: মাহমুদুর রহমান।
- 'জেন জি বা জেনারেশন জেড' কাদের বলা হয়?
  উত্তর: ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের ভেতর যাদের জন্ম।
- জাতিসংঘের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ICPPED চুক্তিতে সই করে?
  উত্তর: ৯৯তম। [গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ-ICPPED]
- আসিয়ানের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
  উত্তর: ১০টি।
- তুরস্কে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন কে?
  উত্তর: মুয়াজ মাহমুদ (বাংলাদেশ)।
- 'ইলিশা-১' গ্যাসক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?
  উত্তর: ভোলা।
- 'Man and Superman' বইটি কার লেখা?
  উত্তর: জর্জ বার্নার্ড শ (মৃত্যু-২ নভেম্বর ১৯৫০)

০২ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৭৪	সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখক বরকতউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯১৪	রাশিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
১৯২০	যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের প্রথম নিয়মিত বেতার সম্প্রচার শুরু হয়।
১৯৪৯	ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। এর আগে দেশটি সাড়ে তিনশো বছর ধরে হল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল।

George Bernard Shaw
(1856-1950)

লেখক পরিচিতি
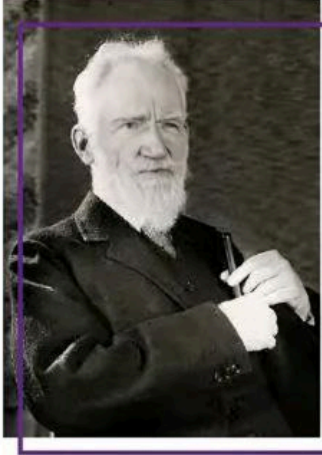
◉ The Edwardian Period এর বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার ও সমালোচক G. B. Shaw ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

◉ তাঁকে William Shakespeare এর পর দ্বিতীয় সেরা ব্রিটিশ নাট্যকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁকে The Father of Modern English Literature বা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক বলা হয়।

◉ নাটক রচনায় তার প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৭৮ সালে। তাঁর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা মোট ৬২টি। তাঁর রচিত নাটকসমূহ Drama of Ideas নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একই সাথে Nobel ও Academy Award পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত Pygmalion নাটক অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল যা তাঁকে Oscar পুরস্কার এনে দিয়েছিল। 1925 সালে সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

NOVELS

- Immaturity
- Cashel Byron's Profession
- The Unsocial Socialist
- The Irrational Knot
- Love Among the Artists

◉ ১৯৫০ সালের ২ নভেম্বর ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারে মৃত্যুবরণ করেন।

Short Stories	Plays (Unpleasent)	Plays (Pleaseant)
The Miraculous Revenge	Philanderer	You Never Can Tell
The Black Girl in Search of God	Widower's House	Arms and the Man; Candida
	Mrs. Warren's Profession	The Man of Destiny

Other Plays		Plays (Puritans)	
Man and Superman	Doctor's Dilemma	Caesar and Cleopatra	Captain Brassbound's Conversation
Pygmalion	The Great Catherine	The Devil's Disciple	
Saint Joan	The Apple Cart	The Admirable Bashville	

২৫. ২৪ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিশ্বের কতটি দেশ ও অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হয়েছে?
ⓚ ৪৪ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓚ ৪৬ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓖ ৪৮ দেশ ও ১টি অঞ্চল
ⓖ ৫০ দেশ ও ১টি অঞ্চল

সংস্থার সদস্য

২৬. জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার (UNIDO) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৩টি খ ১৭৫টি গ ১৭৭টি ঘ ১৭৯টি

২৭. ৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ UNIDO'র ১৭৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ফিলিস্তিন খ দক্ষিণ সুদান
গ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ঘ নাইজার

২৮. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৯৫টি খ ৯৬টি গ ৯৭টি ঘ ৯৮টি

২৯. ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ AIIB'র ৯৮তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক পাপুয়া নিউ গিনি খ দক্ষিণ সুদান
গ কেনিয়া ঘ জিবুতি

৩০. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৬৮টি খ ৬৯টি গ ৭০টি ঘ ৭১টি

৩১. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ ADB'র ৬৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক ইসরায়েল খ নাউরু
গ কাজাখস্তান ঘ আজারবাইজান

৩২. ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) বর্তমান সদস্য কতটি?
ক ১৭৮টি খ ১৮০টি গ ১৮১টি ঘ ১৮৩টি

৩৩. ১৪ অক্টোবর ২০২৪ কোন দেশ পুনরায় ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নে যোগদান করে?
ক ইরান খ জ্যামাইকা গ রাশিয়া ঘ যুক্তরাষ্ট্র

সম্মেলন

৩৪. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১১-২২ অক্টোবর ২০২৪ খ ১১-২২ নভেম্বর ২০২৪
গ ১১-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ ঘ ১১-২২ জানুয়ারি ২০২৫

৩৫. ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 29) কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক পার্থ, অস্ট্রেলিয়া খ বাকু, আজারবাইজান
গ বেলেম, ব্রাজিল ঘ বন, জার্মানি

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৬. Business Ready শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে কোন সংস্থা?
ক জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি খ বিশ্বব্যাংক
গ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ঘ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

৩৭. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে?
ক ভারত খ পাকিস্তান
গ ইথিওপিয়া ঘ বাংলাদেশ

৩৮. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইয়েমেন খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ঘ সোমালিয়া

৩৯. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৭৯তম খ ৮৪তম গ ৮৮তম ঘ ৯৯তম

৪০. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সুইজারল্যান্ড খ সুইডেন
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ সিঙ্গাপুর

৪১. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইথিওপিয়া খ মালি
গ নাইজার ঘ অ্যাঙ্গোলা

৪২. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ৯৭তম খ ১০১তম
গ ১০৬তম ঘ ১১৩তম

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

৪৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ভিক্টর অ্যামব্রোস খ গ্যারি রাভকুন
গ মাইকেল হটন ঘ ক + খ

৪৪. পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক জন জে হপফিল্ড খ জিওফ্রে ই হিন্টন
গ অ্যান লিয়ের ঘ ক + খ

৪৫. রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ডেভিড বেকার খ ডেমিস হাসাবিস
গ জন এম জাম্পার ঘ ওপরের সকলে

৪৬. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কে?
ক হান ক্যাং খ ডোরিস লেসিং
গ ওলগা তোকারচুক ঘ আনি এরনো

৪৭. শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কোন প্রতিষ্ঠান?
ক বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি খ নিহন হিদানকিও
গ ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট ঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

৪৮. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
ক ড্যারন আসেমোগলু খ সাইমন জনসন
গ জেমস রবিনসন ঘ ওপরের সকলেই

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার কে?
ক জিল্লুর রহমান খ নিয়াজ মোরশেদ
গ মনন রেজা ঘ মিনহাজ উদ্দিন

৫০. ২০২৪ সালের নবম ICC নারী টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
ক নিউজিল্যান্ড খ ভারত
গ ইংল্যান্ড ঘ অস্ট্রেলিয়া

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৫.	ক
২৬.	ক
২৭.	গ
২৮.	ঘ
২৯.	ঘ
৩০.	খ
৩১.	ক
৩২.	গ
৩৩.	খ
৩৪.	খ
৩৫.	খ
৩৬.	খ
৩৭.	ক
৩৮.	ঘ
৩৯.	খ
৪০.	ক
৪১.	ঘ
৪২.	গ
৪৩.	ঘ
৪৪.	ঘ
৪৫.	ঘ
৪৬.	ক
৪৭.	খ
৪৮.	ঘ
৪৯.	গ
৫০.	ক

সাম্প্রতিক MCQ
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
ক ৫০টি খ ৫১টি গ ৫২টি ঘ ৫৩টি

২. দেশের ৫৩তম নদী বন্দর কোনটি?
ক গোয়াইনঘাট নদী বন্দর, সিলেট
খ সিলেট নদী বন্দর, সিলেট
গ ভোলাগঞ্জ নদী বন্দর, সিলেট
ঘ চিলমারী নদী বন্দর, কুড়িগ্রাম

৩. বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
ক ১৬৮টি খ ১৬৯টি গ ১৭০টি ঘ ১৭১টি

৪. 'মুনসুন অভ্যুত্থান' কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক বাংলাদেশ খ মিয়ানমার
গ ইউক্রেন ঘ রাশিয়া

৫. বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক পাগমার্ক বা পায়ের ছাপ
খ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে
গ ক্যামেরা ট্র্যাপিং বা ক্যামেরার ফাঁদ
ঘ ক ও গ উভয়ই

৬. ৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক ভুটান খ ভারত গ মিয়ানমার ঘ নেপাল

৭. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান কে?
ক বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী
খ বিচারপতি জিনাত আরা
গ বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা
ঘ বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ

৯. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক মুশফিকুল ফজল আনসারি খ মাহফুজ আনাম
গ কামাল আহমেদ ঘ মতিউর রহমান চৌধুরী

১০. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
ক মো. জসীম উদ্দিন খ ড. শেখ আব্দুর রশীদ
গ মো. তৌহিদ হোসেন ঘ সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী

১১. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (BPSC) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
ক অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম
খ মো: সুজায়েত উল্লাহ
গ ড. মো. নাজমুল আমিন মজুমদার
ঘ ড. মো. আমিনুল ইসলাম

১২. দেশের ২৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব কে?
ক ড. মো. মোখলেস উর রহমান খ ড. নাসিমুল গনি
গ মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া ঘ ড. শেখ আব্দুর রশীদ

আন্তর্জাতিক

১৩. ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
ক প্রাবোও সুবিয়ান্তো খ জোকো উইদোদো
গ অ্যানিস বাসওয়েদান ঘ গাঞ্জার প্রানোও

১৪. জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক ইউশিহিদে সুগা খ ফুমিও কিশিদা
গ সানায়ে তাকাইচি ঘ ইশিবা শিগেরু

১৫. ১ অক্টোবর ২০২৪ মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক শোচিত গালভেজ খ ক্লডিয়া শিনবাউম
গ নরমা লুসিয়া পিনা ঘ এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন

১৬. বিশ্বের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয় কোন দেশে?
ক রাশিয়া খ ফ্রান্স গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

১৭. ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ESSI) প্রকল্পের উদ্যোক্তা কোন দেশ?
ক জার্মানি খ ফ্রান্স গ যুক্তরাজ্য ঘ ইউক্রেন

১৮. ইতালিতে আসা অবৈধ অভিবাসীদের কোন দেশে পাঠানো হচ্ছে?
ক রুয়ান্ডা খ আলবেনিয়া
গ আলজেরিয়া ঘ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

১৯. ৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৩ নভেম্বর ২০২৪ খ ৪ নভেম্বর ২০২৪
গ ৫ নভেম্বর ২০২৪ ঘ ৬ নভেম্বর ২০২৪

২০. ভারতে কোন ভাষা সর্বপ্রথম আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
ক তামিল ভাষা খ হিন্দি ভাষা
গ বাংলা ভাষা ঘ সংস্কৃত ভাষা

২১. ভারত সরকার বাংলা ভাষাকে আদি বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?
ক ১ অক্টোবর ২০২৪ খ ৩ অক্টোবর ২০২৪
গ ৫ অক্টোবর ২০২৪ ঘ ৯ অক্টোবর ২০২৪

২২. প্রকাশিতব্য Mother Mary Comes to Me স্মৃতিকথার লেখক কে?
ক কিরণ দেসাই খ সালমান রুশদি
গ অমর্ত্য সেন ঘ অরুন্ধতী রায়

২৩. মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে নিজ ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক ক্যাসিনো খোলার লাইসেন্স দেয় কোন দেশ?
ক বাহরাইন খ সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ সৌদি আরব ঘ কুয়েত

২৪. ১ অক্টোবর ২০২৪ ইরান ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তার শিরোনাম কী?
ক Operation True Promise
খ Operation True Promise 2
গ Operation Al-Aqsa Flood
ঘ Operation Eagle Claw

উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	খ
৪.	ক
৫.	ঘ
৬.	ঘ
৭.	খ
৮.	খ
৯.	গ
১০.	ঘ
১১.	ক
১২.	ঘ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	ঘ
১৭.	ক
১৮.	খ
১৯.	গ
২০.	ক
২১.	খ
২২.	ঘ
২৩.	খ
২৪.	খ